রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৯, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মে ২০০৫/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

এস, আর, ও নং ১২৪-আইন/২০০৫ আইন/শ্রকম/শা-৬/মামলা-১/২০০৪—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর Section 37 এর Sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
	আই, আর, ও, মামলা	
১।	আই, আর, ও, মামলা	১৬/২০০৫
২।	আই, আর, ও, মামলা	১০/২০০৫
৩।	আই, আর, ও, মামলা	৫৩/২০০৪
৪।	আই, আর, ও, মামলা	৮/২০০৫
৫।	আই, আর, ও, মামলা	৭/২০০৫
৬।	আই, আর, ও, মামলা	২৬/২০০৪
৭।	আই, আর, ও, মামলা	৬/২০০৫

মূল্য ঃ টাকা ৪০.০০

১	২	৩
৮।	আই, আর, ও, মামলা	৪০/২০০২
৯।	আই, আর, ও, মামলা	৩০/১৯৯৫
১০।	আই, আর, ও, মামলা	১১/২০০৫
১১।	আই, আর, ও, মামলা	৯/২০০৫
১২।	আই, আর, ও, মামলা	১৩/২০০৫
১৩।	আই, আর, ও, মামলা	৭৯/০৩, ৮০/০৩, ৮১/০৩ ৯৯/০৩ এবং ১০০/০৩
১৪।	আই, আর, ও, মামলা	১২/২০০৫
১৫।	আই, আর, ও, মামলা	৪/২০০৫
১৬।	আই, আর, ও, মামলা	১০৭/২০০৩
১৭।	আই, আর, ও, মামলা	২৩/২০০৪
	ফৌজদারী মামলা	
১৮।	ফৌজদারী মামলা	৭/২০০৪
১৯।	ফৌজদারী মামলা	৩০/২০০২
২০।	ফৌজদারী মামলা	৮/২০০৪
২১।	ফৌজদারী মামলা	৪/২০০৩
২২।	ফৌজদারী মামলা	৬/২০০৩
২৩।	ফৌজদারী মামলা	৩/২০০৪
২৪।	ফৌজদারী মামলা	২৯/২০০২
	অভিযোগ মামলা	
২৫।	অভিযোগ মামলা	৮/২০০৩
২৬।	অভিযোগ(কমপ্লেইন্ট) মামলা	৭/২০০৩
২৭।	অভিযোগ মামলা	৪/২০০৪
২৮।	অভিযোগ মামলা	৩/২০০৪
	পি, ডব্লিউ মামলা	
২৯।	পি, ডব্লিউ মামলা	৩/২০০৪
৩০।	পি, ডব্লিউ মামলা	৪/২০০৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান আলী সরদার
উপ- সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোহাম্মদ আলী প্রিন্স, সভাপতি,

২। মোঃ আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, শাহজাদপুর উপজেলা ইঞ্জিনচালিত নৌকা মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৯৬৭, থানাঘাট, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং ৩০-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ শাহজাদপুর উপজেলা ইঞ্জিনচালিত নৌকা মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৯৬৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদী দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০৮-১১-২০০০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন শুধুমাত্র ২০০০ সালের দাখিল

করেছেন যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৪-৫-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/৮৮৭ এক্সিবিট-১(খ) এবং ৫-৯-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৬৮০ এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ ও ১৬৮০ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ শাহজাদপুর উপজেলা ইঞ্জিনচালিত নৌকা মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৯৬৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১০/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী — **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ রেজাউল করিম, সভাপতি

২। মোঃ ছাদেক আলী, সাধারণ সম্পাদক, পলাশবাড়ী উপজেলা ইলেকট্রিশিয়ান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৯৫৮, নুনিয়াগাড়ী বগুড়া রোড, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬ তাং ৩০-০৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়ছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ - ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ - ১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দি ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী উপজেলা ইলেকট্রিশিয়ান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৯৫৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-১০-২০০০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান সংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২০-৫-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ৯৯৩ (এক্সিবিট- ১(খ) এবং ১৯-৭-০৪ ইং তারিখের পত্র নং ১৩৫২ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী উপজেলা ইলেকট্রিশিয়ান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৯৫৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫৩/২০০৪

মোঃ আলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা অটো টেম্পু ও বেবী ট্যাক্সি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২৫৯, রেলগেট, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ,
শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

২। মোঃ হাসমত আলী, সভাপতি,

৩। মোঃ মমিনুল ইসলাম মমিন, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা মিশুক শ্রমিক ইউনিয়ন, ঠিকানা-ষ্টেডিয়াম মার্কেট, সপুরা, রাজশাহী—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, ১ নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।
৩। জনাব মোঃ কোরবান আলী, ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৮ তাং ২৮-৩-০৫

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। ১ নং প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। ২/৩ নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী মোঃ আলাল হোসেনকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীকে জিজ্ঞাসায় জানা যায় যে, মামলাটি পরিচালনায় দরখাস্তকারী পক্ষের কোন নির্দেশনা নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনায় অনিচ্ছুক প্রতীয়মান হয়। ইতিপূর্বেও দরখাস্তকারী আদালতে গরহাজির ছিলেন এবং তদ্বিরাদী নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনায় অনিচ্ছুক হওয়ায় মামলাটি দরখাস্তকারীর তদ্বিরাভাবে খারিজযোগ্য মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি নন্ - প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে ও দরখাস্তকারী গরহাজির থাকার কারণে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৮/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী — **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। শ্রী পাচু গোপাল সিং, সভাপতি,

২। মোঃ মনছুর হান্নান, সাধারণ সম্পাদক, পুনট হাট বাজার আড়ৎদার সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১১৯০, পুনট হাট, কালাই, জয়পুরহাট— **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ২৯-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট- ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পুনট হাট বাজার আড়ৎদার সমিতি, জয়পুরহাট এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৯০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১১-৪-১৯৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে

প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২০ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৭-৯-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৮৮৯ এক্সিবিট-১(খ) এবং ৪-৯-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/ রাজ/১৬৬৮ এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১৬৬৮ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট ১ (ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত পর্যালোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পুনট হাট বাজার আড়ৎদার সমিতি, জয়পুরহাট এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৯০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৭/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ওহাব আকন্দ, সভাপতি,

২। মোঃ জাহেদুল, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব সড়াইল কোল্ড ষ্টোরেজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৯৬, পূর্ব সড়াইল, কালাই, জয়পুরহাট—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ২৭-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্ত কারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পূর্ব সড়াইল কোল্ড ষ্টোরেজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, জয়পুরহাটের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৯৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-৮-২০০২ ইং তারিখের ১৭২৪ নং স্মারক এক্সিবিট- ১(খ) ও ১৮-৭-০৪ ইং তারিখের ১৩২৯ নং স্মারক এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১৩২৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট- ১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদারত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিনের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণীত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পূর্ব সরাইল কোল্ড ষ্টোরেজ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, জয়পুরহাট এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৮৯৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৬/২০০৪

মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিক, ভারপ্রাপ্ত ডিজেল জেনারেটর ড্রাইভার, পি, এফ নং ২৭৮৫, রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ, রাজশাহী।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১১ তাং ৭-৩-০৫

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিকের হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত, রেকর্ডকৃত পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিকের জবানবন্দী ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলাটি উঠাইয়া লইবার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নাই। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী পর্যলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্ত কারী আবু বাক্কার সিদ্দিক স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, মামলাটি আদালতের বাহিরে আপোষ নিষ্পত্তি হওয়ায় সে আর মামলাটি চালাইবে না এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর জবানবন্দীর প্রেক্ষিতে মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে এবং দরখাস্তকারী মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি পাইবেন মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ দুলা মিয়া, সভাপতি,

২। মোঃ আলম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, পলাশবাড়ী কাঠ মিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৮০, কালীবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তারিখ ২০-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী কাঠ মিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৮৮০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৫-৪-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ শুধু ২০০০ সালের দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট- ১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন

করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১-৮-২০০১ ইং তারিখের স্মারক নং যুশ্রপ/রাজ/টিইউ/১৫১২ এক্সিবিট-১(খ) মূলে বার্ষিক রিটার্ণের সপক্ষে রেকর্ডপত্র পরীক্ষা প্রসংগে চিঠি ইস্যু করা হয় এবং ১৫-৬-০৩ ইং তারিখের ১২১০ স্মারক এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী কাঠ মিস্ত্রি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৮০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ কে এ আতোয়া-এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ
২। জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ০৫ জানুয়ারী, ২০০৫

আই, আর, ও, মামলা নং ৪০/২০০২

মোঃ সাহেদ আলী, সদস্য, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আহবায়ক, এডহক কমিটি, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, সিরাজগঞ্জ—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। গাজী এম, এ, মান্নান, সভাপতি (বিদায়ী কমিটি),

২। গাজী এম, এ, মমিন, সাধারণ সম্পাদক (বিদায়ী কমিটি),

৩। মোঃ আনোয়ার হোসেন তালুকদার (এড),

৪। আব্দুল কুদ্দুস

৫। আব্দুল মান্নান

৬। আব্দুল আওয়াল

৭। আব্দুল মমিন

৮। হাবিবর রহমান

৯। আনছার আলী

১০। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

১-৯ এর ঠিকানা-সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২১৭), অধ্যাপক এম, এ, মতিন পৌর বাস টার্মিনাল, সিরাজগঞ্জ, থানা ও জেলা- সিরাজগঞ্জ—**প্রতিপক্ষগণ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ- ১। জবাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী , প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

৩। জনাব মো শামসুল আলম , ১০ নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ সাহেদ আলী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ৩ - ৯ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা গঠিত এডহক কমিটি বেআইনী ও সংবিদান পরিপন্থী গণ্যে বাতিলের নিমিত্তে এবং ৩০-৬-২০০২ ইং তারিখের রেজুলেশন সংবিধান পরিপন্থী ও বিধি বহির্ভূত গণ্যে ব্যবস্থার আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলায় সংক্ষিপ্ত কেস হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ সাহেদ আলী একজন মটর শ্রমিক এবং সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং ইউনিয়নের এডহক কমিটির আহবায়ক। দরখাস্তকারী ৩০-৬-২০০২ ইং তারিখে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় আহবায়ক নির্বাচিত হয় এবং ৭ সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত হইলে তাহাকে আহবায়ক হিসাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে ২০ দিন পর বেআইনী ও সংবিধান বহির্ভূতভাবে ২৩-৭-২০০২ ইং তারিখে দায়িত্ব প্রদান করেন । ৩০-৬-২০০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় বেআইনীভাবে ১২০৮ জন আপেশাজীবী শ্রমিককে সদস্য পদ প্রদান করেন এবং অন্যায়ভাবে সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আদালতের মিস আপীল ২১/৯৯ নং মামলার রায়কে পাশ কাটাইয়া সংবিধান সংশোধন করিয়া নেন এবং এডহক কমিটিকে অর্থনৈতিক সংকটে ফেলিবার উদ্দেশ্যে সদস্যগণের ২২ মাসের চাঁদা মওকুফ করিয়া সিদ্ধান্ত লিখিয়া নেন। দরখাস্তকারীর আহবায়ক কমিটিকে বেআইনীভাবে ২৩ দিন পর দায়িত্ব প্রদানপূর্বক ৯০ দিন পর আইন উপদেষ্টা বেআইনী ও জোরপূর্বক তাহার নিকট থেকে সংবিধান বহির্ভূতভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং দরখাস্ত-কারীর এডহক কমিটিকে কাজ করিতে বাধাগ্রস্ত করায় দরখাস্তকারীর গ্যারান্টিড রাইট খর্ব হইয়াছে।

প্রতিপক্ষের সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে আপত্তি দাখিল করিয়াছেন অসাংবিধানিক কাজের বিরুদ্ধে যাহা জে, ডি, এল, কর্তৃক সমর্থিত হয়। ৩-৯ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা গঠিত ২য় এডহক কমিটি বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থী এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত রেজুলেশনের ২ ও ৩ নং সিদ্ধান্ত বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থী হওয়ায় বাতিলযোগ্য হইতেছে। আইনজীবী সমন্বয়ে গঠিত এডহক কমিটি আইনসম্মত নহে এবং ১২০৮ জন অশ্রমিককে ভর্তি ও সদস্য পদ প্রদান এবং ২২ মাসের চাঁদা মওকুফ বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থী এবং উক্তরূপ কার্য দ্বারা আই,আর, ও, ৮৯/৯০ নং মামলার রায়কে উপেক্ষা করা হইয়াছে। দরখাস্ত কারীর আহবায়ক এডহক কমিটিকে দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং বেআইনীভাবে ৩-৯ নং প্রতিপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত এডহক কমিটি সংবিধান পরিপন্থী ও বিধি বহির্ভূত হওয়ায় এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশনের সিদ্ধান্তসমূহ বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থী গণ্যে বাতিলের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১/২, ৩, ৮ নং প্রতিপক্ষ এবং ৪, ৬, ৯, ও ১০ নং প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হইয়া পৃথক পৃথকভাবে লিখিত জবাব দাখিল করেন। কিন্তু ১/ ২, ৩, ৮ নং প্রতিপক্ষগণ লিখিত জবাব দাখিল করিলেও চূড়ান্তভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। শুধুমাত্র ৪, ৬, ৯ নং প্রতিপক্ষ ও ১০ নং প্রতিপক্ষগণ মামলাটিতে জবাব দাখিলপূর্বক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, অত্রাকারে দরখাস্তকারীর অত্র মামলাটি সচলযোগ্য নহে এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি দায়ের করিবার কোন কারণ উদ্ভব ঘটে নাই। ৪, ৬ ও ৯ নং প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সাহেদ আলী সিরাজগঞ্জ মটর শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২১৭) এর একজন সদস্য এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের সাধারণ সভায় গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম আহবায়ক কমিটির নির্বাচিত আহবায়ক। ১৯৯৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে গোলযোগ সৃষ্টি হইলে সিরাজগঞ্জ সহকারী জেলাজজ আদালতে ৩৮/৯৯ অন্য প্রকার মোকদ্দমা দায়ের হইলে নিষেধাজ্ঞা নামঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে ২১/৯৯ নং মিস আপীল জেলাজজ আদালতে দায়ের হয় এবং দোতরফা শুনানী অন্তে ৮-৬-৯৯ ইং তারিখের রায়ে ইউনিয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর ও নতুন করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার দিক-নির্দেশনা প্রদত্ত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে কিছু অশ্রমিক সদস্যের রায়ের আলোকে ছাটাই অন্তে প্রকৃত পেশাজীবীদের তালিকা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে আই, আর, ও, ৮৯/৯৯ মোকাদ্দমায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আদেশ নামঞ্জুর হয়। ১৪-৩-২০০০ ইং তারিখে এবং ইউনিয়ন পক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ নির্বাচিত হন কিন্তু ঐ কমিটির মেয়াদ ৩০-৬-০২ ইং তারিখে শেষ হইয়া গেলে উক্ত ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষিত হয় এবং দুইটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। দরখাস্তকারীর নেতৃত্বে গঠিত আহবায়ক কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩ নং প্রতিপক্ষ এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার এর নেতৃত্বে গঠিত ২য় আহবায়ক কমিটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ২য় আহবায়ক কমিটির আহবায়ক ও ইউনিয়নের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ৩ নং প্রতিপক্ষ ১৫-১২-০২ ইং তারিখে অপারগতা প্রকাশ করিয়া পদত্যাগ করিলে ৮ নং প্রতিপক্ষ হাবিবর রহমান ২য় আহবায়ক কমিটির আহবায়কের ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ৮ নং প্রতিপক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভার মাধ্যমে একটি আহবায়ক কমিটি ও নির্বাচন পরিচালনা সাব-কমিটি গঠনপূর্বক যথারীতি ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে আইনানুগভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিলে ৯ নং প্রতিপক্ষ আনসার আলী সাধারণ সম্পাদক ও ৬ নং প্রতিপক্ষ আবদুল আওয়াল সভাপতি

নির্বাচিত হন। সভাপতি আঃ আওয়াল বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে বহিস্কৃত হইয়াছেন। অপেশাজীবী শ্রমিকদেরকে ছাটাই অন্তে প্রকৃত পেশাজীবী শ্রমিকদের তালিকা ১০ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল পূর্বক আইনানুগভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু দরখাস্তকারী নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করিয়া আই, আর, ও, ৯৭/০৩ মামলা দায়ের করিলে ১৫-১২-০৩ ইং তারিখের আদেশে তাহা খারিজ হইয়াছে। দরখাস্তকারীর ইউনিয়নের সদস্যপদ না থাকায় এবং অত্র আই, আর, ও, মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় না হওয়ায় সরাসরি খারিজযোগ্য হইতেছে।

১০ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ১০ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদিত হইলে ইউনিয়নের ৬-৪-৯৭ ইং তারিখে সংশোধনী হওয়ায় এবং সংশোধিত সংবিধানও ১০ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষিতে রেজুলেশনের অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে ডি, ডি, এল, বগুড়া নির্দেশিত হইয়া তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন এবং তদন্তে ইউনিয়ন পরিচালনায় অনিয়ম ও সংবিধান পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রাপ্ত হন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারীর অত্র শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানে আনীত মামলটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য ?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি দায়ের করিবার কি কোন কারণ উদ্ভব ঘটিয়াছে?

৩। ৩-৯ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা গঠিত আহ্বায়ক কমিটি কি সিরাজগঞ্জ মটর শ্রমিক ইউনিয়ানের সংবিধানের পরিপন্থি এবং বেআইনী এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশনের সিদ্ধান্তগুলি কি সংবিধান পরিপন্থি ও বেআইনী এবং আইনতঃ বাতিলযোগ্য?

৪। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিবেচ্য বিষয় নং ১ হইতে ৪

১-৪ নং বিবেচ্য বিষয়সমুহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী সাহেদ আলী একজন মটর শ্রমিক এবং সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং রাজ-২১৭)এর একজন সদস্য। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা আরও স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী মোঃ সাহেদ আলী ৩০-৬-০২ ইং তারিখের সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম আহ্বায়ক কমিটির নির্বাচিত আহ্বায়ক এবং স্বীকৃত মতেই ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম আহ্বায়ক কমিটিকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রদান হয়। ৫, ৬, ৯ নং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-জ ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার রেজুলেশনের ফটোকপি দৃষ্টে উক্ত স্বীকৃত বিষয় প্রমাণিত হয় এবং আরও স্বীকৃত মতে এক্সিবিট- জ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ৩নং প্রতিপক্ষ এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার, আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২য় এডহক কমিটি গঠিত হয়। এবং ১ম এডহক কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইলে আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে এবং ২য় এডহক কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আনুষ্ঠানের সুযোগ পাইবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং এক্সিবিট-জ

রেজুলেশনের ৪ নং সিদ্ধান্ত দৃষ্টে ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকিবেন। দরখাস্তকারী সাহেব আলী অত্র মামলাটি শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় ৩-৯ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা গঠিত ২য় আহ্বায়ক কমিটিকে বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থি এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশনের সিদ্ধান্তসমূহ সংবিধান পরিপন্থি ও বেআইনী সাব্যস্তে বাতিল চেয়েছেন। দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীর ১ম আহ্বায়ক কমিটিকে অসৎ উদ্দেশ্যে ২৩ দিন পর সংবিধান বহির্ভূতভাবে ২৩-৭-০২ ইং তারিখে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ৩০-৬-০২ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ১২০৮ জন অপেশাজীবী শ্রমিককে সদস্য পদ প্রদান করেন এবং সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আদালতের মিস আপীল ২১/৯৯ নং মামলার রায়কে পাশ কাটাইয়া সংবিধান সংশোধন করতঃ সদস্যদের ২২ মাসের চাঁদা মওকুফের সিদ্ধান্ত নেন। দরখাস্তকারীর ১ম আহ্বায়ক কমিটির নিকট থেকে বেআইনীভাবে ও জোরপূর্বক আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত ২য় আহ্বায়ক কমিটি ক্ষমতা গ্রহণ করায় দরখাস্তকারীর গ্যারান্টিড রাইট খর্ব হইয়াছে এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধাণ সভার রেজুলেশনের ২, ৩, ও ৭ নং সিদ্ধান্তগুলি বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থি হওয়ায় বাতিলযোগ্য হইতেছে। অপরদিকে ৪, ৬, ৯ নং প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ৩০-৬-০২ ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতেই ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণাপূর্বক ২টি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় এবং দরখাস্তকারীর নেতৃত্বে গঠিত ১ম আহ্বায়ক কমিটিকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিলে ব্যর্থতার কারণে ৩নং প্রতিপক্ষ আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২য় আহ্বায়ক কমিটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং ৩নং প্রতিপক্ষের অপারগতা ও পদত্যাগের কারণে ১নং প্রতিপক্ষ হাবিবর রহমান আহ্বায়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং ২য় আহ্বায়ক কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইল ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে একটি আহ্বায়ক কমিটি এবং নির্বাচন পরিচালনা সাব-কমিটি যথারীতি ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে আইনানুগভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং নির্বাচনী ফলাফল রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে প্রেরিত হয়। দরখাস্তকারী আইনানুগভাবে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। পক্ষগণ নিজ নিজ পক্ষে মামলাটি প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী সাহেদ আলী পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে মৌখিক সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৩ ,৩(ক), ৪-৮, ৮(ক), ৯ হিসাবে প্রমাণে এনেছেন। ১০ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে ও, পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এবং ও, পি, ডব্লিউ-২ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ শ্রম পরিচালক, বগুড়া ২জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন ও দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, খ(১), গ-চ হিসাবে প্রমাণে আনেন। ১/২ নং প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করিলেও পি, ডব্লিউ-১ সাহেদ আলী দরখাস্তকারীকে জেরা করেন কিন্তু সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। ৪, ৬, ৯ নং প্রতিপক্ষে ও, পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ আবদুল আওয়াল ৬নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং এবং ও, পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ আনছার আলী ৯নং প্রতিপক্ষ মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট- ছ ,জ, ঝ, ঝ(১), ঝ(২), ঞ, ঞ(১)-ঞ(৩), ট, ট(১), ঠ, ড, ড(১), ঢ, ঢ(১), ণ, ণ(১), ড, ড(১), থ ,থ(১)-থ(৪), দ, দ(১)-দ(৩), ন, ন(১) হিসাবে প্রমাণে আনেন। অত্র মামলায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ সাহেদ আলী দরখাস্তকারী স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, সে ১ম আহ্বায়ক কমিটির ক্ষমতা ২৩ দিন পর গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে আইনানুগভাবে ক্ষমতায় আছে। আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বে ২য় আহ্বায়ক কমিটি বেআইনীভাবে ও জোরপূর্বক তাহার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় সংবিধান বহির্ভূতভাবে এবং দরখাস্তকারীর আহ্বায়ক কমিটি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় তাহার গ্যারান্টিড রাইট খর্ব হয়েছে কিন্তু এই সাক্ষী ১/২, ৩, ৪, ৬, ৮ ও ৯ নং প্রতিপক্ষের জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, সে আহ্বায়ক

কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে ৩-৭-০২ ইং তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠান করেছে এবং ১-৮-০২ ইং তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠান করেছে। ঐ সভায় ১-৭-০২ থেকে ৩১-৭-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন নিয়েছে। দরখাস্তকারীর উপরোক্ত স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ২৩ দিন পর ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দরখাস্তকারীকে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি সঠিক নহে, বরং দরখাস্তকারী আহ্বায়ক হিসাবে ৩০-৬-০২ ইং তারিখের অব্যবহিত পরেই ৩-৭-০২ ও ১-৮-০২ ইং তারিখে সভা অনুষ্ঠান করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেছেন যে, ২৯-৯-০২ ইং তারিখের সভার রেজুলেশনে তাহার সহি আছে এবং এক্সিবিট- জ ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশনের কপি দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ঐ সভায় উপস্থিত থেকে রেজুলেশনে সহি করেছেন। এক্সিবিট-ঝ ২৯-৯-০২ ইং তারিখের ক্ষমতা হস্তান্তর সভায় দরখাস্তকারী সভাপতিত্ব করেন এবং ২য় আহ্বায়ক কমিটির নিকট চার্জ হস্তান্তর করেন। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-ণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১-৮-০২ ইং তারিখের সভায় বাদী উপস্থিত থাকিয়া রেজুলেশনক্রমে ১-৭-০২ হইতে ৩১-৭-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের অনুমোদন গ্রহণ করেন। সুতরাং দরখাস্ত কারী ১-৭-০২ ইং তারিখ থেকে ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়কের ক্ষমতা পেয়েছেন প্রতীয়মান হয় এবং স্বীকৃত মতেই ও কাগজাদি দৃষ্টে ২৯-৬-০২ ইং তারিখে ২য় এডহক কমিটির নিকট ক্ষমতা প্রদান করেন। স্বীকৃত মতেই ৩নং প্রতিপক্ষ এডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার সাংবিধানিকভাবে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের আইন উপদেষ্টা রহিয়াছেন এবং ইউনিয়নের সংবিধান (এক্সিবিট-ছ) এর ২৫(খ) দ্বারা অনুযায়ী সংবিধানের ১৩(গ) ধারা মোতাবেক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিধান রহিয়াছে। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ সাহেদ আলীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে তিনি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ২য় আহ্বায়ক কমিটিও ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ সাহেদ আলী দরখাস্তকারী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ৩০-৬-০২ ইং তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ পেশাজীবী শ্রমিক সদস্যদের অনুমোদন দিয়াছিল এবং ২য় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ৩নং প্রতিপক্ষ অপারগতা প্রকাশ করিলে প্রবীণ সদস্য ৮নং প্রতিপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করেন। দরখাস্তকারী পি, ডব্লিউ-১ জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ও, পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ আনছার আলী ৯নং প্রতিপক্ষ জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ৬-৪-৯৭ ইং তারিখে ইউনিয়নের সংবিধান সর্বশেষ সংশোধিত হয় এবং সর্বশেষ সংশোধিত সংবিধানের ২৫ (ঘ) ও (চ) ধারার অবলুপ্তি হইয়াছে। ও, পি, ডব্লিউ-৪ মোঃ আনছার আলী ৯নং প্রতিপক্ষ জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় এবং ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১০ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে পরীক্ষিত সাক্ষী ও, পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর সাক্ষ্য ও জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তলবী সভার ৭ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটির তালিকা অফিসে প্রেরণ করেছিল এবং ১৭-৭-০৩ ইং তারিখের ৩৩নং স্মারকে ছাটাই অন্তে ২২৬৫ জন পেশাজীবী শ্রমিকের তালিকা প্রেরণ করে শ্রম দপ্তরে। ১৫-৮-০৩ ইং তারিখের ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফল শ্রম অফিসে ২০-৮-০৩ ইং তারিখে পেয়েছে এবং ঐ প্রাপ্ত পত্রগুলির বিরুদ্ধে শ্রম দপ্তর কোন আপত্তি বা নির্দেশনা প্রদান করে নাই। ও, পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ায় দরখাস্তকারীর আহ্বায়ক পদ অটোমেটিক্যালি বিলুপ্ত হইয়াছে। সংশোধিত সংবিধানে মূল সংবিধানের ২৫(খ) ও (ঙ) অনুচ্ছেদ বাতিল হইয়াছে। ও, পি, ডব্লিউ-২ এ,টি,এন ফজলুর রহিম যুগ্ম শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের ৩০-৯-০২ ইং তারিখের ২১০৩ নং স্মারক মূলে নির্দেশিত হইয়া সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক

ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানটি ৫-১০-০২ ইং তারিখে তদন্ত পূর্বক এক্সিবিট-খ তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন এবং এক্সিবিট-খ তদন্ত রিপোর্টে মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপক অনিয়ম, সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ প্রাপ্ত হইয়া তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু এই সাক্ষীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তদন্ত কালে জনাব বাদেশ আলী , শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তাকে তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করেন রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিসের ৩০-৯-০২ ইং তারিখের ২১০৩ নং স্মারকের নির্দেশনা বহির্ভূতভাবে অর্থাৎ যুগ্ম শ্রম পরিচালকের অফিস থেকে জনাব বাদেশ আলীকে তদন্তের কোন দায়িত্ব প্রদান করে নাই। শুধুমাত্র উপ শ্রম পরিচালককে তদন্তের নির্দেশ ২০৩ নং স্মারকে প্রদান করা হয়েছিল। এক্সিবিট-খ তদন্ত রিপোর্টে উপ শ্রম পরিচালক তদন্ত অন্তে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপক অনিয়ম, আর্থিক অনিয়ন, সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী সাহেদ আলী মামলায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ৩-৯ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা গঠিত ২য় আহ্বায়ক কমিটি বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থি এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশনের সিদ্ধান্তসমূহ বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থি মর্মে বাতিল চেয়েছেন বটে কিন্তু সাক্ষ্য থেকে আমরা পাই যে, দরখাস্তকারী সাহেদ আলী ৩০-৬-০২ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মতে গঠিত ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৯০ দিন মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় দরখাস্তকারী আহ্বায়ক বা কোন সি, বি, এ, বর্তমানে নাই। স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারী সাহেদ আলী সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সদস্য (মেম্বার)। মূলতঃ দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বার) হিসাবে গ্যারান্টিড রাইট বা অর্পিত অধিকার হিসাবে ২য় আহ্বায়ক কমিটি বেআইনী ও সংবিধান পারপন্থি মর্মে বাতিল চেয়েছেন। কিন্তু স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক বা সি, বি, এ, এর মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়ায় দরখাস্তকারী আর ক্ষমতায় থাকার অধিকারী নহেন। স্বীকৃত মতেই ৩০-৬-০২ ইং তারিখে গঠিত ১ম আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ ও ২য় আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। স্বীকৃত মতেই ২৩-৫-০৩ ইং তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যগণ তলবী সভার মাধ্যমে ইউনিয়নের নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিয়া ১৫-৮-০৩ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় এবং নির্বাচনী ফলাফল বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী বরাবর প্রেরিত হইয়াছে ২০-৮-০৩ ইং তারিখে যাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই বা কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। এক্সিবিট-দ তদন্ত রিপোর্টমূলে সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যাপক অনিয়ম ও সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবেদন তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-আঞ্চলিক শ্রম পরিচালক, বগুড়া প্রেরণ করেছেন যাহা দৃষ্টে মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান বিরোধী ও কিছু অনিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। স্বীকৃত মতেই সংবিধানে মটর শ্রমিক ইউনিয়নের তলবী সভার কোন বিধান উল্লেখ নাই। এক্সিবিট-চ সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সংবিধানের ২৫ ধারায় বর্ণিত আছে যে,-ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি ২ বৎসর কাল দায়িত্ব পালন করতঃ সাধারণ সভার মাধ্যমে ৭ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি/আহ্বায়ক কমিটি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন সাব-কমিটি গঠন করিবেন। ২৫(খ) ধারায় বর্ণিত আছে যে, কার্যনিবহী কমিটির ঐরূপ এডহক কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে ২ বৎসর পূর্তির দিন থেকে সংবিধানের ১৩(গ) উপদ্ধারা আনুযায়ী গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। সংবিধানের ২৫(গ) ধারায় বর্ণিত আছে যে, (ক) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী এডহক কমিটি গঠিত হইলে ২৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। স্বীকৃত মতেই সংবিধানের ২৫(ঘ) ও (ঙ) ধারাগুলির ৬-৪-৯৭ ইং তারিখের সংশোধনী মূলে

অবলুপ্তি ঘটিয়াছে । প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, সংবিধানে তলবী সভার বিধান না থাকিলেও ২৩-৫-০৩ ইং তারিখের তলবী সভার মাধ্যমে সাধারণ সদস্য কর্তৃক ইউনিয়নের মঙ্গলের জন্য ও নির্বাচনী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সাব-কমিটি গঠন করেন এবং পরিশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরে দাখিল করেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, সংবিধান বহির্ভূতভাবে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দৃষ্টে কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। দরখাস্তকারী মূলতঃ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ইউনিয়নের সংবিধানের বিধানাবলী (প্রভিশনস) কার্যকরী করতে চেয়েছেন এবং ৩০-৬-০২ ইং তারিখের রেজুলেশন সিদ্ধান্ত বেআইনি ও সংবিধান পরিপন্থি মর্মে বাতিল চেয়েছেন। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, বাদী অত্র মামলায় শ্রমিক হিসাবে কোন অধিকার কার্যকরী করিতে আসেন নাই বরং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে রেজুলেশনের সিদ্ধান্ত বাতিল চেয়েছেন যাহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় ঐরূপ সাংবিধানিক বিধান বলবতের কোন অধিকার প্রতিকার করিতে বাদী হকদার নহেন। বিজ্ঞ কৌশলী আরও নিবেদন করেন যে, বাদী মূলতঃ আহ্বায়ক হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে আদালতে এসেছেন এবং দরখাস্তকারী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কোন প্রতিকার পাইবেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় কি বিধান উল্লেখ রহিয়াছে তাহাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, "Any collective bargaining agent or any employer or workman may apply to the labour court for the enforcement of any right guaranteed or secured to it of him by or under any law or any award or any settlement." অর্থাৎ কোন রোয়েদাদ (award) বা মীমাংসা (settlement) দ্বারা বা কোন আইন দ্বারা অর্জিত অধিকার কার্যকরী করার জন্য যে কোন যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি (সি, বি, এ,) বা যে কোন মালিক বা যে কোন শ্রমিক ৩৪ ধারায় শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারেন। কিন্তু দরখাস্তকারী সাহেদ আলী ১ম আহ্বায়ক কমিটির আহবায়ক (সি, বি, এ) হিসাবে ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় বর্তমানে তিনি আর সি, বি, এ, নাই। তাহার শুধু শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে status রহিয়াছে। কিন্তু ইউনিয়নের কোন সদস্যের গ্যারান্টিড রাইট কার্যকরীকরণের জন্য ৩৪ ধারায় কোন বিধান নাই। তাছাড়াও ইহা সুস্পষ্ট যে, দরখাস্তকারী কোন গ্যারান্টিড রাইট enforce বা কোন অধিকার কার্যকরীকরণের জন্য অত্র মামলাটি আনয়ন করেন নাই, বরং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন বিধান শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং দরখাস্ত কারীর শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় প্রতিকার পাইবার কোন লোকাল স্ট্যান্ডি নাই। ইহা আরও প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে ৩০-৬-০২ ইং তরিখের রেজুলেশনের ২, ৩ ও ৭ নং সিদ্ধান্তসমূহ বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থি মর্মে চ্যালেঞ্জ করতঃ বাতিল চেয়েছেন। ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের এখতিয়ার শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় বর্ণিত হয় নাই। কারণ দরখাস্তকারী মূলতঃ ইউনিয়নের সংবিধানের বিধানাবলী (constitutional provisional) কার্যকরী করিতে চেয়েছেন। কোন গ্যারান্টিড রাইটি বা অর্জিত অধিকার কার্যকরী করিতে আসেন নাই। একত্রে আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, (constitutional provisions are not guaranteed rights having no statutory force. এক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধানাবলী লংঘিত হইলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬২ ধারার অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে পারেন বা উপযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) (গ)(ঘ) ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। শিল্প সম্পর্ক

অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় দরখাস্তকারী সাহেদ আলী ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে কোন আইনানুগ অধিকার পাইবার হকদার নহেন। বর্ণিত কারণ ও অবস্থাধীনে ও আইনানুগ প্রতিবন্ধকতার কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত মামলাটি সচলযোগ্য নহে এবং দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বিবেচ্য বিষয়গুলি দরখাস্তকারীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল । অতএব, দরখাস্তকারী সাহেদ আলী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, ৪০/০২ মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১-৩, ৪, ৬, ও ৯ এবং ৮ ও ১০ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩০/১৯৯৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, পোতাজিয়া হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১২২০), পোতাজিয়া বাজার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং, ১৫ তাং ১৫-১-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্ত কারী ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল এবং রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর একতরফা সূত্রে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট- ১(ক)- ১(ঘ), ২ ও ৩ হিসাবে প্রমাণে আনেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের একতরফা জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজ এক্সিবিট-১ (ক)-১(ঘ), ২ ও ৩ পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পোতাজিয়া হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১২২০), পোতাজিয়া বাজার, শাহজাদপুর এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ভুল ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে অশ্রমিক দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশনটি নিয়েছে এবং অভিযোগ দায়ের হইলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২৮-৮-১৯৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জনৈক আবদুর রহমান এক্সিবিট-১ (ক) অভিযোগ এবং এক্সিবিট-১(খ) অভিযোগটি জনৈক কেরামত আলী যুগ্ম শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী বরাবর প্রেরণ করিলে এক্সিবিট-১(গ) ও এক্সিবিট-(ঘ) মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন বরাবর কৈফিয়ত তলব করে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিস হইতে এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনৈক জাহিদ হোসেন, এডভোকেট কর্তৃক এক্সিবিট-২ উকিল নোটিশ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর প্রেরীত হয়। এক্সিবিট-৩ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপ-শ্রম পরিচালক এ, কে, এম এহতেশামুল হক ও সহকারী শ্রম পরিচালক এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ সরেজমিনে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং তদন্তে স্থানীয় আলী আহম্মদ তালুকদার, আঃ খালেক, রজব আলী, সরদার, পলান প্রমাণিক আড়ৎদার, আব্দুর রহমান, শিক্ষক কোরবান আলী, আব্দুর রশিদ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাহাদের স্বাক্ষর রেকর্ডঅন্তে তদন্ত প্রতিবেদন ১৯-১১-৯৪ ইং তারিখে প্রদান করেন। এক্সিবিট-৩ তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, তদন্তে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উল্লেখ করে যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নে কিছু (২/৪ জন) অশ্রমিক রহিয়াছে। শ্রমিক ও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১২২০ এর সদস্যগণের সহিত ১২১০ ইউনিয়নের মধ্যে কাজ নিয়ে কোন্দল থাকায় তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। সুতরাং তদন্ত প্রতিবেদন দৃষ্টে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের মধ্যে অশ্রমিক থাকার বিষয় তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই বর্ণিত কারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা তদমর্মে প্রমাণে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় প্রথম

পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হওয়ায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রথম পক্ষ প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পোতাজিয়া হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১২২০), পোতাজিয়া বাজার, শাহজাদপুর এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১১/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক,

জোড়গাছা ইউঃ পিঃ হাট-বাজার চাতাল ও গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫০২, হালিদাবগা, ভেলুরপাড়া, সোনাতলা, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং ১৩-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্ট উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল । পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১ ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ জোড়গাছা ইউঃ পিঃ হাট-বাজার চাতাল ও গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী দখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০১-১-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপনে ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী / রিটার্ণ দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-১২-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ২৪৮১ এক্সিবিট ১(খ) এবং ১৮-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১৩৩৩ এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি ও ১৩৩৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় প্রথম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে ।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ জোড়গাছা ইউঃ পিঃ হাট-বাজার চাতাল ও গুদাম কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫০২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৯/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সভাপতি,

২। জনাব গোলজার বাংলা, সাধারণ সম্পাদক, রৌমারী থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৭২, থানা পরিষদ রোড, রৌমারী, কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ১৩-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদী এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১ ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ জিয়াউল হক খানের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক রৌমারি থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৭২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৯-৩-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপণ ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্র্যার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৯-১-২০০৪ ইং তারিখের

স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৪৬ (এক্সিবিট-১(খ)) এবং ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৫৩ (এক্সিবিট- ১(ক)) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১২৫৩নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় প্রথম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রথম পক্ষের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সুত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রৌমারী থানা ইমারত নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৭২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত , রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৩/২০০৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবদুল গফুর, সভাপতি,

২। মোঃ আফজাল হোসেন মন্ডল, সাধারণ সম্পদক,

মহাস্থান হাট বাজার বন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ান, রেজিঃ নং রাজ- ১৪৪৪, মহাস্থান বাজার, শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৯-৩-০৫

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পাক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের তদ্বিরাদী নাই। মলিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার এবং শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল । উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মহাস্থান হাট-বাজার বন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৪৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-৪-৯৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-গ দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশর বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১-২০০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৫৬ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ১২-৭-২০০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৪৯(এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠণতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় প্রথম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি এতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মহাস্থান হাট-বাজার বন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৪৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members: 1. Mr. Md. Mortoza Reza for the Employers.
2. Mr. Md. Rafiqul Islam Dulal for the Labours.

Date of delivery of Judgment : 27th February 2005

I. R. O. Case Nos: 79/03, 80/03, 81/03, 99/03, & 100/03

1. Mohammad Ali Zinnah, S/O. Md. Abdur Rashid.
Vill. Kuripara Gandhail, Dist. Sirajgonj.
Contractual Gauge Reader, 49-A
Kazipur Gauge Center—Petr. of I. R. O. 79/03.

2. Md. Mizanur Rahman, S/O. Md. Mozibur
Rahman, Gauge Reader, 89 Sardah
Northern Measurement Division, Bangladesh
Water Development Board , Pabna — Petr. of I. R. O. 80/03.

3. Md. Helal Hossain, S/O. Md. Abdur
Rahim Sarker, Gauge Reader, 11/A
Sariakandi Gauge Station, Northern
Measurement Division, Bangladesh
Water Development Board, Bogra—Petr. of I. R. O. 81/03.

4. Md. Zakkarul Islam, Contractual
Gauge Reader, 33, Tepanadi, 78 No.
Kantonagar Gauge Station, Dinajpur—Petr. of I. R .O. 99/03.

5. Md. Nurul Islam, S/O. Md. Nowshad Ali
Vill. Namo Sankerbati, P . S. & Dist.
Nababgonj, Contractual Gauge Reader
33, W. G. Ramkrishnapur Gauge Station—Petr. of I. R. O. 100/03

Versus

1. Director, Karmachari Unnayan Paridoptor
Bangladesh Water Development Board
12/13 Rahman Chamber, 10th Floor,
Matijheel Commercial Area, Dhaka.
2. Director General, Bangladesh Water Development
Board, Wapda Bhaban, Matijheel Commercial Area, Dhaka.
3. Director, Bhuparishtho Water Science—1.
Bangladesh Water Development Board, 72 Green Road, Dhaka.
4. Superintending Engineer, Bhuparishtho Water Science
Circle(Division), Bangladesh Water Development
Board, 72 Green Road, Dhaka.

5. Executive Engineer, Northern Measurement Division, Bangladesh Water Development Board, Pabna.
—O. P. S of I. R. O Case Nos. 79/03, 80/03, 81/03 and 99/03. &

1. Director, Karmachari Unnayan Paridoptor, Bangladesh Water Development Board, 12/13 Rahman Chamber, 10th Floor, Matijheel Commertial Area, Dhaka.

2. Director, Karmachari Paridoptor, Bangladesh Water Development Board, Wapda Bhaban, Matijheel Commertial Area, Dhaka.

3. Director General, Bangladesh Water Development Board, Wapda Bhaban, Matijheel Commertial Area, Dhaka.

4. Secretary, Bangladesh Water Development Board, Matijheel Commertial Area, Dhaka.

5. Superintending Engineer, Bhuparishtho Water Science Circle, Bangladesh Water Development Board, 72 Green Road, Dhaka.

6. Executive Engineer, Northern Measurement Division, Bangladesh Water Development Board, Pabna.
—Opposite Party of I. R. O . 100/03

Representatives

1. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the petitioners.

2. Mr. Md. Abul Quasem (1). G. P. Advocate for the O. Ps.

JUDGMENT

I. R. O. Case Nos. 79/03, 80/03, 81/03, 99/03 and 100/03 are tried simultaneously and these cases are disposed of by this Judgment.

All these cases are filed U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 for direction to the O. Ps for appointment of the petitioners as Gauge Reader from merit list (panel) dated 5-1-98 as a guaranteed rights. The petitioner Mohammad Ali Zinnah of I. R. O. case No. 79/03, the petitioner Md. Mizanur Rahman of I. R. O case No. 80/03, the petitioner Md. Helal Hossain of I. R. O case No.81/03, the petitioner Md. Zakkarul Islam of I.R.O case No. 99/03 and the petitioner Md. Nurul Islam of I. R. O case No. 100/03 all are contractual Gauge Readers under Northern Measurement Division, Hydro, Bangladesh Water Development Board, Pabna.

The cases of the petitioners are in short, that the petitioner Mohammad Ali Zinnah of I.R.O case No. 79/03 joined in the post of contractual Gauge Reader on 20-12-95 in reference to the appointment letter *vide* Memo No. 13-1/1637(5) dated 13-12-95 at Kazipur Gauge Center, Sirajgonj, that the

petitioner Md. Mizanur Rahman of I. R. O Case No. 80/03 joined in the post of contractual Gauge Reader on 19-2-97 in reference to the appointment letter *vide* Memo No. 1A-1/203(5) dated 19-2-97 at 89, Sardah Gauge Center, Charghat, Rajshahi, that the petitioner Md. Helal Hossain of I. R. O Case No. 81/03 joined in the same post on 25-8-96 in reference to the appointment letter *vide* Memo No.1A-1/73/1087(5) dated 25-8-96 at 11A, Sariakandi Gauge Station, Bogra, that the petitioner Md. Zakkarul Islam of I. R. O Case No. 99/03 joined in the same post on 30-4-97 in reference to the appointment letter *vide* Memo No. 1A-1/1465(5) dated 30-4-97 at 78, Kantonagar Gauge Station , Dinajpur and that the petitioner Md. Nurul Islam of I. R. O case No. 100/03 joined in the same post of contractual Gauge Reader on 4-5-96 in reference to the appointment letter *vide* Memo No. M. P. 2/144(6) dated 4-5-96 at 33, H. Q Ramkrishnopur Gauge Station, Chapai Nawabgonj . That the O. P Executive Engineer, Northern Measurement Division, Bangladesh Water Development Board, Pabna is the Controlling Authority and other O. P.'s are the Senior Officers, Bangladesh Water Development Board, Dhaka. That the petitioners continued their contractual services with honesty and sincerity up to contract period dated 31-12-02. That the O. P. authority constituted an Internal Selection Committee for the appointment of contractual Gauge Readers as per the Appointment Rules framed for contractual Gauge Reader under Pani Biggayan Doptor of Water Development Board. That the Selection Committee completed the process of interview and prepared a panel of 152 merit list for appointment of contractual Gauge Reader and that the O.P Authority made 13 persons permanent from the panel(merit list) for the post of Gauge Reader by Memo No. 857 dated 20-10-98 and subsequently made 64 persons permanent from the merit list (Panel) chronologically on 15-4-01 *vide* Memo No. 58 paubo (Kof) B-4/97 and that the contract period of rest 73 persons of the merit list are extended up to 31-12-02 . That the appointment rules framed on 5-1-98 has been acted upon and the petitioners have acquired the right to be appointed permanently in the post of Gauge Reader. That the O. P Authority recommended the petitioners for permanent appointment on 29-12-02 . That the O. P authority did not appoint the rest 74 persons of the panel permanently and illegally appointed 155 outsiders in the post of contractual Gauge Reader *vide* Memo No. 201 dated 16-3-03 and Memo No. 485 dated 12-6-03 up to contract period 30-6-03. That the appointment rules for contractual gauge reader & the panel have been acted up & the petitioners prior guaranteed right have been infringed and the petitioners have the priority right to be appointed in the post of Gauge Reader. Hence, the petitioners filed these cases for the enforcement of their guaranteed right U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance,1969.

That the O. P No. 5 Executive Engineer, Northern Measurement Division, Water Development Board, Pabna of I. R. O Case No.s 79/03, 80/03, 81/03 & 99/03 and O. P. No. 6 of I. R. O. Case No. 100/03 appears and

contested these cases by filing written statement denying the material allegations made in the petition, contending *inter alia*, that these cases are not maintainable in the present form, that the petitioners have no cause of action and *locus standi* to file these cases. That the averments made in the body of the petition are false and concocted and that the petitioners have no guaranteed right to be appointed in the post of Gauge Reader. The case of the O. P is , in short, that the petitioners of I. R. O Case Nos. 79/03, 80/03, 81/03, 99/03 & 100/03 are appointed purely on contractual basis against the contract period of service and that their services were temporary and their contract of service will be abolished automatically at the expiry of the contract period and their contractual appointment does not guarantee of their further service. That the standard set up is initiated in liew of Enam set up where 200 regular posts of gauge reader is created instead of 300 posts and at that time there were some posts of master roll, work charged, contingency and contractual gauge reader. That Bangladesh Water Development Board framed rules for appointment of 152 contractual gauge readers and that the selection committee was constituted on 15-10-77 and that the selection committee made a panel (merit list) of 152 persons for appointment of contractual gauge reader and that the panel of 152 contractual gauge reader was not approved by the Water Development Board. That the O.P authority made (13+64)=77 persons permanent from the panel for the post of gauge reader by two Memo Nos. 857 dated 20-10-98 and 58 dated 15-4-01 and the contractual service of 73 persons of the merit list are extended up to 31-12-02 and that the recommendation of 33 persons against permanent post were not accepted by the Water Development Board. That the recommendation for appointment of the rest 33 persons for the contractual gauge reader does not guarantee of their further extension of service as well as appointment in the regular post. That a tripartite board meeting for filling up the contractual post by the Ministry, C.B.A and the Management/Water Development Board was held on 9-6-01 where it is decided that 2248 posts of contractual Gauge Reader, Khalasi , Chain man, Sweeper should be filled up by the persons appointed before 1-10-91 and accordingly 474 contractual persons and 202 regular persons were terminated from job and that 24 writ petitions were filed in the Hon'ble Supreme Court and that the Rules of writ petitions were rejected up to Appellate Division of the Supreme Court. That the persons who are in contractual service before 1-10-91 are appointed in the contractual posts by the decision of the board meeting on 9-10-02 and accordingly and lawfully the contractual post of the Gauge Readers are filled up by the decision of tripartite board meeting on 9-6-01 and the board meeting on 9-10-02. That the expiry of the contractual period, the petitioners claim of guaranteed rights has been abolished by the decision of the board meeting and that the more inclusion of the petitioners' name in the panel for contractual Gauge Reader dated 5-1-98 does not ensure their right for further appointment in the post of the Gauge Reader. Hence, the petitioners' claims U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 are liable to be rejected.

POINTS FOR DETERMINATION :

1. Whether the petitioners' cases U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 are maintainable?
2. Whether the petitioners' have guaranteed rights to be appointed in the posts of the Gauge Reader under O.P authority?
3. Whether the petitioners' are entitled to get the relief as prayed for?

FINDINGS AND DECISION :

Point Nos. 1-3 are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioner Mohammad Ali Zinnah of I.R.O case No.79/03, the petitioner Md. Mizanur Rahman of I.R.O Case No. 80/03, the petitioner Md. Helal Hossain of I.R.O Case No.81/03 the petitioner Md. Zakkarul Islam of I. R. O Case No. 99/03 and the petitioner Md. Nurul Islam of I.R.O Case No. 100/03 all are contractual Gauge Readers under Northern Measurement Division, Hydro, Bangladesh Water Development Board, Pabna and that the O.P No. 5 Executive Engineer and other O. Ps are the Controlling and Senior Authority of Bangladesh Water Development Board, Dhaka. It is admitted by Both the sides that the petitioner Mohammad Ali Zinnah of I.R.O Case No. 79/03 joined as a contractual Gauge Reader at Kazipur Gauge Center, Sirajgonj on 20-12-95, the petitioner Md. Mizanur Rahman of I.R.O Case No. 80/03 joined in the same post at Sardah Gauge Center, Charghat on 19-2-97, the petitioner Md. Helal Hossain of I.R.O Case No. 81/03 joined in the same post at Sariakandi Gauge Station, Bogra on 25-8-96, the petitioner Md. Zakkarul Islam of I.R.O Case No. 99/03 joined in the same post at Kantonagar Gauge Station, Dinajpur on 30-4-97 and the petitioner Md. Nurul Islam of I.R.O Case No. 100/03 joined in the same post of contractual Gauge Reader at Ramkrishnopur Gauge Station, Chapai Nawabgonj on 4-5-96 and that all the petitioners contractual service is extended up to 31-12-02 Exhibit-16 filed by the petitioner of I.R.O Case No. 79/03, Exbt.18 filed by the petitioner of I.R.O Case No. 81/03, Exbt.-11 filed by the petitioner of I.R.O Case No. 100/03 corroborate the above contention. There is also no denial of the fact that the Rules for appointment of contractual Gauge Reader of Wapda Water Science Doptor were framed and an Internal Selection Committee was constituted and approved by the Chief Engineer, Water Science, Water Development Board, Dhaka *vide* Memo No.1417 dated 17-11-94 and Memo No.1368/10-17 dated 16-11-97 (Exbt.-24(kha) and 24 filed by the petitioner of I.R.O Case No. 100/03 corroborate the same) and that the Selection Committee after taking interview made a panel (merit list) of 152 persons for appointment in the post of contractual Gauge Readers under Water Bhuparishtho Science Circle, Water, Development Board, Matijheel, Dhaka (Exbt.6 filed by the petitioner and Exbts. 'চ' & 'ছ' filed by the O. P. No. 5 of I. R. O Case No. 79/03 corroborate the same) and appointed them purely on contractual basis and their contractual service admittedly extended up to 31-12-02. It is also admitted by both the sides that O. P. Authority made (13+64)=77 persons permanent in the post of Gauge Reader from the admitted panel (merit list) chronologically by two memo Nos. 857 dated 20-10-98 and 58 dated 15-4-01 . Exbt. 9&10 filed by the petitioner and Exbts. 'ঠ' & 'ড' filed by the O. P. No. 5 of I. R. O Case No.79/03 corroborate the above contention and that the rest 74 persons of the panel (merit list) including the petitioners' contractual services are extended up to 31-12-02.

That the petitioners filed these 5 I. R. O. Cases U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 for direction to the O. Ps to appoint them from the panel (merit list) dated 5- 1- 98 as a guaranteed right. It is specific case of the petitioners that the appointment Rules for the contractual Gauge Reader and the panel (merit list) of 152 persons have been acted upon and the O. P. authority have recommended their names for extension of the period of contractual services and also in the permanent post of the Gauge Readers but the O. P. authority illegally appointed 152 outsiders in the post of contractual Gauge Reader by two Memo Nos. 201 dated 16-3-03 and 485 dated 12-6-03 . Hence these cases are filed for the enforcement of their priority right. The O. P. No. 5 Executive Engineer Specifically stated that the petitioners' contractual appointment of service is temporary and will be abolished automatically at the expiry of contract period and does not guarantee of their future appointment. That with the decision of the tripartite board meeting on 9-6-01 by the Ministry, C. B. A and the Management. Water Development Board and subsequent board meeting on 9-10-02 the persons in contractual service before 1-10-91 are appointed for the contractual posts and the claim of petitioners guaranteed rights has been abolished by the decision of the board meeting which is binding upon the petitioners and that mere inclusion of the petitioners name in the panel (merit list) for contractual Gauge Reader dated 5-1-98 does not ensure their guaranteed rights for further appointment. To prove their respective cases, the petitioner of I. R. O Case No. 79/03 examined P. W 1 Mohammed Ali Zinnah petitioner himself and brought the documents into Exbts. as 1-14 , 14(ka), 15, 16 and O. P side examined D. W 1 Md. Abdul Hye Baki, Executive Engineer, Pani Unnayan Board, Pabna as oral evidence and brought the documents in to Exbts. as ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, থ(১), দ, ধ, ন, ন(১) প ও ফ as documentary evidences. The petitioners and the O.P of other I.R.O cases also examined oral evidences and brought the documents into Exhibits which are almost similar to the documents of I.R.O Case No. 79/03. From the admission of P. W. 1 Mohammad Ali Zinnah, Mizanur Rahman, Helal Hossain, Zakkarul Islam and Nurul Islam of 5 I. R. O cases as well as the appointment rules and appointment letter dated 9-5-98 Exbts . 'গ' & 'চ' of I.R. O Case No. 79/03 it appears that the posts of the 152 contractual Gauge Readers were purely temporary and at the expiry of the contractual period, the service will be automatically abolished and the contractual appointment does not guarantee the future services. It appears from the admission in chief as well as in cross of O. P. W 1 Md. Abdul Hye Baki, Executive Engineer (O. P. No. 5), Pani Unnayan Board, Pabna that the standard set up is initiated in exchange of Enam set up in the year 1999 and in that permanent set up 200 regular posts of gauge Reader and some other posts of work charged, contingency, master roll, contractual Gauge Reader were in employment and that in the tripartite board meeting of the Ministry, C. B. A and the Water Development Board management and in the 12th board meeting decision 2248 posts are approved and the approval of appointment in 6 posts are given conditionally and the employed persons before 1-10-91 are given chance to be appointed. It is also admitted by both sides that 77 persons of the panel (merit list) are made permanent and the period of the contractual appointment of the rest 74 persons are extended up to 31-12-02. O. P. W 1 Executive Engineer, Wapda, Pabna also admits in cross that 33 persons of the merit list are recommended for appointment in the permanent post and the contract period of the rest persons are recommended for

extension on 29.12.02. O. P.W.1 also admits in cross that from board meeting decision 474 persons and 202 persons of the permanent group are retrenched from service. Admittedly it appears from Exbt.'ত' tripartite board meeting was held on 9-6-01 by the Ministry, C. B. A and the Management/Water Development Board where it is decided that 2248 contractual posts — Contractual Gauge Reader, Khalashi, Chain man, Sweeper are to be filled up by the persons appointed before 1-10-91 (Exbts. 'ত' & 'থ' corroborate) and accordingly 155 persons are appointed in the post of contractual Gauge Readers *vide* Memo Nos. 201 dated 16-3-03 and 485 dated 12-6-03 (Exbts. 14 & 14 (Ka) filed by the petitioner of I.R.O Case No. 79/03) . That the decision of tripartite Board meeting on 9-6-01 and the decision of the subsequent Board meeting on 9-10-02 are binding upon the petitioners lawfully. Admittedly the retrenched persons brought 24 writ petitions before the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh and that the Rules are discharged wherein the employment of persons before 1-10-91 are considered and affirmed by the Supreme Court (Exbt. 'দ' corroborates).

Thus it appears from the evidences on record that the contractual service of rest 74 persons of the merit list neither extended nor made them permanent in the post of the Gauge Reader by the decision of the tripartite board meeting on 9-6-01 and subsequent board meeting on 9-10-02 which are legally binding upon the petitioners & mere recommendation does not confer any legal right for the petitioners. It is found that the posts of the contractual Gauge Reader were purely temporary and their service will be automatically abolished which does not guarantee the future appointment as a matter of right. As a result the petitioners can neither claim the extension of contractual service nor claim the permanent job in the post of Gauge Reader as a guaranteed right. Mere inclusion of their names in the panel for contractual Gauge Reader does not confirm any right for appointment in the post of Gauge Reader. In the circumstances, Issue Nos. 1 to 3 are decided against the petitioners after consultation with the Learned Members of the Court, finally the Court concludes that the petitioners are not entitled to get the relief as prayed for.

It is accordingly,

ORDERED

That the I. R. O Case Nos. 79/03, 80/03, 81/03 and 99/03 be disallowed on contest against O. P. No. 5 and I. R. O Case No. 100/03 be disallowed on contest against O. P. No. 6 and exparte against the rests.

That the I. R. O Case Nos. 79/03, 80/03, 81/03 , 99/03 and 100/03 shall be governed by this judgment

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১২/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ আঃ হামিদ, সাধারণ সম্পাদক,

সান্তাহার স্টেশন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১২২৫,

১ নং রেলগেট, সান্তাহার, বগুড়া—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৪, তাং ৭-৩-০৫ ইং

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক সান্তাহার স্টেশন শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২২৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৫-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়

কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৫৪ এক্সিবিট ১(ক) সূত্রে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সান্তাহার স্টেশন শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২২৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ জেন্নাউন্নবী (রেজাউন্নবী), সভাপতি,

২। জনাব মোঃ মমতাজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
গাইবান্ধা গরুর গাড়ী ও কুলি মজদুর ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৭৬৪; সারকুলার রোড, চৌরাস্তা, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ২৮-২-০৫

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডব্লিউ- ১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি,ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা গরুর গাড়ী ও কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৬৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৪ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২০-৫-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যাবধি দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৫-৬-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১২১৩ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিস্ট্রী ডাক রশিদ(এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠণতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা গরুর গাড়ী ও কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৬৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিকপক্ষ।
২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০০৫

আই, আর, ও, মামলা নং ১০৭/২০০৩

মোঃ লুৎফুর রহমান, পিতা মৃত নজমুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক,
ডিমলা থানা, রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১,
প্রধান কার্যালয়-ডিমলা, বাবুরহাট, থানা-ডিমলা, জেলা-নীলফামারী —দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

২। প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,
প্রধান কার্যালয়-ঠাকুরগঞ্জ, থানা-ডিমলা, জেলা-নীলফামারী।

৩। মোঃ নাজমুল হুদা ওরফে চানু, পিতা- মৃত আবদুস সামাদ,
প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি,
সাং-মধ্যসাতনাই, থানা-ডিমলা, জিলা-নীলফামারী।

৪। জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা
ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, সাং- কালীগঞ্জ, থানা-ডিমলা, জেলা- নীলফামারী —প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, ১ নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।
৩। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা) ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ লুৎফুর রহমান কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক ১ নং প্রতিপক্ষ যাহাতে ৩/৪ নং প্রতিপক্ষ দ্বারা ভূয়া তথ্য ও বিবৃতির দ্বারা সৃজিত কাগজ পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ২ নং প্রতিপক্ষ ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীর ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার বা গ্যারান্টিড রাইটস খর্ব করিতে না পারেন তদমর্মে আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারীর ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নটি (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) ১৯৯৬ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় এবং উহার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০০। দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ঠাকুরগঞ্জ হাট এলাকার শাখা অফিসে

১০০ জন সদস্য রহিয়াছে। দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ঠাকুরগঞ্জ হাট এলাকায় শাখা অফিস ছাড়াও ঠাকুরগঞ্জ হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৭০) রহিয়াছে এবং ঐ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের ৩ নং প্রতিপক্ষ সভাপতি কিন্তু ৩ নং প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিকসা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিসে আবেদন দাখিল করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কতিপয় সদস্যের নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ৪ নং প্রতিপক্ষ ফরিদুল ইসলাম দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেখাইয়াছেন এবং প্রদর্শিত সদস্য তালিকা ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য দ্বারা সৃজিত। প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কতিপয় সদস্যকে সদস্য হিসাবে দেখাইয়াছেন। প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রদর্শিত সদস্যগণ অশ্রমিক এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য তালিকা ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য দ্বারা সৃজন করায় এবং দ্বৈত সদস্য পদ থাকায় দরখাস্তকারীর ডিমলা থানা রিকসা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর সাংগঠনিক কাজে হুমকি দেখা দিয়াছে এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ঠাকুরগঞ্জ শাখা কার্যালয়ের সদস্যগণের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার বা গ্যারান্টিড রাইট ক্ষুণ্ন হইয়াছে। দরখাস্তকারী আপত্তি দেওয়ার জন্য ১ নং প্রতিপক্ষের অফিসে ২৫-৯-২০০৩ ইং তারিখে হাজির হইয়া জানিতে পারেন যে, প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিবেন এবং কোন আপত্তি শুনিবেন না এবং উক্ত কারণে নালিশের উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিকে যাহাতে ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিতে না পারেন এবং ভূয়া তথ্য ও বিবৃতির দ্বারা সৃজিত প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়া দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার যাহাতে খর্ব করিতে না পারেন তদমর্মে আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হয়।

অপরদিকে ১ নং প্রতিপক্ষ এবং ২, ৩, ৪ নং প্রতিপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারীর মামলাটি দায়ের করিবার কোন কারণ নাই এবং কোন লোকাস ষ্ট্যান্ডি নাই। দরখাস্তকারীর মামলাটি প্রি-ম্যাচিউরড এবং মামলাটিতে কোন গ্যারান্টিড রাইটের বিষয় না থাকায় প্রার্থীত মতে প্রতিকারযোগ্য নহে।

১ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, সহকারী শ্রম পরিচালক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কাগজপত্রসহ সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক ইউনিয়নের অস্তিত্ব পেয়ে ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষের অফিস কর্তৃক সঠিকতা যাচাই অন্তে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা পান নাই। প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নটি দরখাস্তকারী ডিমলা থানা রিকসা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১), ডিমলা ইউনিয়নের কর্মরত কোন শ্রমিককে সদস্য করে নাই। ৩ নং প্রতিপক্ষ নাজমুল হুদা ওরফে চানুসহ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন সদস্যের দ্বৈত সদস্য পদ নাই এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সঠিকতা যাচাই অন্তে চালানমূলে সোনালী ব্যাংক ডিমলা শাখায় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়াছেন। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর বিধি মোতাবেক কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় দরখাস্তকারীর দাবীকৃত কমিটির কোন বৈধতা নাই বিধায় দরখাস্তকারীর মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ২ নং প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি ১৬-৬-০৩ইং তারিখের ১ম সাধারণ সভা এবং ২৫-৬-০৩ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঠিত হইলে ১ নং প্রতিপক্ষের অফিসে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল হয় এবং

সরেজমিনে তদন্তে সঠিকতা যাচাইয়ে রিপোর্ট দাখিল হয়। ৩ নং প্রতিপক্ষ অনেক পূর্বেই ১৯৭০ নং ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন করিয়া সভাপতি নির্বাচিত হন। ৩ নং প্রতিপক্ষ ১৫-১১--২০০২ইং তারিখে ১৯৭০ নং ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করায় উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি নাই। প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য তালিকার সদস্যদের কোন দ্বৈত সদস্য পদ নাই এবং দরখাস্তকারী বেআইনীভাবে শত্রুতামূলক অনাকাংখিত হস্তক্ষেপ করিয়া মামলা দায়ের করায় মামলাটি প্রি-ম্যাচিউরড হইয়াছে এবং ১ নং প্রতিপক্ষের আইনানুগ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছেন। ৩ নং প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে চালানযোগে টাকা জমা দেওয়ায় এবং আইনানুগভাবে কাগজাদি সঠিক থাকায় বাদীর মিথ্যা মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্র আকারে দরখাস্তকারীর মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য কিনা ?

২। দরখাস্তকারীর অত্র মামলাটি কি প্রি-ম্যাচিউরড এবং দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে সংরক্ষিত অধিকার বা গ্যারান্টিড রাইট বলবতের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার?

৩। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে পারেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১—৩ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারীর দাবীকৃত ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত একটি সংগঠন এবং প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন নামীয় সংগঠনটি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী অফিসে আবেদন দাখিল হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া সহকারী শ্রম পরিচালক কর্তৃক তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত্ হইয়া রেজিস্ট্রেশন ফি চালানমূলে সোনালী ব্যাংক ডিমলা শাখায় দাখিল হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির অপেক্ষায় রহিয়াছে এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় প্রস্তাবিত ইউনিয়ন যাহাতে দরখাস্তকারী ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর সদস্যগণের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার বা গ্যারান্টি রাইটস খর্ব করিতে না পারে তদমর্মে আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১২০০ এবং ঠাকুরগঞ্জ হাট এলাকার শাখাতে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ১০০ জন সদস্য রহিয়াছে। দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কতিপয় সদস্যের নাম ব্যবহার করিয়াছে এবং দরকাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য ফরিদুল ইসলামকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেখাইয়াছেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য তালিকায় দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কতিপয় সদস্যকে সদস্য দেখাইয়াছেন এবং মিথ্যা ও ভূয়া তথ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যদের দ্বৈত সদস্য পদ রহিয়াছে এবং তৎকারণে দরখাস্তকারী ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর সাংগঠনিক কাজে হুমকি দেখা দিয়াছে এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের ঠাকুরগঞ্জ শাখা কার্যালয়ের সদস্যদের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে। তৎকারণে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের আইনানুগ সংরক্ষিত অধিকার আদেশের দ্বারা বলবৎ চেয়েছেন।

অপরদিকে ১, ২, ৩ ও ৪ নং প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, ২, ৩, ও ৪ নং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবিত ঠাকুরগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের কোন দ্বৈত সদস্য পদ নাই। ৩ নং প্রতিপক্ষ ১৯৭০ নং ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি হইয়াছেন। আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ নং প্রতিপক্ষ সরেজমিনে তদন্তে ইউনিয়নের অস্বিত্ব পেয়ে ও তদন্তকারী কর্মকর্তার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সঠিকতা যাচাইঅন্তে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে চালানযোগে টাকা জমা হইয়াছে। দরখাস্তকারী বেআইনিভাবে শত্রুতামূলক অনাকাংখিত হস্তক্ষেপ করিয়া ১নং প্রতিপক্ষের আইনানুগ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করিয়া প্রি-ম্যাচিউরড মামলা দায়ের করায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

পক্ষগণ নিজ নিজ পক্ষে মামলা প্রদানে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্ত কারী লুৎফর রহমান, ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর সাধারণ সম্পাদক দাবীতে মামলাটি দায়ের করিয়াছেন এবং মামলার স্বপক্ষে পি, ডব্লিউ-১ লুৎফর রহমান দরখাস্তকারী স্বয়ং মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছেন এবং দালিলিক সাক্ষী হিসাবে এক্সিবিট ১, ২, ২(ক), ২(খ), ৩, ৩(ক), ৪ কাগজাদি প্রমাণে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ নাজমুল হুদা চানু ৩নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং ডি, ডব্লিউ-২ জনাব এস, এম, নূরুল ইসলাম, সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, খ, গ, ও ঘ হিসাবে প্রমাণে আনেন।

পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান দরখাস্তকারী স্বয়ং আরজির অভিযোগ সমর্থন করিয়া উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর কতিপয় সদস্যের নাম ব্যবহার করেছেন এবং ৪ নং প্রতিপক্ষ ফরিদুল ইসলাম দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দেখাইয়াছেন। ৩ নং প্রতিপক্ষ মোঃ নাজমুল হুদা চানু ঠাকুরগঞ্জ হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৭০) এর সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন করেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ অশ্রমিক ও সদস্য রোকনুল হক একজন অশ্রমিক সত্ত্বেও ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে সৃজিত কাগজের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন চেয়েছেন এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যগণের নাম ব্যবহারে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়া দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্যদের গ্যারান্টিড রাইট খর্ব করিতে না পারেন তদমর্মে আদেশ চেয়েছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ৩ নং প্রতিপক্ষ ঠাকুরগঞ্জ হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সদস্য পদ থেকে ১৫-১১-২০০২ ইং তারিখে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিলে উক্ত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তাহা গৃহীত হয়। ডি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ নাজমুল হুদা চানু ৩নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়া পদত্যাগ পত্র প্রদানের বিষয়ে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, সে ঠাকুরগঞ্জ হাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৭০) এর সভাপতি ও সদস্য নাই। দরখাস্তকারী লুৎফর রহমান ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর সাধারণ সম্পাদক দাবী করিয়া তাহার ইউনিয়নের কতিপয় সদস্যের নাম প্রস্তাবিত ইউনিয়নে ব্যবহারের অভিযোগ এনেছেন এবং ২২টি সদস্য পদ পাইবার ডি-ফরম দাখিল করেছেন। ডি-ফরমগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, হাসেম আলী, পিতা-মফিজ উদ্দিন, সাং-সাতনাই, শহিদুল ইসলাম, পিতা-মফিজ উদ্দিন সাং-ঠাকুরগঞ্জ, রবিউল ইসলাম, পিতা-দেবারু, সাং-মধ্যসাতনাই ডি-ফরমগুলিতে আবেদনকারীর কোন স্বাক্ষরই নাই এবং মোতালেব হোসেন, পিতা-ইব্রাহিম, গ্রাম-মধ্যসাতনাই, তফিজুল ইসলাম, পিতা-জব্বার আলী, গ্রাম-মধ্যসাতনাই, জয়নাল, পিতা-তমিজ উদ্দিন, গ্রাম-ঠাকুরগঞ্জ ডি-ফরমগুলিতে আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ঘরে কার টিপসহি উল্লেখ নাই যাহাতে উক্ত ডি-ফরমগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ও বেআইনী সাব্যস্ত হওয়ার গ্রহণ করা গেল না। দরখাস্তকারীর জবানবন্দীমতে ফরিদুল ইসলাম সভাপতি ও কতিপয় সদস্যকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে নাম ব্যবহারের অভিযোগ এনেছেন কিন্তু উক্ত সদস্যগণের চাঁদা প্রদানের রশিদ বা রেজিস্ট্রার প্রমাণে আনেন নাই বা ঐ সকল ব্যক্তিদের দিয়া দ্বৈত সদস্য পদ প্রমাণে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই, অর্থাৎ দরখাস্তকারীর দাবীমতে কোন শ্রমিক সদস্য এসে বলেন নাই যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নে তাহাদের নাম বে-আইনিভাবে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে সাধারণ সদস্যদের তালিকার রেজিস্ট্রার, সভার নোটিশ বহি, সভার রেজুলেশন বহি দাখিল করেছেন যাহাতে নাজমুল হুদা চানু, ফরিদুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যদের স্বাক্ষর দেখা যায় আইনের বিধানে দরখাস্ত কারীকে ঐসকল সদস্যদের নামীয় স্বাক্ষর জাল বা তাহাদেরকে মিথ্যা ভাবে নাম ব্যবহারের দ্বৈত সদস্য পদ প্রদান করেছেন প্রমাণ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে ঐ সকল শ্রমিক সদস্যদের দিয়া দরখাস্ত কারীর উচিৎ ছিল সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করা। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে ৩ নং প্রতিপক্ষ নাজমুল হুদা চানুর পদত্যাগপত্র এক্সিবিট-গ হিসাবে প্রমাণে এসেছে এবং দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী ২২টি ডি-ফরমে বর্ণিত সদস্যদের কেহই আদালতে এসে বলেন নাই যে, তাহাদের দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য বহাল আছে বা তাহারা প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন সদস্য পদের আবেদন করেন নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে বিভিন্ন রেজিস্ট্রারসহ ডি-ফরম দাখিল রহিয়াছে। দরখাস্তকারীর দাবী মতে রোকনুল হক পোস্ট মাস্টার দেখানোর মত কোন কাগজ দাখিল করিয়া প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। স্বীকৃতমতেই ১ নং প্রতিপক্ষের নির্দেশক্রমে এস,এম, নুর ইসলাম, সহকারী শ্রম পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সরেজমিনে তদন্ত হয় এবং তদন্ত রিপোর্ট দাখিল হইলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং স্বীকৃতমতেই প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পক্ষে চালানমূলে রেজিস্ট্রেশন ফি দাখিল রহিয়াছে। ডি, ডব্লিউ-২ জনাব এস, এম, নূর ইসলাম, সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য দিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয় প্রমাণ করেন এবং সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অস্তিত্ব পেয়েই এক্সিবিট-ঙ তদন্ত প্রতিবেদনটি দাখিল করেছেন এবং তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে ঠাকুরগঞ্জ ইউ, পি, উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-৪ প্রত্যয়নপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, ডিমলা থানায় ঠাকুরগঞ্জ নামে কোন ইউনিয়ন নাই। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, "ঠাকুরগঞ্জ ইউ, পি," শব্দটি দাখিলী কাগজাদির কোন কোন কাগজে সংশোধন করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় চলাচলকারী রিক্সা ও ভ্যান চালকদের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠিত হয়েছে। এই প্রসংগে ১ নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মামলার আরজিতে দরখাস্তকারী লুৎফর রহমান ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক দাবী করিলেও সংবিধান মোতাবেক ৩ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করেন নাই বা নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজাদি দাখিল করেন নাই এবং দরখাস্তকারী নির্বাচিত কোন সাধারণ সম্পাদক না হওয়ায় তাহার মামলা দায়েরের কোন লোকাস স্ট্যান্ডি নাই। উক্ত বক্তব্যের পোষকতায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ লুৎফর রহমান দরখাস্তকারী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেন যে, সভার রেজুলেশনের মাধ্যমে সে সাধারণ সম্পাদক হয় এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রিটার্ণ দাখিল করে। কিন্তু আরজিতে ইউনিয়নের নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সাধারণ সম্পাদক বলেছে। স্বীকৃতমতেই ও আইনগত দিক বিবেচনায় আই, আর,ও, এর ২২ ধারা মোতাবেক ইউনিয়নের ইলেকটেড বডি সি, বি, এ গণ্য হয় এবং অত্র মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৭১) এর প্রেসিডেন্ট পক্ষভুক্ত নাই এবং দরখাস্তকারীর মামলা দায়েরের স্বপক্ষে

ইউনিয়নের সাধারণ সভা বা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন রেজুলেশনে দরখাস্তকারীকে ক্ষমতা প্রদানের রেজুলেশনও দাখিল হয় নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সংবিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর একদিকে যেমন মামলা দায়েরের ক্ষমতা নাই, অপরদিকে দরখাস্তকারীর এককভাবে মামলা দায়েরের সপক্ষে ইউনিয়নের কোন রেজুলেশনও নাই। দরখাস্তকারী এককভাবে সি, বি, এ দাবী করেছেন, ইলেকটেড বডি এই মামলায় বাদী নাই। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান দরখাস্তকারী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, প্রস্তাবিত প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি যাহাতে ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন না পায় তদজন্য মামলাটি দায়ের করেছেন। উক্ত স্বীকারোক্তি থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, ১নং প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আইনানুগ ক্ষমতাকে দরখাস্তকারী মূলতঃ বাধাগ্রস্থ করিতে চেয়েছেন যাহাতে দরখাস্তকারীর ম্যালাফাইডি উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক, আইনের বিধানে দরখাস্তকারীকেই তাহার মামলাটি প্রমাণ করিতে হইবে। প্রতিপক্ষের দুর্বলতার উপর ভিত্তি করিয়া দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। দরখাস্তকারীর অভিযোগের বর্ণিতমতে দরখাস্ত কারী ইউনিয়নের সদস্যদের নাম মিথ্যাভাবে ব্যবহারে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন চেয়েছেন মর্মে অভিযোগ আনিলেও ঐ সকল শ্রমিক সদস্যদেরকে দিয়া নাম ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণ করেন নাই বা ঐ সকল সদস্যগণের দরখাস্তকারী ইউনিয়নের চাঁদা প্রদানের রশিদও প্রমাণে আনেন নাই। অপরদিকে দরখাস্তকারী তাহার ইউনিয়নের ইলেকটেড বডিকে দরখাস্তকারী পক্ষভুক্ত করেন নাই এবং দরখাস্তকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইবার বক্তব্যও পরস্পর বিরোধী। ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর লোকাল ষ্ট্যান্ডি চ্যালেঞ্জড হয়েছে এবং তাহাকে সংবিধান পরিপন্থি সাধারণ সম্পাদক দাবী করা হয়েছে। দরখাস্তকারী একদিকে যেমন ক্লিন হ্যান্ডে মামলাটি দায়ের করেন নাই, অপরদিকে দরখাস্তকারী তাহার অভিযোগে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ আইনানুগভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক আইনানুগ রেজিষ্ট্রারিং অথোরিটি হিসাবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেবার কোন গ্যারান্টিড রাইট দরখাস্তকারীর নাই। দরখাস্তকারী তাহার ইউনিয়নের ভোগকৃত অধিকার হিসাবে দরখাস্তকারী ইউনিয়নের সদস্য, পদ বহাল রাখার প্রতিকার চাইলেও ঐ সকল সদস্যদের কাহাকেও দিয়া সার্থনমূলক সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর এককভাবে ভোগকৃত অধিকার লংঘন নাই। বরং ১নং প্রতিপক্ষের আইনানুগ অধিকারকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য মামলাটি আনীত হয়েছে প্রতীয়মান হয়। আইনানুগভাবে দরখাস্তকারী তাহার মামলায় বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় এবং ক্লিন হ্যান্ডে দরখাস্তকারী মামলাটি আনয়ন না করায় প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন এবং তৎকারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারী কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক আনীত মামলাটিতে দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। সুতরাং বিবেচ্য বিষয়গুলি দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতএব, দরখাস্তকারী লুৎফর রহমান প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১ ও ২-৪ নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-১৯ শে জানুয়ারী, ২০০৫

আই, আর, মামলা নং ২৩/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী —**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। জনাব মোঃ আমানুল্লাহ, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,
পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৮৬৮, তেতুলিয়া সড়ক, থানা ও জেলা পঞ্চগড়—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় আনীত মামলা।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৮৬৮) গত ২৮-২-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর সংবিধান মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং সংবিধান ও আইন মোতাবেক ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটি ২ বৎসর পর দায়িত্ব পালনের অধিকার রাখে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসার বিবরণী দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন আইন ও বিধান লংঘন করায় রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৯-৬-০৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১০০৫ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে আইন ও বিধি লংঘিত হওয়ায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি পক্ষে আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জবাবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির সদস্যগণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন না হওয়ায় অজ্ঞতার কারণেই আইন ও বিধি সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের গ্রহণ শাখায় ২৯-৮-০৪ ইং তারিখে ২০০০-২০০৩ সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (বার্ষিক রিটার্ণ) এবং নির্বাচনী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া নির্বাচনী ফলাফল ৫-৯-০৪ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর আরজি বর্ণিত অভিযোগ যথারীতি নিষ্পত্তি করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ সমিতি পক্ষে অংগীকার ও বন্ড প্রদান করিয়া ভবিষ্যতে আইন ও বিধির বরখেলাপ হইবে না মর্মে উল্লেখ করেন এবং প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার প্রার্থনাসহ ত্রুটি মার্জনা চেয়েছেন এবং তৎকারণে দরখাস্ত-কারী মামলাটি নামঞ্জুর করার আবেদন করেছেন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। দরখাস্তকারীর অভিযোগমতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি কি আইন ও বিধি লংঘন করিয়াছে এবং তৎকারণে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন কি আইনতঃ বাতিলযোগ্য হইতেছে ?

২। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনত হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিবেচ্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী, মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) হিসাবে প্রমাণে আনেন। প্রতিপক্ষে ও, পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আমানুল্লাহ, সভাপতি, পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), ক(২), খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ(১), ঙ(২), ঙ(৩), ঙ(৪), ঙ(৫), ঙ(৬), ঙ(৭), ঙ(৮), ঙ(৯) হিসাবে প্রমাণে আনেন। তৎপর দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৮৬৮) পঞ্চগড় ২৮-২-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২ বৎসর অন্তর অন্তর ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইন ও সাংবিধানিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তাহা সম্পাদন করেন নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০০-২০০৩ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং তৎকারণে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন। যুক্তিতর্ক পেশকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবেই বাতিলযোগ্য হইতেছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ নবীন ও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে আইনগত জ্ঞানের অভাবে যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন

নাই। মামলাটি চলাকালে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ২০০০-২০০৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরনী ২৯-৮-০৪ ইং তারিখে এবং নির্বাচনী ফলাফল ৫-৯-০৪ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন এবং ভুলত্রুটি মার্জনাপূর্বক ভবিষ্যতে কোন ভুল হইবে না মর্মে অংগীকার করিয়াছেন এবং রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন এবং তৎকারণে মামলাটি নামঞ্জুরের আবেদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদালত দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১ দপ্তর ফাইল ও ১(ক), ১(খ) কাগজাদি এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৩), খ, গ, ঘ, ঙ, ঙ(১)- ঙ(৯) ও রেকর্ডকৃত ২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ পঞ্চগড় জেলা পাথর ব্যবসায়ী ও আড়ৎদার মালিক সমিতি গত ২৮-২-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৮৬) প্রাপ্ত হয় এবং স্বীকৃতমতেই ইউনিয়নটি একটি নবীন ও ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইউনিয়ন এবং দাখিলী এক্সিবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে মামলা দায়েরের অব্যবহিত পরে ২৯-৮-০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর শ্রম দপ্তরে ২০০০-২০০৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রির্টাণ দাখিল করিয়াছেন এবং ইউনিয়নের নির্বাচনী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নির্বাচনী ফলাফল ৫-৯-০৪ ইং তারিখে দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তর নথিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২ বৎসর মেয়াদী কার্যকরী কমিটির তালিকা রেকর্ডভুক্ত রহিয়াছে এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণও জমা হইয়াছে মামলা দায়েরের অব্যবহিত পরেই এবং তৎপোষকতায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে সদস্যগণের অনভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবের দিক বিবেচনায় আনিয়া বিলম্বে বিবরণী ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের বিষয়টির উপর নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়া ত্রুটি মার্জনাসহ ভবিষ্যতে আর ভুল হইবে না ও বিধি লংঘিত হইবে না মর্মে অংগীকারের শর্তে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়াছেন। মামলার মূল রেকর্ড ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মামলাটি গত ২৭-৭-০৪ ইং তারিখে দাখিল হয় এবং তার অব্যবহিত পরে এক মাসের ব্যবধানে ২৯-৮-০৪ ইং তারিখে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ জমা প্রদান করিয়াছেন এবং ৫-৯-০৪ ইং তারিখে নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করিয়াছেন। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি অভিজ্ঞতার দিক বিবেচনায় নবীণ এবং সদস্যগণের অনভিজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনায় আনিয়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ত্রুটি মার্জনাযোগ্য হওয়ায় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হইল এবং ভবিষ্যতে আইন ও বিধি লংঘন না করিয়া রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল যথাসময়ে দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল এবং তৎকারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখা যায় মর্মে উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় একইরূপ মতামত প্রদান করেন। তাই দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর,ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ২৯-৮-০৪ ইং তারিখের দাখিলী ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ও ৫-৯-০৪ ইং তারিখে দাখিলী নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী পক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটিকে ভবিষৎতে যথাসময়ে আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতায় দরখাস্তকারী পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৭/২০০৪

মোঃ রমজান আলী, সভাপতি, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-১০১৯, উৎপাদন শাখার সুপারভাইজার, পিতা-মৃত কোরবান আলী, সাং-ছোট বনগ্রাম, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী—বাদী।

বনাম

১। জনাব কবির আহমেদ, এম, ডি, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী,

২। জনাব সাব্বির আহমেদ, পরিচালক, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা শিল্প এলাকা,

৩। জনাব ওয়াকার আহামেদ, শেয়ারহোল্ডার, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী,
১—৩ নং পিতা-মৃত হাজী বসির, ২৭/বি-১,
ঢাকেশ্বরী রোড, থানা-লালবাগ, আজিমপুর, ঢাকা-১১১২,

৪। মোছাঃ মমতাজ বেওয়া, জং-নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান,
আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা শিল্প এলাকা, ২৭, সরদগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।

৫। মোস্তাফিজ-উল-ইসলাম, পিতা-মৃত নজরুল ইসলাম,
২৭, সরদগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা—আসামীগণ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব খাজা মঈনুদ্দিন, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৩, তাং ৩০-৩-০৫

অদ্য মামলাটি W. A. তামিল প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য্য আছে। W. A. তামিল প্রতিবেদন পাওয়া যায় নাই। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা ও (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার/প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ রমজান আলীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্ত এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। অভিযোগকারী রমজান আলী স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, মামলাটি দায়েরপূর্বক পরিচালনা করা কালে আদালতের বাহিরে আসামীগণের সহিত বিরোধ মিমাংসা করিয়া নিয়াছেন এবং মামলাটি

আর পরিচালনা করিবেন না এবং নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং অভিযোগকারীর জবানবন্দী দৃষ্টে তাহার মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদন মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে মর্মে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে অভিযোগকারীর মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল। ইস্যুকৃত ডব্লিউ/এ রিকল করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ১১ই জানুয়ারী/২০০৫ইং

ফৌজদারী মামলা নং ৩০/২০০২

মোঃ খাজা মিয়া, পিতা মোঃ মোতরাজ প্রাং, সাং সাবেকপাড়া,
পোঃ পীরগাছা হাট, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—বাদী।

বনাম

১। বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ
তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা অভিযোগকারী মোঃ খাজা মিয়া, সহ-সভাপতি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া কর্তৃক আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত) ৬০ ধারার অপরাধের বিচারের নিমিত্তে আনীত একটি মামলা।

অত্র মামলার প্রসিকিউশন পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী খাজা মিয়া সহ ১৫ জন শ্রমিক সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে দীর্ঘদীন যাবৎ লেবার পদে স্থায়ীভাবে মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর আসামী বকুল রানীর অধীনে কর্মরত থাকিয়া গুদামের মালামাল ট্রাকে উঠানামার কাজ করেন। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬১৭) এর সহ-সভাপতি হিসাবে অভিযোগকারী দায়িত্ব পালন করেন এবং বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সংগে তাহাদের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য মজুরী সংক্রান্ত চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় এবং ঐ চুক্তির ২৫ নং অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক ৭৫%—৮০% ভাগ হারে শ্রমিকদের মজুরী পাওনা পরিশোধের বিধান থাকে কিন্তু প্রতিপক্ষ শ্রমিকগণকে ঐ হারে কোন মজুরী প্রদান করেন নাই। শ্রমিকগণকে আসামী বকুল রানী কম হারে মজুরী প্রদান করিলে ২ দফা দাবীনামা উত্থাপন করিলে অসামী পক্ষ কোন সুরাহা বা তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে বগুড়াস্থ উপ-শ্রম পরিচালকের দপ্তরে একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং সালিশকারক হিসাবে উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া আসামীকে সালিশে উপস্থিত হইবার নোটিশ প্রদান করিলে আসামী সালিশে হাজির হন নাই। আসামী বকুল রানী সরকারী ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করেন এবং উপশ্রম পরিচালকের দপ্তরে সালিস বৈঠকে আসামী হাজির না হওয়ায় কোন ফয়সালা না পাইয়া অভিযোগকারীর শ্রমিক সংগঠন ২১ দিনের সময় দিয়া ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া পুনরায় নোটিশ দিয়া আসামীকে হাজির হওয়ার জন্য ডাকিলে আসামী শালিস বৈঠকে উপস্থিত হন নাই। উপরন্তু আসামী বকুল রানী অভিযোগকারীসহ ১৫ জন শ্রমিককে বেআইনীভাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া ১৪-৮-০২ইং তারিখে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের মালামাল উঠানামার কাজ থেকে বাদ দেন এবং নুতনভাবে ১৬ জন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ দেন। আসামী বকুল রানীর নিকট তাহাদের বকেয়া মজুরী পাওনা রহিয়াছে। আসামী বকুল রানী সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে বাদীসহ ১৫ জন শ্রমিককে কাজ হইতে বাদ দিয়া নুতনভাবে শ্রমিক নিয়োগ করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক অভিযোগকারীর জবানবন্দী রেকর্ড পূর্বক আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামী বকুল রানী আদালতে হাজির হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত ৬০ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন পূর্বক গঠিত অভিযোগটি তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা করেন। এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারী পক্ষে সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খাজা মিয়া অভিযোগকারী স্বয়ং, পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মতিয়ার রহমান, পি, ডব্লিউ-৩ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, বগুড়াকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ১-১৯ প্রমাণে আনেন। আসামী পক্ষ অভিযোগকারীর পরীক্ষিত সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে আসামী বকুল রানীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষী হিসাবে ৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন এবং কিছু কাগজাদি দাখিল করেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে রায় প্রদানের জন্য গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। আসামী বকুল রানী, প্রোপাইটার, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ কি ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া অভিযোগকারী শ্রমিক মোঃ খাজা মিয়াসহ অন্যান্য শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন নাই এবং বাদীসহ শ্রমিকদের পক্ষে দাবীনামা পেশ হইলে উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নিকট সালিশী বৈঠকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন এবং ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া যোগসাজসীভাবে অভিযোগকারী খাজা মিয়াসহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের মালামাল উঠানামার কাজ হইতে অন্যায়ভাবে বাদ দেন এবং সেখানে নুতন ১৬ জন শ্রমিককে নিয়োগ করেন এবং উক্তরূপ কার্য দ্বারা আসামী বকুল রানী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন ?

২। আসামী বকুল রানীকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা যায়?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এই মামলার ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় অভিযোকারী খাজা মিয়াসহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের মালামাল উঠানামার কাজ থেকে সালিশকারকের নিকট বিরোধ পেন্ডিং থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে বাদ দেন এবং সেখানে নুতন ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারা ভংগ করার কারণে ৬০ ধারার অপরাধের অভিযোগ এনেছেন। উক্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে অভিযোগকারী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ খাজা মিয়া অভিযোগকারী স্বয়ং, পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মতিয়ার রহমান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য, পি, ডব্লিউ-৩ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া-৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ১-৯, ৯(১)- ৯(৩), ১০-১২, ১২(১), ১২(২), ১৩-১৭, ১৮ সিরিজ ও ১৯ হিসাবে প্রমাণে আনেন।

পি, ডব্লিউ-১ খাজা মিয়া অভিযোগকারী ও সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিক স্বয়ং অভিযোগের বক্তব্য করোবরেট করিয়া উল্লেখ করেন যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে সে সহ ১৫ জন শ্রমিক মালামাল উঠানামার কাজ করিত ঠিকাদার বকুল রানীর অধীনে। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ- ১৬১৭) এর সে সহ-সভাপতি। ঐ গুদামে আসামী বকুল রানীর সংগে ৩০-৯-০১ইং তারিখে ২০০১-২০০২ সালের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তিমূলে ৭৫%—৮০% হারে মজুরী দেওয়ার কথা থাকে কিন্তু আসামী বকুল রানী ঐ হারে মজুরী দেয় নাই এবং পাওনা নিয়ে ২ দফা দাবীনামা আসামী বরাবর দাখিল করে কিন্তু শর্ত মোতাবেক মীমাংসা না হওয়ায় উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া বরাবর সালিশ বৈঠকের আবেদন করে। সালিশ বৈঠকের ধার্য তারিখে আসামী বকুল রানী হাজির না হইলে ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকে। সালিশ বৈঠকে আসামী বকুল রানী হাজির না থাকায় আই, আর, ও, এর ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করেছে এবং সালিশকারকের অনুমতি ছাড়াই তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দিয়ে নুতন ১৫ জন শ্রমিককে নিয়োগ দিয়েছে।

আসামী বকুল রানী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করায় সাজা পাইবে। এই সাক্ষী দাখিলী কাগজাদি ১-১৯ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জামরুল ইসলাম। জামরুল বর্তমানে সৌদি আরবে গেছে। মালিক বকুল রানীকে সাবেকপাড়ায় সে দেখে নাই। সভাপতি কর্তৃক দাবীনামা মালিককে দিয়াছিল কি না তা সে বলতে পারে না। শ্রমিক আজগার আলী বয়স্ক ব্যক্তি। সে আদালতে হাজির আছে। আসামী ১৫ জনকে নুতন নিয়োগ দেওয়ায় তাদেরকে কাজ করতে দিচ্ছে না। চুক্তির ২ নং শর্তে ১৪+১৫=২৯ জন শ্রমিক কাজ করবে মর্মে শর্ত আছে। ইউনিয়নের সভাপতি জোব্বার স্বাক্ষরিত ১২-৮-০২ ইং তারিখের চিঠিতে জোব্বারের সই দেখা যায়। জামরুল মামলা দায়েরের পর সৌদি আরব গেছে। ধর্মঘটের নোটিশ কোন কোন তারিখে দেয় তা খেয়াল নাই। তাদেরকে পরবর্তীতে নিয়োগ দিলেও সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে কাজ করিতে দেয়নি ও, সি, এল, এস, ডি, কলিম উদ্দিন। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, কোন কোন সময় ঠিকাদারের নিকট থেকে তারা অগ্রিমও নেয়। ১১-১-০৩ইং তারিখের স্বাক্ষর তার এবং ঐ পত্রে লিখিত বিষয় সঠিক। ১০-১০-০২ থেকে ২৫-৮-০২ইং তারিখ পর্যন্ত পারিশ্রমিক ৬৯,৭১০ টাকা তারা ৯টি তারিখে নিয়েছে। ১৫ দিন খাদ্য গুদাম সীল করা ছিল এবং তারপর কাজ করার জন্য গেলে ও, সি, এল, এস, ডি, কাজ করতে দেয়নি। ঠিকাদারের চুক্তির মেয়াদ ২০০৩ সাল থেকে শেষ হইয়া গিয়াছে এবং ভিন্ন ব্যক্তি পুনরায় কাজ পেয়েছে। আসামী বকুল রানীর পক্ষে তার স্বামী কাজ করে এবং সে তাকে সাবেকপাড়ায় দেখেছে। মামলা দায়েরের পর বকুল রানীকে দেখে এবং সে তালোড়াতে থাকে।

পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মতিয়ার রহমান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাক্ষ্যতে বলেন যে, সে অভিযোগকারী খাজা মিয়া ও আসামী বকুল রানীকে চিনে। সে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে মালামাল উঠানামার কাজ করিত ১৫ জন শ্রমিকসহ। বাদী খাজা মিয়া শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। আসামী বকুল রানী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সংগে ৩০-৯-০১ইং তারিখে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিমতে শ্রমিকদের পাওনা প্রদান করে নাই এবং শ্রমিকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করায় উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার কাছে দাবীনামা দেয় কিন্তু ঠিকাদার মিমাংসা করে নাই। ডি, ডি, এল, বগুড়া আসামীকে হাজির থাকার জন্য চিঠি দিয়াছিল কিন্তু আসামী সালিশে হাজির হয় নাই। সালিশকারক ২য় বার চিঠি দিলেও আসামী হাজির হয় নাই। ২/৩টি সালিশে উপস্থিত হয় নাই। ১৭-৮-০২ইং তারিখে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে আসামী বাদ দেয় এবং তাদেরকে আর কাজ দেয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার কাগজ দাখিল করেছে। ঠিকাদার ১৫ জনকে নিয়োগ দিলেও ও, সি, এল,এস, ডি কাজে ঢুকতে দেয়নি। ও, সি, এল, এস, ডি, তাদেরকে ধমক দিয়া বলে যে, এসব লোক দ্বারা কাজ হবে না। খাজা, জোব্বাররা পাওনা টাকা আনলে তাদেরকে দিয়া দিত। অভিযোগ ১৬/০২ মামলায় সই তার। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে এককভাবে কন্ট্রাক্টরের নিকট কত টাকা পাবে তা বলতে পারে না। কোন শ্রমিক কত টাকা পাবে তাও বলতে পারে না। ডি, ডি, এল, বগুড়া কোন কোন তারিখে চিঠি দেয় সে বলতে পারে না।

পি, ডব্লিউ-৩ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, সে অভিযোগকারী খাজা মিয়া ও আসামী বকুল রানীকে চিনে। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। ৩০-৯-০১ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক চুক্তিমতে আসামী ৭৫% হারে মজুরী না দিলে শ্রমিকরা দাবীনামা পেশ করে এবং তৎপ্রেক্ষিতে সে ১৮-৫-০২ইং তারিখে সালিশ বৈঠক আহবান করে উভয় পক্ষকে চিঠি দেয়। ঐ বৈঠকে আসামী উপস্থিত হয় নাই। আসামী ২য় বার

৯-৭-০২ইং তারিখের শালিস বৈঠকে হাজির হন নাই এবং ২৪-৭-০২ইং তারিখের সালিশ বৈঠকে হাজির হয় নাই। আসামী সর্বশেষ ২৫-৮-০২ইং তারিখের সালিশ বৈঠকে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও হাজির হয় নাই। ১৫ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার সময় তার কোন অনুমতি বা মতামত নেয় নাই। এই সাক্ষী সালিশ বৈঠক আহবানের চিঠি সমূহ এক্সিবিট- ৯, ১১, ১২, ১৪, হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে বাদী হয়ে আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছিল। শ্রমিকদের কার কত টাকা পাওনা সে বলতে পারে না। আই, আর, ও, তে সালিশনামাতে অনুমতি নিয়ে শ্রমিকদেরকে চাকুরীচ্যুত করতে হয়। শ্রমিকদের পাওনা সংক্রান্ত ও কাজ সংক্রান্ত তার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। ঠিকাদার শ্রমিকদেরকে কত টাকা দিয়াছে তা সে বলতে পারে না। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, শ্রমিক পুনঃ নিয়োগের একটি দরখাস্ত অফিস পেয়েছে। তার ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ইং তারিখে বৈঠক আহবানের জন্য প্রেরিত চিঠিগুলি সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ঠিকানায় প্রেরিত হয়। তালোড়া সাকিনে প্রেরণের ঠিকানা নাই।

আসামী পক্ষ ডি, ডব্লিউ-১ আবদুল হান্নান, ব্যবসায়ী, ডি, ডব্লিউ-২ মহিদুল ইসলাম, শ্রমিক এবং ডি, ডব্লিউ-৩ সুবোল মন্ডল তালোড়া সাকিনের বসবাসরত শিক্ষক মোট ৩ জন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করেছেন।

ডি, ডব্লিউ-১ আবদুল হান্নান, ব্যবসায়ী সাক্ষ্যতে বলেন যে, শ্রমিক সর্দারসহ ১৫ জন সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিক কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও কাজ করে নাই। ভ্যান চালক দ্বারা কাজ করিয়ে গুদামের মালামাল উঠানামা করা হয়। পুরাতন শ্রমিকগণ বিশৃংঙ্খলা করিলে চেয়ারম্যান, ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ২৫/৩০ ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিটিং হয় এবং নুতন শ্রমিক দল দ্বারা গুদামের কাজ করানোর সিদ্ধান্ত হয়। পুরাতন দলের শ্রমিকরা কাজ বাদ দেয় এবং সিদ্ধান্ত/ রেজুলেশন হয় ১৩-৮-০২ইং তারিখে। ৯-৯-০২ইং তারিখে ২য় মিটিং হয় আবদুস সামাদ আকন্দের মিল চাতালে এবং সিদ্ধান্তক্রমে নুতন দল খাদ্য গুদামের কাজ করছে এবং পুরাতন জোব্বার সর্দারের দল চাতাল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। গৃহীত রেজুলেশন ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঐভাবে কাজ চলছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ১৪-৮-০২ইং তারিখের লেখাতে তার স্বাক্ষর নাই। সে ধান চাউলের ব্যবসা করে এবং কোন লাইসেন্স নাই। জোব্বারের দলই সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে পূর্বে মালামাল উঠানামার কাজ করিত। জোব্বারের দল ধর্মঘট দিয়াছিল।

ডি, ডব্লিউ-২ জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম শ্রমিক সাক্ষ্যতে বলেন যে, শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জোব্বার ও সেক্রেটারী খাজা মিয়া ছিলেন এবং শ্রমিকদের ঠিকাদার ছিলেন আসামী বকুল রানী। আসামী ঠিকাদারের অধীনে ১০ মাস ১০ দিন সে কাজ করেছিল এবং কাজের দর ছিল ১১.৫০ টাকা। সম্পাদিত কাজের টাকা বুঝে পেয়েছে জোব্বার সর্দারের মাধ্যমে। জোব্বার সর্দারের হুকুমে কাজ বাদ দেয়। আসামী বকুল রানীর হুকুমে কাজ বাদ দেয় নাই। মিল মালিক ও নেতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইলে জোব্বার সর্দারের হুকুমে কাজ ছেড়ে চলে যায়। পুনঃ নিয়োগ সংক্রান্ত তার জ্ঞান নাই। জোব্বার কর্তৃক ৫-১-০৩ইং তারিখে ১৫০০০.০০ টাকা, ১১-১-০৩ইং তারিখে ১৫,০০০.০০ টাকা এবং ১০-৩-০৩ ইং তারিখে ১৫,০০০.০০ টাকা জোব্বার ও খাজা কর্তৃক গৃহীত হইলে ঐ টাকার ভাগ সে পায় নাই। ১৮-২-০৩ ইং তারিখে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর শ্রমিকদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে ১৫ নং ক্রমিকের সইটি তার নহে। আসামী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নাই। ৯/০২ অভিযোগ মামলাটি সে উঠাইয়া নিয়েছে এবং ঐ মামলার ৎ রজিতে তার সই ছিল না। আসামী পক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করে নাই।

ডি, ডব্লিউ-৩ তালোড়া সাকিনের বসবাসরত শিক্ষক সাক্ষ্যতে বলেন যে, ২৫-৮-০২ইং তারিখে লিখিত ষ্ট্যাম্পে চুক্তি লেখাটি তার। সে জননী ইন্ডাস্ট্রিজ জোব্বার ও খাজাদের বরাবর লিখে দেয় এবং চুক্তি মোতাবেক মোট ৬৯,৭১০.০০ টাকা বুঝে পেয়েছে এবং কোন মজুরীর টাকা পাওনা নাই মর্মে অংগীকারনামাটি তার লেখা এবং সই তার। এই সাক্ষীর উপস্থিতিতে জামরুল, খাজারা ৩ জন সই করেছে এবং সাক্ষীরাও উপস্থিত ছিল। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ায়। তার বাড়ী ও প্রফুল্ল কুমারের বাড়ী $\frac{১}{৪}$ মাইলের মধ্যে। অংগীকারনামাটি সকাল ৯/৯.৩০ টার মধ্যে লিখে দেয়। বিমল বাবুর গদিতে লেখাপড়া হয়। বিমল বাবু তাকে ডেকে নেয়। জোব্বার, খাজা ও জামরুলরা কোথায় কাজ করে তা সে বলতে পারে না। বিমল বাবুর সনাক্ত মতে সে খাজা, জোব্বার ও জামরুলকে চিনে। বরাবর জননী ইন্ডাস্ট্রিজ লিখা আছে। বিমল বাবু পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিয়েছিল। দলিল লেখার সে কোন পারিশ্রমিক নেয় নাই। লেখার সময় ৭/৮ জন লোক উপস্থিত ছিল এবং ৬ জন সাক্ষর করেছিল। ঐ দিন প্রফুল্ল বাবু বিমল বাবুর দোকান/ গদিতে উপস্থিত ছিল।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মোঃ খাজা মিয়া, শ্রমিক, সারেকপাড়া খাদ্য গুদাম আসামী বকুল রানী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ৭৫%—৮০% হারে মজুরী প্রদান না করিলে ২ দফা দাবীনামা ও ধর্মঘটের নোটিশ উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নিকট প্রদান করিলে শালিসী প্রসিডিং পেন্ডিং থাকা অবস্থায় অভিযোগকারী খাজা মিয়া সহ ১৫ জন শ্রমিককে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া অন্যায়ভাবে সালিশকারকের অনুমতি ছাড়াই ১৪-৮-০২ইং তারিখে শ্রমিকের কাজ থেকে বাদ দেওয়ায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া পি, ডব্লিউ-১ খাজা মিয়া অভিযোগকারী স্বয়ং অভিযোগটি করোবরেট করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন কিন্তু তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তিনি সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি । ১০-১০-০২ থেকে ২৫-৮-০২ইং তারিখ পর্যন্ত পারিশ্রমিক বাবদ ৬৯,৭১০.০০ টাকা ৯ টি তারিখে তাহারা গ্রহণ করেছেন। ১১-১-০৩ইং তারিখের পত্রের সাক্ষর তাহার এবং লিখিত বিষয় সঠিক। অভিযোগকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১ ও ২ ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত মোতাবেক ৭৫%—৮০% হারে অভিযোগকারী ও তাহার দলের ১৫ জন শ্রমিক এর কাজ বাবদ কত টাকা পাওনা তাহা সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দরখাস্তে উল্লেখ করেন নাই এবং কাজের পরিমাণ দেখাইয়া পাওনার সুনির্দিষ্টকরণ পূর্বক সাক্ষ্যাদি আনয়ন করা হয় নাই। বরং অভিযোগকারীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ৯ টি তারিখে পারিশ্রমিক বাবদ ১০-১০-০২ থেকে ২৫-৮-০২ইং তারিখ পর্যন্ত ৬৯,৭১০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং ঠিকাদার আসামী বকুল রানীর কাজের মেয়াদ ২০০৩ সালে শেষ হইয়া গিয়াছে। অভিযোগকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-৬—৯ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, শিল্প বিরোধের জের ধরিয়া দরখাস্তকারী পক্ষ ১০ দিনের সময় দিয়া এক্সিবিট-৬ দাবীনামা ঠিকাদার বরাবর পেশ হয় এবং শিল্প বিরোধের প্রেক্ষিতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৭ ধারার বিধান অনুযায়ী উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া বরাবর এক্সিবিট-৮ মূলে শালিস বৈঠকের আবেদন করেন এবং এক্সিবিট- ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৪ দৃষ্টে দেখা যায় উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া ত্রিপক্ষীয় সালিশ বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করেন ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ ইং তারিখগুলিতে এবং আসামীকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেন কিন্তু উক্ত চিঠিগুলি প্রতিপক্ষ আসামীর উপর জারী হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। দরখাস্তকারী খাজা মিয়া সাক্ষ্য দিয়া সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ এনেছেন যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া সালিশকারকের নিকট কনসিলিয়েশান প্রসিডিং পেন্ডিং থাকা অবস্থায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দিয়াছেন এবং নুতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৬০ ধারার অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। উক্ত অভিযোগ প্রমাণে পি, ডব্লিউ-৩ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপশ্রম পরিচালক, বগুড়াকে দিয়া করোবরেটিভ সাক্ষ্য করাইলেও এই সাক্ষী

জেরায় স্বীকারোক্তি দিয়াছেন যে, শ্রমিকদের কার কত টাকা পাওনা এবং কাজের পরিমাণ সম্পর্কে তাহার জানা নাই এবং ঠিকাদার শ্রমিকদেরকে কত টাকা দিয়াছেন তাহাও সে বলতে পারে না এবং ঠিকাদার বকুল রানী তালোড়া সাকিনে বসবাস করা সত্ত্বেও সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ঠিকানায় সালিশ বৈঠকের চিঠি প্রেরণ করেন। সালিশ বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত চিঠিগুলি প্রতিপক্ষ আসামীর উপর জারী হইয়াছে তাহা দেখানোর কোন কাগজ দরখাস্তকারী পক্ষ হইতে প্রমাণে আনা হয় নাই চা ডি, ডি, এল, বগুড়াও ঐরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। তাছাড়াও ডি, ডি, এল, অফিস হইতে প্রাপ্ত কনসিলিয়েশান প্রসিডিং ফাইল দৃষ্টে দেখা যায় যে, ডি, ডি, এল, বগুড়া পৃথকভাবে কোন কনসিলিয়েশান প্রসিডিং আনয়ন করেন নাই। প্রতিপক্ষ আসামীর নাম অন্যান্য পৃথক ব্যক্তিদের সহিত অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় যাহা আইনানুগ গণ্য করা যায় না। অভিযোগকারী পক্ষ কনসিলিয়েশান প্রসিডিং এর নির্ধারিত তারিখে প্রতিপক্ষ আসামীকে হাজির হওয়ার নোটিশ আসামীর উপর জারী হইয়াছিল মর্মে কোন মৌখিক সাক্ষী বা দালিলিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য পি, ডব্লিউ- ২ জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান চিঠি জারীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নহেন। শ্রমিক পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মতিয়ার রহমানের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ডি, ডি, এল, বগুড়া কোন কোন তারিখে চিঠি দেন সে সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান নাই। পি, ডব্লিউ- ১ অভিযোগকারী ও পি, ডব্লিউ-৩ ডি, ডি, এল বগুড়ার সাক্ষ্য ও জেরা থেকে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী খাজা মিয়ার কথিত কনসিলিয়েশন দরখাস্তটি ১২-৫-০২ ইং তারিখে ডি, ডি, এল অফিসে দাখিল হয় এবং শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের নোটিশ পান ২৭-৬-০২ ইং তারিখে এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে ১৭-৭-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সময় সীমা নির্ধারণ ছিল কিন্তু একাদিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত কনসিলিয়েশন প্রসিডিংয়ের তারিখ নির্ধারণ থাকে ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ১৬-৭-০২, ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ ইং তারিখগুলিতে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সালিশ প্রসিডিংয়ে শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশের ২৯ ধারা মোতাবেক ২৭-৬-০২ ইং তারিখে নোটিশ দিলে ২১ দিন সময় সীমা আই, আর, ও এর ৪১(২) (বি) (II) ধারা মতে ১৭-৭-০২ ইং তারিখে ২১ দিন মেয়াদ শেষ হইয়া যায় এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ইং তারিখ দিন ধার্যের এখতিয়ার শালিসকারকের থাকেনা এবং কনসিলিয়েশান প্রসিডিং চালাইয়া যাওয়ার কোন সুযোগ থাকেনা। পি, ডব্লিউ-১ খাজা মিয়া সাক্ষীর স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১০-২-০৩ ইং তারিখের অংগীকারনামা ও ১০-১-০৩ ইং তারিখের অংগীকারনামা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী খাজা মিয়া ও জোব্বাররা সম্পাদিত কাজের মজুরী বুঝিয়া পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং নিজ ইচ্ছায় শ্রমিকের কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ডি, ডব্লিউ-৩ সুবোল মন্ডল আসামী পক্ষে সাফাই সাক্ষী ২৫-৮-০২ ইং তারিখে ৭৫ টাকার স্ট্যাম্পে লিখিত অংগীকারনামার লেখক এবং অংগীকারনামাটি প্রমাণে এনেছেন এবং তাহার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, খাজা ও জোব্বারগণ অংগীকারনামায় লিখিয়া দিয়া মজুরীর টাকা বুঝে পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং উক্ত অংগীকারনামা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১০-৮-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়া ১১-৮-০২ ইং তারিখ থেকে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকের কাজ স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছায় বাদ দিয়াছেন। ডি, ডব্লিউ-২ মোঃ মহিদুল ইসলাম শ্রমিক উক্ত বিষয় করোবরেট করিয়া সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেছেন যে, শ্রমিকদের কাজের টাকা জোব্বার সর্দারের মাধ্যমে বুঝে পেয়েছেন এবং জোব্বার সর্দারের হুকুমে স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়াছেন এবং তিনি আসামী বকুল রানীর হুকুমে কাজ বাদ দেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী পক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে আনীত ৬০ ধারার অপরাধের অভিযোগ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। বরং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর দাবী মতে আসামী কর্তৃক তাহাদেরকে কাজ থেকে বাদ দেওয়ার সংক্রান্ত বিপরীতধর্মী বক্তব্য এসেছে এবং অংগীকারনামা ও ডি, ডব্লিউ-২ মহিদুল ইসলাম শ্রমিকের স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তাহারা স্বেচ্ছায় কাজ বাদ দিয়া অন্যত্র কাজ করিতেছেন। সুতরাং সাক্ষ্য থেকে বিপরীতধর্মী বক্তব্য পাওয়া যায়। দাবীকৃত কনসিলিয়েশান প্রসিডিংটি ত্রুটিপূর্ণ পরিলক্ষিত হয় এবং ধর্মঘটের নোটিশ প্রদানের পরেও

বেআইনীভাবে মেয়াদী সময় অতিক্রান্ত হইবার পর কনসিলিয়েশান প্রসিডিং চালাইয়া যাওয়ার এখতিয়ার ছিল না। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে অভিযোগকারীকে তাহার বিপরীতধর্মী বা স্ববিরোধী বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিকার দেওয়া যায় না। পাওনা টাকা ও কাজেরও কোন সুনির্দিষ্ট করণ করা হয় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে অভিযোগকারী পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং সন্দেহের অবকাশে প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী আইনতঃ খালাস পাইবার হকদার মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র মামলার আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আসামীকে অভিযোগের দায় থেকে খালাস দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত , রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং- ৮/২০০৪

মোঃ ফরহাদ হোসেন, পিতা-মোঃ আবদুল মজিদ শেখ,
সাং-ঘীতপুর আনাল, পোঃ-বহুলী , থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ—**বাদী**।

বনাম

ইফতেখার আফজাল (জিয়া), পিতা-মৃত আফজালুল হক মনি,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিরাজগঞ্জ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস লিঃ ,

ঠিকানা-হাসপাতাল রোড, থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ, স্থায়ী ঠিকানা-সাং ও ডাক-ধুবিল, থানা-সলাংগা, সিরাজগঞ্জ এবং বাড়ী নং-৭৪, রোড নং-২৫, ৪/ এ, গুলশান, ঢাকা—**আসামী**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৫, তাং ২৪-২-০৫

অদ্য মামলাটি আসামী নামীয় W. A. জারী প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিবেদন আসে নাই। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং অপর পক্ষ দরখাস্ত দ্বারা ফৌঃ কার্য বিঃ ২৪৮ ধারা মতে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল।

অভিযোগকারীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় মোঃ ফরহাদ হোসেন অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্ত এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। অভিযোগকারী মোঃ ফরহাদ হোসেন স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগ ৪/ ০৩ নং মামলার রায় কার্যকরী করিয়া চাকুরী দেওয়ায় ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে মামলাটি নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং মামলাটি চালাইবেন না মর্মে প্রত্যাহারের অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং অভিযোগকারীর জবানবন্দী দৃষ্টে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদন মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে অভিযোগকারীর ফৌজদারী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎ প্রেক্ষিতে আসামীকে মামলার অভিযোগের দায় থেকে খালাস দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল। পূর্বের ইস্যুকৃত ডব্লিউ, এ, রিকল করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী/২০০৫

ফৌজদারী মামলা নং ৪/২০০৩

মোঃ আবদুল জোব্বার, সভাপতি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৬১৭, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং-বামুনিয়া,

পোঃ-পীরগাছা, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া—বাদী।

বনাম

১। বকুল রানী, স্বামী-প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ, তালোড়া বাজার, পোঃ-তালোড়া, থানা-দুপচাঁচিয়া, জেলা-বগুড়া।

২। প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং তালোড়া বাজার, পোঃ-তালোড়া, থানা-দুপচাঁচিয়া, জেলা-বগুড়া—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবী ।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা অভিযোগকারী মোঃ আবদুল জোব্বার, সভাপতি, সাবেকপাড়া, খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, গাবতলী কর্তৃক আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় অপরাধের বিচারের নিমিত্তে আনীত একটি ফৌজদারী মামলা।

অত্র মামলার প্রসিকিউশন পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল জোব্বার, সভাপতি সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন সহ ১৫ জন শ্রমিক সাবেকপাড়া খাদ্য গুগামে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষ মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের অধীনে মালামাল উঠানামা শ্রমিকের কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। আসামী বকুল রানীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী ২৯/২০০২ মামলা দায়ের করিলে বিচারাধীন থাকে এবং আসামীগণ ঐ মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দরখাস্তকারীর সাথে ১০-১-০৩ ইং তারিখে ৪ দফা ভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন। ঐ তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করার বিধান থাকে কিন্তু আসামীগণ চুক্তিনামার শর্তাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয়ে ফৌজদারী মামলা থেকে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তিনামা ভংগ করিয়াছেন এবং চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে কাজ করিতে দেন নাই। দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিক সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে ১১-১-০৩, ১২-১-০৩, ১৩-১-০৩, ১৪-১-০৩ ও ২৯-১-০৩ ইং তারিখে কাজ করিতে গেলে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাদেরকে বাধা দেন এবং জানান যে, তাহাদের দ্বারা কাজ করে নেওয়ার কোন নিয়োগপত্র ঠিকাদার পাঠান নাই এবং জোর পূর্বক কাজ করিলে তাহাদেরকে পুলিশে দিবেন। আসামীগণ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র প্রদান করা সত্ত্বেও আসামীগণ ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামার শর্তাদি প্রতারনামূলকভাবে ভংগ করিয়াছেন এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার অপরাধের অত্র অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক অভিযোগকারীর জবানবন্দী রেকর্ড পূর্বক আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামীগণ আদালতে হাজির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন পূর্বক গঠিত অভিযোগটি তাহাদেরকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তাহারা প্রত্যেকে নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারী পক্ষে স্বাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং, পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মমতাজ আলী, বগুড়া জেলা খাদ্য গুদাম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এবং পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ খাজা মিয়া, সহ-সভাপতি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন মোট ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি প্রদর্শনী- ১, ১(১), ২, ২(১), ৩, ৩(১) ও ৪ হিসাবে প্রমাণে আনেন। আসামী পক্ষ অভিযোগকারী পক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদেরকে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারা প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং তাহাদের পক্ষে সাফাই সাক্ষী হিসাবে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ পাশা শাহকে পরীক্ষা করেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে মামলাটি রায় প্রদানের জন্য গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্র মামলার আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রদ্বয় কি ফৌজদারী ২৯/ ২০০২ মামলা থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে মিথ্যা প্রতারনার আশ্রয় লইয়া বেআইনী ও ইচ্ছাকৃতভাবে ১০-১-০৩ ইং তারিখের ৪ দফা ভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার শর্তাবলী ভংগ করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন ?

২। আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় দোষী সাব্যস্তপূর্বক শাস্তি প্রদান করা যায় ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ ও ২নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। অভিযোগকারী পক্ষ আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় অভিযোগকারী মোঃ আঃ জোব্বার সহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে ১০-১-০৩ ইং তারিখের ৪ দফা ভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার শর্তাদি মিথ্যা প্রতারনার আশ্রয়ে ভংগ করিয়া কাজ করিতে দেন নাই এবং চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ও চুক্তি ভংগের অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করেন। উক্ত সুনিদিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে অভিযোগকারী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুল জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং, পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মমতাজ আলী ও পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ খাজা মিয়া ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৪ হিসাবে প্রমাণে আনেন।

পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী ও সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের মেসার্স জননী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠানের অধীনে তাহারা সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে মাল উঠানামা শ্রমিকের কাজ করিত।

আসামীদের বিরুদ্ধে ২৯/০২ ফৌজদারী মামলা দায়ের করিলে বিচারাধীন থাকে। আসামীগণ ১০-১-০৩ইং তারিখে ৪ দফা ভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং শর্ত থাকে যে, ১৪ জন শ্রমিকের চাকুরী ফেরৎ দিবে এবং ৭৫% হারে মজুরী দিবে এবং ১০ দিনের মধ্যে শর্তাদি কার্যকরী করিবে। সে সহ ১৫ জন শ্রমিক আসামীদের অফিসে গুদামে কাজ করিতে যায় কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাদেরকে বাধা প্রদান করে এবং পুলিশে দেবার হুমকি দেয়। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তাহারা আসামী বরাবর পত্র দেয়। আসামীগণ ১০-১-০৩ ইং তারিখের সম্পাদিত চুক্তি মান্য করে নাই এবং চুক্তি ভংগ করেছে প্রতারনার আশ্রয়ে। আসামীগণ চুক্তি ভংগ করায় অপরাধ সংগঠন করেছে। এই সাক্ষী আসামীগণকে ডকে সনাক্ত করেন এবং তাহার দায়েরকৃত অভিযোগ আলেখ্য-১, উহাতে তাহার সই আলেখ্য-১(১), এবং চুক্তিনামা আলেখ্য-২, উহাতে তাহার সই আলেখ্য-২(১) হিসাবে প্রমাণ করেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্র এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চুক্তি পত্রে সই করেছে। এই সাক্ষী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের কপি আলেখ্য-৩ ও উহাতে তাহার সই আলেখ্য-৩(১) এবং ডাক রশিদ আলেখ্য ৪ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং জামরুল সেক্রেটারী। অভিযোগের বক্তব্য তার এবং সঠিক। চুক্তিপত্রের ২নং শর্তটি কার্যকরী করে নাই এবং ১৫ জন শ্রমিককে কাজ করিতে দেয় নাই। ও, সি, এল, এস, ডি কাজ করিতে বাধা দিয়াছিল। এই সাক্ষী জেরায় অকপটে স্বীকার করেন যে, ১৫ জন শ্রমিকের তালিকা নিয়োগের জন্য আসামী প্রফুল্ল চন্দ্রকে দিয়াছিল এবং আসামীও নিয়োগ দিয়াছিল। আসামীগণ কাজ করিতে বাধা দেয় নাই। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ও, সি, এল, এস, ডি কাজে বাধা দিয়াছে। শ্রমিকের তালিকায় তার সই আছে। ও, সি, এল, এস, ডি তাহাদেরকে জানায় যে, তাহাদেরকে কাজ করিতে দেওয়া যাবেনা। সে সহ বগুড়া জেলা খাদ্য গুদাম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও, সি, এল, এস, ডি এর নিকট কাজ দেবার জন্য গিয়াছিল। ৫-১-০৩ইং তারিখে ১৫,০০০.০০ টাকা নেবার কাগজে তার সই নাই। পরবর্তীতে বলেন যে, পাওনা বাবদ ১৫,০০০.০০ টাকা ৫-১-০৩ইং তারিখে নিয়ে এসেছে। ১১, ১২, ১৩/০৩ ইং তারিখে তাহারা ও, সি, এল, এস, ডি, এর নিকট গিয়াছিল। ঐ সময়ে ও, সি, এল, এস, ডি, ছিল না। পাশা সর্দার অপর ১৪ জনের নেতা। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ১০-২-০৩ ইং তারিখে ১৩,০০০.০০ টাকা বুঝে পাবার অংগীকারনামায় সে স্বাক্ষর করেছে এবং সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও সই করেছে।

পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মমতাজ আলী, বগুড়া জেলা খাদ্য গুদাম শ্রমিক ফেডারেশন সাক্ষ্যতে বলেন যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত। শ্রমিক ইউনিয়ন চুক্তিনামায় ৭৫%—৮০% হারে মজুরী পাওনা বাবদ দাবীনামা আসামীর নিকট করেছিল এবং প্রতিকার না পেয়ে তাহারা ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রম, বগুড়ার নিকট নালিশ করে এবং সালিশ বৈঠক ডাকিলে আসামী বকুল রানীগণ উপস্থিত হয় নাই। ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রম, বগুড়া অফিসে সালিশ বৈঠক চলাকালে আসামীগণ দরখাস্তকারীসহ শ্রমিকদেরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করে এবং ১০-১-০৩ ইং তারিখে নূতন শ্রমিক বেআইনীভাবে নিয়োগ দেয়। দরখাস্তকারীসহ ১৫ জন শ্রমিককে আসামীগণ কাজ করিতে দেয় নাই। ১০-১-০৩ ইং তারিখে চুক্তিনামা হয় এবং ঐ তারিখে নিয়োগপত্র দেয় কিন্তু আসামীগণ কাজ করিতে দেয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে চুক্তির সময় উপস্থিত ছিল। ৫-১-০৩ ইং তারিখের শ্রমিকদের ১৫,০০০.০০ টাকা গ্রহণের অংগীকারনামায় তার সই আছে এবং উহাতে শ্রমিক জামরুলও সই করে এবং শ্রমিক খাজা উপস্থিত ছিল। তালোড়া বাজারে বকুল রানীর বাড়ীতে সইটা করে। শ্রমিকরা আরও ১৫,০০০.০০ টাকা ও ১৩,০০০.০০ টাকা নিয়েছিল কিনা সে জানে না। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে জোব্বার ও প্রফুল্ল বাবুর সংগে নিয়োগ দেবার

পরে ও, সি, এল, এস, ডি কলিম উদ্দিনের চেলোপাড়ার বাসায় কাজের জন্য গিয়াছিল এবং ও, সি, এল, এস, ডি, বলেছিল যে, স্থানীয় লোকের আপত্তি না থাকিলে তারও আপত্তি থাকিবে না এবং তৎপ্রেক্ষিতে সে, প্রফুল্ল বাবু, তারা মিয়া, আব্দুর রশিদ, খাজা ও জোব্বারসহ তাহারা সাবেকপাড়া গিয়াছিল। সাবেকপাড়ায় ব্যবসায়ী লিটনের বাসায় চেয়ারম্যান ওয়ালিউরসহ যায়, সেখানে ও, সি, এল, এস, ডি না থাকায় আলোচনা হয় নি। ঐ সময়ে নূতন শ্রমিক সর্দার পাশার দলও উপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে অন্যদের আর যাওয়া হয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ১০-১-০৩ ইং তারিখে ফৌজদারী ২৯/০২ ও ৩০/০২ মামলাগুলি উঠানোর জন্য চুক্তিনামা হয়েছিল। আবদুস সাত্তার ওরফে তারা মিয়া ফেডারেশনের আইন উপদেষ্টা। ২-২-০৩ ইং তারিখে আসামী বরাবর সভাপতি আঃ জোব্বার ও সাধারণ সম্পাদক জামরুল প্যাডে পুনবর্হাল সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিমূলক চিঠি দেয়। ১৮-২-০৩ ইং তারিখে আসামী বকুল রানী ১৫ জন শ্রমিককে খাদ্য গুদামে পুনর্বহাল করে কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কলিম উদ্দিন বাধ্য করছে মর্মে চিঠি দিয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রককে জানায়। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, আসামী বকুল রানী হ্যান্ডেলিং কন্ট্রাক্টর এবং সে সড়ক পরিবহনের ঠিকাদার নহে। আসামী বকুল রানীর পূর্বের সম্পাদিত কাজের রেট দেখাইতে পারিবনা। অনেক সময় সমঝোতার ভিত্তিতে গড় রেট ভিন্নতর হয়। ২৫-২-০১ ইং তারিখের প্যাডে লিখিত চিঠিতে তার সই আছে। ১৪ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে জেলা শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত। ইউনিয়নের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফেডারেশন ঐ চিঠিটা দিয়াছিল। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের ২-২-০৩ ইং তারিখের জননী ইন্ডাষ্টিজ বরাবর লিখিত চিঠিতে ঠিকাদার কাজ দেবার পর ও, সি, এল,এস, ডি কাজে বাধা দিতেছে এবং পুলিশের ভয় ভীতি দেখাইতেছে উল্লেখ আছে। ১৮-২-০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত চিঠিতে ১৫ জন শ্রমিককে কাজে পুনঃবহাল করে কিন্তু কাজ করিতে দিচ্ছেনা মর্মে উল্লেখ আছে। ঠিকাদার ২ বৎসরের জন্য নিয়োগ পায় এবং বর্তমানে জননী ইন্ডাস্ট্রিজ কাজ পায় নাই। কাজ পেয়েছে লালমনিরহাটের ঠিকাদার এবং উক্ত লালমনিরহাটের ঠিকাদারের অধীনে দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিক কাজ পায় নাই। ১১-১-০৩ ইং তারিখে প্যাডে লিখিত চিঠিতে জোব্বার ও খাজা সই করেছে। শ্রমিকরা ঠিকাদারের কাছ থেকে মজুরী পায়। শ্রমিকদেরকে ডি, সি, ফুড ও ও, সি, এল, এস, ডি নিয়োগ দেয়নি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার শ্রমিক নিযোগ দিয়া থাকে।

পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ খাজা মিয়া, সহ-সভাপতি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন সাক্ষ্যতে বলেন যে, ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তি পত্রে শ্রমিক পক্ষে ২নং ক্রমিকে তার স্বাক্ষর আছে। ঐ চুক্তিনামার শর্তাদি আসামীগণ পূরন করে নাই এবং শ্রমিকগণকে কাজও দেয় নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, চুক্তিনামা পড়ে শুনেই সে স্বাক্ষর করেছে এবং চুক্তিনামা সঠিক। চুক্তির পর সে সহ ১৫ জন শ্রমিক ও, সি, এল, এস, ডি এর নিকট যায় এবং আসামী কাজ দিতে রাজী হয়। ১৮-২-০৩ ইং তারিখের পত্রে ৩ নং ক্রমিকে তার স্বাক্ষর আছে। সে আসামীগণের বিরুদ্ধে ২টি মামলা করেছে।

আসামী পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ পাশা শাহ্ শ্রমিক সাক্ষ্যতে বলেন যে, দরখাস্ত-কারী জোব্বার সহ ১৫ জন শ্রমিক সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের কাজ ছেড়ে দিলে তারা ১৪ জন কাজে যোগদান করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মিলারদের মিটিং এর সিদ্ধান্তক্রমে তাদেরকে নিয়োগ দেয় এবং পরবর্তীতে চুক্তি হয়। তারা ১৪ জন ও জোব্বার সর্দারের অধীনে কর্মরত শ্রমিকগণ মিলেমিশে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ মিটিংয়ে সে উপস্থিত ছিল। কিন্তু শ্রমিক সর্দার জোব্বাররা তাদের সংগে কাজ করিতে অস্বীকার করে এবং অন্য কাহাকেও গুদামে কাজ করিতে দিবেনা জানায়। চুক্তি অনুযায়ী জোব্বার সর্দার সহ ১৫ জনকে চাকুরী দিয়াছিল কিন্তু ও, সি,এল, এস, ডি তাদেরকে কাজ করিতে দেয় নাই এবং পুলিশের হুমকি দেয়। ঠিকাদার পক্ষে জোব্বার সর্দাকে কাজ নেবার অনুরোধ করা

সত্ত্বেও ও, সি, এল, এস, ডি কাজ করিতে দেয় নাই। ঠিকাদার পক্ষে জোব্বার সর্দারকে কাজ থেকে বাদ দেয়নি বরং কাজ প্রদানের অনুরোধ করেছিল। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের জোব্বার সর্দার ও তার দলের শ্রমিকরা পূর্ব থেকেই কাজ করিত। সে ও তার দলীয় শ্রমিকরা কোন ইউনিয়ন ভুক্ত শ্রমিক নহে। শ্রমিক জোব্বার সর্দার ও তার দলের শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বাদ দিয়া তাদেরকে কাজে বহাল করে। সে ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তি হওয়ার বিষয় জানে না। তাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার সময় ঠিকাদার বকুল রানীর স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র ছিল। বর্তমানে ঠিকাদার লালমনিরহাট জেলার।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার তাহার দায়েরকৃত অভিযোগ আলেখ্য-১ এবং উহাতে তার সই আলেখ্য-১(১) এবং ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামা/মিমাংসা (সেটেলমেন্ট) আলেখ্য-২ও উহাতে তাহার সই আলেখ্য-২(১) এবং প্রতিপক্ষ আসামী মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র বরাবর ডাকযোগে প্রেরিত চিঠি আলেখ্য-৩ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর আলেখ্য-৩(১)হিসাবে প্রমাণ করেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী পি, ডব্লিউ ১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং অভিযোগটি করবরেট করিয়া উল্লেখ করেছেন যে, আসামী বকুল রানীগণদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী ২৯/০২ মামলা থেকে অব্যাহতি পাইবার অসৎ উদ্দেশ্যে আসামীগণ মিথ্যা ও প্রতারনার আশ্রয়ে সম্পাদিত ১০-১-০৩ ইং তারিখের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার শর্তাদি ভংগ ও চুক্তিনামা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং চুক্তিনামাটি ১০ দিনের মধ্যে কার্যকরী করেন নাই। পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মমতাজ আলী, বগুড়া জেলা খাদ্য গুদাম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সাক্ষ্য দিয়া একইরূপ করবরেটিভ বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের শ্রমিকের কাজ হইতে বাদ দিলে ১০-১-০৩ ইং তারিখে আসামীগণের সহিত অভিযোগকারী পক্ষের চুক্তিনামা/মিমাংসা (সেটেলমেন্ট) সম্পাদিত হয় কিন্তু আসামী পক্ষ নিয়োগ পত্র দিলেও অভিযোগকারী সহ ১৫ জন শ্রমিককে কাজে বহাল করেন নাই। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী ও পি, ডব্লিউ-২ মোঃ মমতাজ আলী সাক্ষীগণের জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, আসামী পক্ষ চুক্তিনামা/মিমাংসা (আলেখ্য-২) এর শর্তাদি অনুযায়ী অভিযোগকারী সহ ১৫ জনকে কাজ হইতে বাদ দিলে ১৫ জন শ্রমিকের তালিকা ও,সি,এল,এস,ডি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম বরাবর ১৪-১-০৩ ইং তারিখে দিয়াছিলেন। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও জেরা থেকে আমরা পেয়েছি যে, দরখাস্তকারী সহ ১৫ জন শ্রমিক ও কর্মরত ১৪ জন একুনে ২৯ জন শ্রমিক ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামা(এক্সিবিট-২) মুলে কাজ করিতে থাকিবে মর্মে উভয় পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হয় এবং বাদ পড়া অভিযোগকারী সহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে পুনঃবহাল করিতে আসামী পক্ষ রাজী হন এবং ১০ দিনের মধ্যে শর্তসমূহ কার্যকরী করিতেও রাজী হন। অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, আসামীগণ ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামা/মিমাংসা (সেটেলমেন্ট) ভংগ করেছেন এবং চুক্তিনামা/মিমাংসা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, অভিযোগকারী পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার সহ ১৫ জন শ্রমিক প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী ও তাহার পক্ষে কার্যকারক প্রফুল্ল চন্দ্র কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে মালামাল উঠানামার শ্রমিকের কাজ করিতে থাকাকালে কাজ হইতে বাদ পড়েন এবং স্বীকৃত মতেই পরবর্তীতে অভিযোগকারী সহ ১৫ জন শ্রমিক ও নতুন নিয়োগকৃত ডি, ডব্লিউ-১ পাশা শাহ্ সহ ১৪ জন শ্রমিককে মিলেমিশে কাজ করার ও কাজে পুনর্বহালের চুক্তিবদ্ধ হন ১০-১-০৩ ইং তারিখে এবং উক্ত চুক্তিনামা আলেখ্য- ২ এ আসামী পক্ষের সাফাই সাক্ষী স্বাক্ষর করেছেন এবং উক্ত চুক্তিনামার মিটিংয়ে ডি, ডব্লিউ-১ পাশা শাহ্ উপস্থিত ছিলেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুল জোব্বার ও পি, ডব্লিউ-৩ খাজা মিয়া ঐ চুক্তিনামার স্বাক্ষর প্রদান করেছেন অভিযোগকারী পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিপক্ষ আসামীগণ ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামা/ সেটেলমেন্ট এর শর্তাদি ভংগ করিয়া চুক্তিনামা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইয়া অপরাধ সংগঠন করেছেন কি না

তাহাই মূলতঃ বিচার্য বিষয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আবদুর জোব্বার ও পি, ডব্লিউ-২ মমতাজ আলী এবং অন্যান্য সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আসামী কর্তৃক ১০-১-০৩ ইং তারিখের চুক্তিনামার প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী সহ ১৫ জন শ্রমিকের কাজ করার নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হন কিন্তু শ্রমিকদেরকে প্রকৃত পক্ষে কাজ করিতে দেন নাই এবং ও, সি, এল, এস, ডি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিকদেরকে কাজে বাধা দিয়াছিলেন এবং পুলিশের হুমকি দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আসামীগণ আলেখ্য-২ স্বীকৃত চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক অভিযোগকারী আঃ জোব্বার সহ ১৫ জন শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল করিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ আসামীগণ কর্তৃক নিয়োগপত্র ইস্যু হইলেও বাদ পড়া শ্রমিকগণকে কাজ করিতে না দেওয়ায় কাজে পুনঃ বহাল হয় নাই। এই প্রসংগে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামার ১৪ দফার শর্ত মোতাবেক নিয়োগকৃত শ্রমিকগণের উপর ও, সি, এল, এস, ডি সন্তুষ্ট না হওয়ায় শ্রমিকগণকে কাজে বাধা দিয়াছিলেন। আসামীগণের পক্ষে ঐ সকল শ্রমিককে কাজে পুনর্বহালের সুযোগ ছিল না। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণান্তে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আসামীগণ পক্ষে প্রদত্ত নিয়োগত্র অকার্যকরী হওয়ায় এবং আলেখ্য-২, ১০-১-০৩ ইং তারিখের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামা মোতাবেক বাদ পড়া ১৫ জন শ্রমিক কাজে পুনর্বহাল না হওয়ায় আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্র সহ ও, সি, এল, এস, ডি, এর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, ও, সি, এল, এস, ডি, চুক্তিনামার কোন পক্ষ নহে সেহেতু তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ আসে না। কিন্তু প্রতিপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে ১০-১-০৩ ইং তারিখের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার শর্ত ভংগ ও চুক্তিনামা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু অভিযোগকারী আঃ জোব্বার সহ ১৫ জন শ্রমিক পূর্বে শ্রমিকের কাজে নিয়োগকৃত ছিলেন এবং বাদ পড়ার প্রেক্ষিতে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পুনঃ বহালে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগণের অপরাধ willful প্রতীয়মান হয় এবং ফৌজদারী ২৯/০২ মামলাটি সম্পাদিত চুক্তির তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণ সাজা পাইবেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র মামলার আসামী বকুল রানী ও প্রফুল্ল চন্দ্রের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক আসামীকে ৫৪ ধারার অপরাধের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা এবং ৫৫ ধারার অপরাধের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা একুনে ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তির আদেশ দেওয়া গেল। আসামীগণকে আগামী ২৪-৩-০৫ ইং তারিখের মধ্যে জরিমানার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল, ব্যর্থতায় আসামীগণ ঐ তারিখের মধ্যে আত্মসমর্থন না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা সহ জেল ওয়ারেন্ট ইস্যু হইবে।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-৮ই ফেব্রুয়ারী /২০০৫

ফৌজদারী মামলা নং ৬/২০০৩

আব্বাস আলী তালুকদার, পিতা-মৃত আরশাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক,
রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৯২১, মডার্ন মোড়, রংপুর—বাদী।

বনাম

১। গোলাম মোস্তফা দুলাল, পিতা-মৃত নরা মিঞা, সহঃ সম্পাদক,
সাং-হাবিব নগর, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-৪।

২। আব্দুল মজিদ মিস্ত্রী, পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দিন, সভাপতি,
সাং-নিউ আদর্শপাড়া, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-১।

৩। আমীর হোসেন, পিতা-আঃ সাত্তার মিঞা, সাংগঠনিক সম্পাদক,
সাং-আদর্শপাড়া, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-৯৮।

৪। নুরু মিঞা, পিতা-মৃত নেজাম উদ্দিন, সহ-সভাপতি,
সাং-ওসমানপুর, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-২।

৫। মৃত আঃ রশিদ মিঞা, পিতা-মোঃ মফিজ মন্ডল, সড়ক সম্পাদক,
সাং-আরিচপুর, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-২২৬।

৬। মোঃ কামরুজ্জামান ফারুক, পিতা-মৃত ফজল হক, কোষাধ্যক্ষ,
সাং-কামাল কাদনা, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-৪৬৬।

৭। মোঃ আজাদ মিঞা, পিতা-মশিয়ার রহমান, কাঃ সদস্য,
সাং-হাবিব নগর, থানা-সদর, জেলা-রংপুর।

৮। মোঃ মাহাতাব আলী, পিতা-মোবারক আলী, কাঃ সদস্য,
সাং-মেকুড়া, থানা-পীরগাছা, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-৪৬৩।

৯। মোঃ মাসুদ রোকন, পিতা-মোঃ আনছার আলী, কাঃ সদস্য,
সাং-হাবিব নগর, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-৪৬৩।

১০। মোঃ আঃ হালিম মিঞা, পিতা-কাজী আবুল হোসেন, কাঃ সদস্য,
সাং-নুরপুর, থানা-সদর, জেলা-রংপুর, সদস্য নং-১২।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

অভিযোগ ঃ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারা মতে।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী আব্বাস আলী তালুকদার কর্তৃক প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আব্দুল মজিদ, আমীর হোসেন, নূরু মিঞাসহ ১০ জন আসামীগণের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ। অভিযোগকারী পক্ষের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২১) এর একজন নিয়মিত সদস্য এবং বর্তমানে কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক। আসামী গোলাম মোস্তফা দুলালসহ অন্যান্য আসামীগণ দরখাস্তকারী ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা কার্যকরী সদস্য এবং সাক্ষী জামাল উদ্দিনসহ অন্যান্য সাক্ষীগণও ঐ ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মিত সদস্য। ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ৩-১০-২০০১ইং তারিখের মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে ৬-১০-২০০১ইং তারিখে এক বিশেষ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত বিশেষ জরুরী সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের কলেজ রোডের কার্যালয় ও ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া মডার্ণ মোড়ে স্থানান্তর এবং কার্যনির্বাহী কমিটির দুটি পদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর নিকট প্রেরণ করিলে উহা অনুমোদিত হয় এবং রংপুর মডার্ন মোড়ে ইউনিয়নের প্রধান কার্যলয় স্থানান্তর করা হয়। ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় স্থনান্তরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১-১-২০০২ ইং তারিখে ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মডার্ন মোড়, রংপুরে স্থানান্তরপূর্বক ইউনিয়নের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হইতে থাকে, কিন্ত আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল সাংবিধানিক বিধান উপেক্ষা করিয়া ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত লংঘনপূর্বক গৃহীত সংশোধনীর অনুমোদন বাতিলের দাবীতে বাদী হইয়া আসামী মজিদ মিঞা আই, আর,ও, ৩/২০০২ মামলা আদালতে দায়ের করেন এবং আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল রংপুর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে অঃ প্রঃ ৪২/২০০২ মামলা দায়ের করিয়া নিষেধাজ্ঞা চাহিলে নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হয়। আসামীগণসহ সাক্ষীগণ সকলেই উক্ত বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও পরস্পর যোগসাজসে আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আঃ মজিদ, আমীর হোসেন, নূরু মিঞা, কামরুজ্জামান ফারুক, আজাদ মিঞা, মাহাতাব আলী, মাসুদ, রোকন, আঃ হালিম ব্যক্তিগণ ইউনিয়নের সংবিধান অমান্যপূর্বক পূর্বের কলেজ রোডের প্যাড, সীল ব্যবহারে মিথ্যা তথ্য ও ঠিকানা ব্যবহারে বিবৃতি প্রদান ও পত্রালাপ করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাপর সকল বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা বিবৃতি ও তথ্য পরিবেশন করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামীগণের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধে আনীত অভিযোগ।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিযোগকারীর ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক জবানবন্দী রেকর্ডপূর্বক আসামী গোলাম মোস্তফা দুলালসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামীগণ আদালতে হাজির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন এবং গঠিত অভিযোগটি উপস্থিত আসামীগণকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তাহারা প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

অভিযোগকারী পক্ষ মামলাটি প্রমাণে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী তালুকদার অভিযোগকারী স্বয়ং, পি,ডাব্লিউ-২ মোঃ জামাল উদ্দিন, ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ও পি,ডাব্লিউ-৩ মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মোট ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২, ২(১), ২(২), ৩, ৪, ৫ হিসাবে প্রমাণে আনেন এবং আসামী পক্ষে অভিযোগকারীর পরীক্ষিত সাক্ষীদেরকে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে আসামী মজিদ মিয়া, গোলাম মোস্তফা দুলালসহ ৯ জনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দাষ দাবী করিয়া ২ জন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আঃ মজিদ, আমির হোসেন, নূরু মিঞা, কামরুজ্জামান ফারুক, আজাদ মিঞা, মাহাতাব আলী, মাসুদ রোকন ও আঃ হালিম মিঞা ব্যক্তিগণ কি পরস্পর যোগসাজসে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ৩-১১-২০০১ইং তারিখের বিশেষ জরুরী সভার সিদ্ধান্ত মতে রংপুর ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২১) এর কলেজ রোডের প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড়ে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত মতে ইউনিয়নের অনুমোদিত সংবিধান অমান্যপূর্বক পূর্বের ঠিকানার প্যাডে মিথ্যা তথ্য ও বিবৃতি প্রদানে প্যাড ব্যবহার করিয়া মিথ্যা বিবৃতি ও পত্রালাপ করিয়াছেন এবং উক্তরূপ কার্য দ্বারা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন?

২। আসামীগণকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা যায়?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ ও ২নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। অভিযোগকারী প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আঃ মজিদ, আমির হোসেন, নূরু মিয়া,কামরুজ্জামান ফারুক, আজাদ মিঞা, মাহাতাব আলী, মাসুদ রোকন ও আঃ হালিম এর বিরুদ্ধে রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২১) এর কার্যনির্বাহী কমিটির ৩-১০-০১ ইং তারিখের মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ জরুরী সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের কলেজ রোডের কার্যালয় ও ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনপূর্বক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মডার্ন মোড়ে স্থানান্তরিত করতঃ কার্যক্রম চালাইয়া আসা সত্ত্বেও এবং তৎবিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও পূর্বের প্যাড ও সীল ব্যবহারের মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে বিরতি প্রদান ও পত্রালাপ করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠনের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগটি প্রমাণে প্রসিকিউশন পক্ষ ৩ জন মৌখিক সাক্ষী ও দালিলিক সাক্ষী প্রমাণে এনেছেন।

পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী তালুকদার অভিযোগকারী স্বয়ং সাক্ষ্যতে বলেন যে, সে রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, সহঃ সাধারণ সম্পাদক, আঃ মজিদ সভাপতি, আমির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক, নুরু মিঞা সহ-সভাপতি, কামরুজ্জামান ফারুক-কোষাধ্যক্ষ, মাসুদ রোকনসহ অন্যান্যরা নির্বাচিত কার্যকরী সদস্য

এবং ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ৩-১০-০১ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মতে ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ জরুরী সাধারণ সভার মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, কলেজ রোডের প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড়ে স্থানান্তর হইবে এবং ২টি পদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয় ১৭৮০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে। ঐ বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মডার্ণ মোড়ে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া ইউনিয়নের কার্যালয় মডার্ণ মোড়ে চালু হয়। আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে পূর্বের কলেজ রোডের প্যাড ও সীল ব্যবহারে সংবিধান অমান্যপূর্বক মিথ্যা তথ্য ও ঠিকানা ব্যবহারে বিবৃতি ও পত্রালাপ করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। আসামীগণ অসৎ উদ্দেশ্যে ও যোগসাজসে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠন করেছে। আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল আই, আর, ও, ৩/০২ মামলা দায়ের করে এবং আসামীরা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, রংপুরে নিষেধাজ্ঞার মামলা করিলে উহা না মঞ্জুর হয়। এই সাক্ষী আসামীগণকে ডেকে সনাক্ত করেন। এই সাক্ষী দায়েরকৃত অভিযোগ আলেখ্য-১, ৩টি পত্রালাপ আলেখ্য-২, ২(১), ২(২), ছাড়পত্র আলেখ্য-৩, বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও সংবিধানের কপি যথাক্রমে আলেখ্য-৪ ও ৫ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার রেজুলেশন রেজিষ্ট্রারে আছে। বিশেষ সাধারণ সভার সদস্যদের নোটিশ খাতা দাখিল করেন নাই। রেজুলেশন খাতায় সিদ্ধান্তের শেষে ৮ জন সদস্যের সই প্রথম পাতায় রয়েছে এবং ক্রমিক নং-৯ থেকে ১৭৮২ পর্যন্ত সই বিভিন্ন পাতায় আছে এবং মার্ক টেনে কখনও কাল, কখনও লাল কালিতে লেখা আছে এবং সাদা কালিতে ফ্লুড ব্যবহৃত হয়েছে এবং ক্রমিক নম্বরে ঘষাঘষি আছে। ৯১ নং ক্রমিকে সূতা ২ দফা বাঁধাই এবং ১০৭৩ নং ক্রমিকে বাধাই সুতা ৩ দফায় ফোল্ডিং দেখা যায় । এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, এই মামলা দায়েরের পূর্বে গোলাম মোস্তফা দুলাল ইউনিয়ন কার্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আই, আর, ও,৩/০২ মামলা দায়ের করেন এবং ঐ মামলায় জবাব দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ৩-১-০১ইং তারিখের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে সে ছিল না। কিন্তু ইউনিয়নের সদস্য ছিল। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ১৪-৪-০১ইং তারিখে ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির ২টি পদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু জে, ডি, এল, অনুমোদন না দেওয়ায় সদস্যপদ বৃদ্ধি হয় নাই। আই,আর,ও, ৩/০২ মামলায় সে ও মজিদ মিয়া প্রতিপক্ষ আছে।

পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ জামাল উদ্দিন, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাক্ষ্যতে বলেন যে, আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আমির হোসেন, আব্দুল মহজদ, নূরু, আজাদ, মাসুদ রোকন, হালিম, কামরুজ্জামান ফারুক ব্যক্তিগণ ইউনিয়নের সংশোধিত সংবিধান অমান্যপূর্বক ইউনিয়নের মিথ্যা তথ্য ঠিকানা সম্বলিত প্যাড ব্যবহার করিয়া অপরাধ করেছেন। ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ের স্থান পরিবর্তনপূর্বক মডার্ণ মোড়ে কার্যক্রম চালু আছে এবং পূর্বাপর উহা অবগত থাকা সত্ত্বেও বেআইনীভাবে ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনপূর্বক চিঠি আদান প্রদান করায় অপরাধ করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে পূর্বে বাস চালক ছিল। রংপুর-রাজশাহী রুটে ৬ বৎসর আগমনী পরিবহন গাড়ী চালায়। ১৯৯১ সালে সে ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্ড নেয় এবং সে মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য পদ নেয় নাই। মজিদ মিয়া ইউনিয়নের সভাপতি আছে। কলেজ রোডের অফিসটি ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নেবার সময় থেকে চলছিল। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, সে ৩-১০-০১ ও ৬-১০-০১ইং তারিখের কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল ও স্বাক্ষর করেছে। ঐ মিটিংয়ে স্থান পরিবর্তন ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাক্ষ্যতে বলেন যে, আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আঃ মজিদ, আমির হোসেন, নূরু, ফারুক, মাহাতাব, আজাদ, মাসুদ রোকন, হালিম ব্যক্তিগণ ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং তাহারা বেআইনীভাবে ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা তথ্য ও ঠিকানা সম্বলিত প্যাড ব্যবহার করে চিঠি আদান প্রদান করায় অপরাধ সংগঠন করেছেন। ইউনিয়নের অফিস মডার্ণ মোড়ে চলছে কিন্তু আসামীগণ মিথ্যা তথ্য সম্বলিত প্যাড ব্যবহার করিয়া চিঠি আদান-প্রদান করিয়া অপরাধ করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ৮/৯ মাস যাবৎ পক্ষগণের মধ্যে বিবাদ চলছে। ৬-১০-০১ইং তারিখের সভায় কত ক্রমিকে সে সই করে তা স্মরণ নাই। আসামীগণ কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান সদস্য এবং আসামী মজিদ ইউনিয়নের সভাপতি। আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল সহ-সাধারণ সম্পাদক। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করেন যে, ইউনিয়নটি ৯১ সালে রেজিস্ট্রেশন পাইবার সময় কলেজ রোডে ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় দেখানো হয়।

আসামী পক্ষে ডিফেন্স সাক্ষী ২জন পরীক্ষিত হয়েছে। ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আনোয়ার হোসেন রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাক্ষ্যতে বলেন যে, সে রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের ১৯৯১ ও ২০০১ সালে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হয়। বাদী আব্বাস আলী তালুকদারকে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে ইউনিয়ন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নটির অফিস কলেজ রোড, রংপুরে। বর্তমানে ইউনিয়নের ৩টি অফিস ঃ-একটি কলেজ রোডে, শাপলা চত্বরে একটি এবং মডার্ণ মোড়ে একটি। ২০০১ সালে আব্বাস আলী তালুকদার সেক্রেটারী হইলে গন্ডগোলের প্রেক্ষিতে মডার্ণ মোড়ে অফিস নিয়ে যায়। ২০০৪ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলেজ রোডে হেড অফিস এবং শাপলা চত্বরে শাখা অফিস হয়। আব্বাস আলী তালুকদার মডার্ণ মোড়ে গেলেও কলেজ রোডে অফিস ও শাপলা চত্বরে শাখা অফিস চালু থাকে। মজিদ সভাপতি থেকে ২ জায়গাতে কলেজ রোড ও মডার্ণ মোড়ে অফিস করেন। কলেজ রোড, রংপুর অফিসটি কখনও বন্ধ হয় নাই। ২০০৪ সালের সাধারণ সভার রেজুলেশন ও নোটিশের কপি দাখিল করেছে। আব্বাস আলী তালুকদার ১-৫-০৪ইং তারিখে মডার্ন মোড়ে মে দিবস পালন করেন। সাধারণ সভা করেন নাই। ইউনিয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের মিটিংয়ে তাহারা যায় নাই। ১০-৫-০৪ইং তারিখে সাধারণ সভার কাগজ দাখিল করেছে। কলেজ রোডের অফিসটা এখনও চালু আছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে কখনও ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির পদপ্রার্থী ছিল না। সে ৬-১০-০১ ইং তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও মামলার বিষয় শুনেছে কিন্তু শ্রম দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে কি না তা বলতে পারে না। ২০০৪ সালের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে আব্বাস আলী তালুকদার সভাপতি ছিল। ১০-০৫-০৪ ইং তারিখে সভা ডাকার তারিখ ঘষাঘষি দেখা যায়। উহাতে প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড় (রহমান পাম্প সংলগ্ন) রংপুর লেখা আছে।

ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর রাজশাহী তলবী সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, সে রংপুর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শ্রম পরিচালক। রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২১) পক্ষে আব্বাস আলী তালুকদার স্বাক্ষরিত চিঠি ১৩১৮ নং ডাইরীভুক্ত ২৮-৪-০২ ইং তারিখে শ্রম দপ্তর পায় এবং ঐ চিঠিতে ৭ দফা আলোচ্য সূচী আছে। ৫নং আলোচ্য সূচীতে ইউনিয়নের কার্যালয় বাতিল প্রসংগে এজেন্ডা দেখা যায় এবং ৬নং শাপলা চত্বরের অস্থায়ী কার্যালয় বাতিল প্রসংগে উল্লেখ আছে। ১-৫-০৪ইং তারিখের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা/মিটিং আহ্বান করে। ঐ তারিখে রেজুলেশনের কপি প্রাপ্ত হয় নাই। ১-৫-০৪ইং তারিখ পর্যন্ত কলেজ রোডে কার্যালয় ছিল মর্মে নোটিশ থেকে দেখা যায়। ঐ আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত কি সিদ্ধান্ত হয় তা দপ্তর অবগত হয় নাই। ফটোকপিতে রিসিভ শাখার গৃহীত সীল দেখা যায়। মূল

কপির সহিত মিল দেখা যায়, অফিস ফাইল দাখিল করেছেন। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, আদালতযোগে চিঠি তলব হয়। নির্বাচনী ফলাফল তলব হয় নাই। বাদীর চিঠির উপর প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড় (রহমান পাম্প সংলগ্ন, রংপুর) লেখা আছে। অস্থায়ী কার্যালয় শাপলা চত্বর, রংপুর লেখা আছে। ১০-৫-০৪ ইং তারিখের সভার নোটিশ মজিদ মিয়া স্বাক্ষরিত নোটিশ শ্রম দপ্তর বরাবর প্রেরণ হয় এবং সেখানেও একইরূপ ঠিকানা দেখা যায়। পরস্পর বিরোধী দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত পাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শ্রম পরিচালক হিসাবে সিদ্ধান্ত দিয়া আইনানুগ কোন চিঠি ইস্যু করে নাই। নির্বাচনী ফলাফল প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড় উল্লেখ আছে। ঐ নির্বাচন সংক্রান্ত তাহার বাস্তব জ্ঞান নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড় অফিস সংবিধানে সংশোধিত হয়েছিল এবং দাপ্তরিক অনুমোদন পায়।

প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ৫নং আসামী আবদুর রশিদ মিয়া মৃত্যুবরণ করায় ২০-৮-০৩ইং তারিখের ৪নং আদেশমূলে মামলার অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। অভিযোগকারীর পরীক্ষিত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অভিযোগকারী পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্বাস আলী তালুকদার প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আঃ মজিদসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারায় সংশোধিত সংবিধানের বর্ণিত মতে ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড়ে স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়নের প্যাড ও সীল ব্যবহারে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে বিবৃতি প্রদান ও পত্রালাপ করতঃ সংবিধান লংঘনের অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করিয়া করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু অভিযোগকারীর জবানবন্দী ও জেরার স্বীকারোক্তি মতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল অভিযোগকারী আব্বাস আলী তালুকদার ও আসামী আঃ মজিদ মিয়াদের বিরুদ্ধে আই,আর,ও, ৩/০২ মামলা দায়ের করেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রাপ্ত মৌখিক সাক্ষ্য ও এক্সিবিট-৫, ৬-১০-০১ইং তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও এক্সিবিট-৪ সংশোধিত সংবিধান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬-১০-০২ইং তারিখের অভিযোগকারীর রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২১) এর কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভার সিদ্ধান্ত মতে ইউনিয়নের কলেজ রোডের প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড়ে স্থানান্তরসহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইউনিয়নের সংশোধিত সংবিধান রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক ৪-১১-০১ইং তারিখে অনুমোদিত হয়। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল কর্তৃক দায়েরকৃত আই,আর,ও, ৩/০২ মামলাটি রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধনীসমূহ সহযোগে সংশোধিত সংবিধান রেজিস্ট্রীকরণ বেআইনী, বিধি বহির্ভূত মর্মে চ্যালেঞ্জ করিয়া বাতিলের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইলে ১৩-৩-০৪ইং তারিখে উহা দ্বিপক্ষ বিচারে নামঞ্জুর হয়। অভিযোগকারী আব্বাস আলী তালুকদার সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে প্রতিপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে ইউনিয়নের সংবিধান অমান্যপূর্বক পূর্বের প্যাড ও সীল ব্যবহারে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনে বিবৃতি প্রদান ও পত্রালাপ করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধের অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু অভিযোগকারীর প্রদর্শনী-১ প্রত্যায়ন পত্রটি তাং ২৪-২-০৩ ইং, প্রদর্শনী-২ ইউনিয়নের সভা আহ্বানের পত্র তাং ১৮-১১-০২ইং, প্রদঃ-২(১) পত্রটি তাং ১০-১১-০২ইং, প্রদঃ-২(২) সদস্য আশরাফ আলী নিয়োগ সংক্রান্ত পত্র তাং ১১-৬-০৩ এবং প্রদঃ-৩ ছাড়পত্রের ফটোকপি তাং ৪-২-০৩ইং মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত পত্রগুলি শ্রমিক ইউনিয়নের পুরাতন প্যাডে লিখিত যাহাতে প্রধান কার্যালয়, কলেজ রোড, রংপুর উল্লেখ আছে এবং পত্রগুলি ৪ ডিজিটাল ফোন নং সম্বলিত এবং উক্ত পত্রগুলির প্যাড পুরাতন ও ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের পরবর্তীতে তৈরীকৃত মর্মে প্রতীয়মান হয়। আসামী পক্ষের তলবী সাক্ষী ডি, ডাব্লিউ-২ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় মডার্ণ মোড়

হিসাবে সংবিধানে সংশোধিত হয়েছিল এবং উহা দাপ্তরিক অনুমোদন পায় ৪-১১-০১ইং তারিখে। অভিযোগকারীর প্রদাঃ-২(২) পত্রটি আশরাফ আলীর সদস্য পদ সংক্রান্ত এবং উক্ত পত্রের বডিতে মিথ্যা বিবৃতির কোন অভিযোগ আসে নাই এবং প্রদঃ-৩ পত্রমূলে আশরাফ আলীকে সংগঠনের সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। অভিযোগকারীর ৪টি প্রদর্শনী পত্রগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পত্রগুলির বডিতে কোন ফলস্ স্টেটমেন্ট এর বক্তব্য আসে নাই কিন্তু ইউনিয়নের পুরাতন প্যাড ব্যবহৃত হয়েছে যাহাতে প্রধান কার্যালয় কলেজ রোড উল্লেখ রহিয়াছে। অভিযোগকারী পি, ডাব্লিউ-১ এর জেরায় স্বীকরোক্তি থেকে আমরা পাই যে, ১-৪-০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত কলেজ রোডের ইউনিয়নের কার্যালয় চালু ছিল। প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও ডিফেন্স পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল কর্তৃক আই, আর, ও, ৩/০২ মামলায় সংশোধনীসমূহ সহযোগে সংশোধিত সংবিধান অনুমোদন বেআইনী, বিধি বহির্ভূত মর্মে চ্যালেঞ্জ করিয়া মামলা দায়ের করায় উক্ত মামলার রায়ের তারিখ ১৩-৩-০৪ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কলেজ রোড উল্লেখিত প্যাড ব্যবহার করিলে কোন সংবিধান লংঘিত হইবে না এবং কোন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হইবে না। প্রতিপক্ষে সাফাই সাক্ষীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, পক্ষগণের মধ্যেও পরস্পর বিরোধী দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত রহিয়াছে এবং আব্বাস আলী তালুকদার মডার্ন মোড়ে গেলেও শাপলা চত্বরের শাখা অফিস বিভিন্ন সময়ে চালু ছিল। প্রতিপক্ষ আসামীগণের সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানকালে ১৭-১০-০৪ইং তারিখে দাখিলী পত্রগুলির প্যাড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় প্যাডে মডার্ণ মোড় (রহমান পাম্প সংলগ্ন, রংপুর) উল্লেখিত রহিয়াছে অর্থাৎ আই,আর,ও, ৩/০২ মামলার ১৩-৩-০৪ ইং তারিখের রায়ের পরবর্তীতে সংশোধিত প্যাড গৃহীত হয়েছে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর দাবী মতে সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের বিষয়টি প্রতিপক্ষ আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল কর্তৃক আই, আর, ও, ৩/০২ মামলায় চ্যালেঞ্জ হওয়ায় ১৩-৩-০৪ ইং তারিখের পূর্ববর্তী ইউনিয়নের পুরাতন প্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে কথিত মতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ সংগঠনের কোন সুযোগ ছিল না। মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায়। তাছাড়াও পক্ষগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত এসেছে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগকারী আব্বাস আলী তালুকদার প্রতিপক্ষ আসামি গোলাম মোস্তফা দুলালসহ ৯ আসামীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সন্দেহের অবকাশে আসামীগণ আইনতঃ খালাস পাইবার হকদার হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলতঃ প্রতিপক্ষ আসামীগণ আইনতঃ খালাস পাইবেন।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী গোলাম মোস্তফা দুলাল, আব্দুল মজিদ, আমির হোসেন,নুরু মিঞা, কামরুজ্জামান ফারুক, মাহাতাব আলী, আজাদ মিয়া, মাসুদ রোকন ও আবদুল হালিম মিয়ার বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগের দায় থেকে খালাস দেওয়া গেল। জামিনে মুক্ত আসামীগণকে বেলবন্ডের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৩/২০০৪

মোঃ মোসলেম উদ্দিন মন্ডল, পিতা মৃত আলহাজ্ব ইউসুফ আলী মন্ডল,
সভাপতি, জয়পুরহাট জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজি নং- ১৫৪৪—বাদী।

বনাম

১। মোঃ আলতাফ হোসেন, পিতা- আঃ জব্বার, সাং- খঞ্জনপুর।

২। মোঃ বেদারুল ইসলাম, পিতা-মৃত ইউনুস আলী দেওয়ান,
সাং- দেওয়ান পাড়া।

৩। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত মিঠুন, সাং- উত্তর বুলু পাড়া।

৪। দুলাল, পিতা-মৃত ছলিম উদ্দিন, সাং-ছোট মাঝি পাড়া,
সর্বথানা ও জেলা- জয়পুরহাট।

৫। জয়নাল, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- গোরনা, থানা-কালাই, জেলা-জয়পুরহাট—আসামীগণ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২০, তাং-২৬-০১-০৫

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৮ ধারা মোতাবেক মামলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। আসামী পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

অভিযোগকারীর দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মোসলেম উদ্দিন মন্ডল অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্ত এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। অভিযোগকারী মোঃ মোসলেম উদ্দিন মন্ডল স্বয়ং জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামীগণের সহিত স্থানীয়ভাবে বিরোধ আপোষ মিমাংসা করিয়া নিয়াছেন এবং মামলাটি পরিচালনা করিবে না এবং নন্-প্রসিকিউশান গ্রাউন্ডে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। সুতরাং অভিযোগকারীর জবানবন্দী দৃষ্টে মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত

মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বর্ণিত কারণাধীনে অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি নন্-প্রসিকিউশান গ্রাউন্ডে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং আসামীগণকে খালাস দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু—**শ্রমিক পক্ষ।**

রায় প্রদানের তারিখ- ১০ই জানুয়ারী/২০০৫

ফৌজদারী মামলা নং-২৯/২০০২

মোঃ আঃ জোব্বার, পিতা- মৃত অছিমুদ্দিন, লেবার সরদার ও সভাপতি, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৬১৭, সাং-বামুনিয়া, পোঃ- পীরগাছা, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া—**বাদী।**

বনাম

১। বকুল রাণী, স্বামী- প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাচিয়া, বগুড়া।—**আসামী।**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ তাইফুর রহমান (চারু), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা অভিযোগকারী মোঃ আঃ জোব্বার, লেবার সর্দার ও সভাপতি, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া কর্তৃক আনীত আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের (অদ্যাবধি সংশোধিত) ৬০ ধারার অপরাধের বিচারের নিমিত্তে আনীত একটি মামলা।

অত্র মামলার প্রসিকিউশন পক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিক সাবেক পাড়া খাদ্য গুদামে দীর্ঘদিন যাবৎ লেবার পদে স্থায়ীভাবে কর্মরত থাকিয়া গুদামের মালামাল ট্রাকে উঠানামার কাজ করেন মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ এর প্রোপ্রাইটর বকুল রাণীর অধীনে। সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬১৭) এর সভপতি হিসাবে অভিযোগকারী কর্মরত রহিয়াছেন এবং বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সংগে ২০০১-২০০৩ সালের জন্য মজুরী সংক্রান্ত চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় এবং ঐ চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক ৭৫% হইতে ৮০% ভাগ হারে পাওনা পরিশোধের বিধান থাকে কিন্তু প্রতিপক্ষ পক্ষে শ্রমিকদেরকে ঐ হারে কোন মজুরী প্রদান করেন নাই। শ্রমিকদেরকে আসামী বকুল রাণী কম হারে মজুরী প্রদান করিলে ২ দফা দাবীনামা উত্থাপন করিলে আসামী পক্ষে কোন সুরাহা করেন নাই। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে উপ শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ার নিকট অভিযোগ দায়ের করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে শালিসকারক হিসাবে উপ শ্রম পরিচালক, বগুড়া আসামীকে শালিসে উপস্থিত হইবার নোটিশ প্রদান করিলে আসামী হাজির হন নাই। আসামী বকুল রাণী সরকারী ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করেন এবং উপ শ্রম পরিচালকের দপ্তরে পুনরায় তারিখ নির্ধারণ করিয়া তলব করিলেও আসামী হাজির হন নাই। উপ শ্রম পরিচালকের দপ্তরে কোন শালিসে ফয়সালা না পাইয়া অভিযোগকারীর শ্রমিক সংগঠন সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে ধর্মঘট ডাকিয়া ২১ দিনের সময় দিয়া উপ শ্রম পরিচালকের দপ্তরে নোটিশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে উপ শ্রম পরিচালক, বগুড়া পুনরায় নোটিশ দিয়া আসামীকে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেন কিন্তু আসামী ঐ বৈঠকে উপস্থিত হন নাই। প্রতিপক্ষ উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়ার দপ্তরে হাজির না হইলে কোন ফয়সালা না পাইয়া শ্রমিকগণ ধর্মঘটে যায় এবং ধর্মঘট নোটিশের কপি উপ শ্রম পরিচালক, বগুড়াকে প্রদান করেন। আসামী উপ শ্রম, পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়ার অফিসে কোন বৈঠকেই হাজির হন নাই। আসামী পক্ষ বাদীসহ শ্রমিকদেরকে বেআইনীভাবে ১৭-৮-০২ ইং তারিখ থেকে তাহাদের দীর্ঘকালের স্থায়ী কাজ থেকে বাদ দেন এবং বাদ দিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান অমান্য করেন এবং নূতন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ দেন ১৪-৮-০২ ইং তারিখে। আসামী বকুল রাণীর নিকট শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী পাওনা রহিয়াছে। আসামী অন্যায়ভাবে বাদীসহ ১৫ জন শ্রমিককে কাজ হইতে বাদ দেন এবং নূতন শ্রমিককে নিয়োগ দান করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। সুতরাং আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় আনীত অত্র অভিযোগ।—

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মোতাবেক অভিযোগকারীর জবানবন্দী রেকর্ডপূর্বক আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামী বকুল রাণী আদালতে হাজির হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠনপূর্বক গঠিত অভিযোগটি তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবি করেন এবং বিচার প্রার্থনা করেন। এই মামলার বিচারকালে অভিযোগকারী পক্ষে সাক্ষী হিসাবে পি, ডাব্লিউ,-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং এবং পি, ডাব্লিউ-২ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ শ্রম পরিচালক, বগুড়াকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৪, ৪(১)-৪(৩), ৫, ৫(১), ৬, ৬(১)-৬(৩) হিসাবে প্রমাণে আনেন। আসামী পক্ষ অভিযোগকারীর পরীক্ষিত সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী পরীক্ষা শেষে আসামী বকুল রাণীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন করেন এবং সাফাই সাক্ষী হিসাবে ও, পি, ডাব্লিউ-১ প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামাণিক আসামীর স্বামী ও ও, পি, ডাব্লিউ-২ বিমল কুমার পোদ্দার, ঠিকাদারকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয় এবং কিছু কাগজাদি প্রমাণে আনেন। তৎপর উভয় পক্ষের কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। আসামী বকুল রাণী, প্রোপ্রাইটর, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ ফি ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া অভিযোগকারী শ্রমিক আঃ জোব্বারসহ অন্যান্য শ্রমিকদেরকে শর্ত মোতাবেক পারিশ্রমিক প্রদান না করিয়া শালিস বৈঠকে ইচছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন এবং ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া যোগসাজসীভাবে অভিযোগকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিককে সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম হইতে অন্যায়ভাবে বাদ দিয়াছেন এবং সেখানে নুতন ১৬ জন শ্রমিককে নিয়োগ দান করিয়াছেন এবং উক্তরূপ কার্য দ্বারা আসামী বকুল রাণী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন?

২। আসামী বকুল রাণীকে কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করা যায়?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ ও ২নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় অভিযোগকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিকের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে বহাল থাকা অবস্থায় উপ শ্রম পরিচালক ও শালিসকারকের নিকট বিরোধ পেন্ডিং থাকা অবস্থায় ঐ সকল শ্রমিককে অন্যায়ভাবে চাকুরী থেকে বাদ দেওয়া এবং নতুন ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগটি প্রমাণে অভিযোগকারী পক্ষ ২ জন মৌখিক সাক্ষী ও দালিলিক কাগজাদি পরীক্ষা করেন। স্বীকৃত মতেই আসামী বকুল রাণী মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রোপ্রাইটার এবং বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের ২০০১-২০০৩ সালের জন্য শ্রম ও পরিচালনা (হ্যান্ডেলিং) ঠিকাদার। স্বীকৃত মতেই অভিযোগকারী আঃ জোব্বার, শ্রমিক সর্দার ও সভাপতি, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া প্রসিকিউশন পক্ষের সুনিদিষ্ট অভিযোগ হইল এই মর্মে যে, আসামী বকুল রাণী, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, বগুড়া ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া এবং অভিযোগকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিক স্থায়ী কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া আসামী বকুল রাণী পরস্পর যোগসাজসে অভিযোগকারীসহ ১৫ জন স্থায়ী শ্রমিককে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামের কাজ হইতে অন্যায়ভাবে ১৪-৮-০২ ইং তারিখে শালিসকারকের অনুমতি ছাড়াই কাজ হইতে বাদ দেন এবং বেআইনীভাবে নতুন ১৬ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন। উক্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে প্রসিকিউশিন পক্ষ পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী ও সভাপতি, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও পি, ডব্লিউ ২ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, উপ শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া এবং শালিসকারক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ১-৪, ৪(১)-৪(৩), ৫, ৫(১), ৬, ৬(১)-৬(৩) হিসাবে প্রমাণে আনেন ।

পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার, অভিযোগকারী ও সভাপতি, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন সাক্ষ্য দিয়া অভিযোগের বক্তব্য করবরেট করেন এবং উল্লেখ করেন যে, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদামে তিনি সহ ১৪ জন শ্রমিক ট্রাকে মালামাল লোড- আনলোডের কাজ করিতেন প্রোপ্রাইটর বকুল রাণী, মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজের অধীনে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়ার সংগে ২০০১-২০০৩ সালের জন্য মজুরী সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিনামার ২৫ নং শর্ত মোতাবেক ৭৫% হইতে ৮০%

হারে পাওনা পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু ঐ হারে কোন মজুরী প্রদান করেন নাই। তাহারা ঠিকাদারের নিকট কম হারে মজুরী দেওয়ায় ২ দফা দাবীনামা দিলেও আসামী পক্ষ থেকে সমাধান করে নাই। তখন ধর্মঘটের বিষয়ে শ্রম দপ্তরের উপশ্রম পরিচালকের নিকট অভিযোগ দেয়। উপশ্রম পরিচালক শালিসকারক হিসাবে আসামীকে ডাকে কিন্তু আসামী ঐ তারিখে হাজির হয় নাই। আসামী সরকারী ঠিকাদারী চুক্তি ভংগ করিয়াছে। উপশ্রম পরিচালক পুনরায় আসামীকে ১৫/২২ দিন সময় দিয়া ডাকিলে আসামী হাজির হয় নাই। তাহারা ফয়সালা না পেয়ে সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে ধর্মঘট ডেকে আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের উপশ্রম পরিচালককে নোটিশ দেয়। উপশ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া পুনরায় নোটিশ দিয়া আসামীকে হাজির হওয়ার জন্য ডাকেন। ঐ বৈঠকে আসামী বকুল রাণী উপস্থিত হয় নাই। প্রতিকার না পেয়ে শ্রমিকগণ ধর্মঘটে যায়। ধর্মঘট ডাকার কপি ডিডিএল, বগুড়াকে দেয়। কোন বৈঠকে আসামী উপশ্রম পরিচালক অফিসে উপস্থিত হয় নাই। তৎপর আসামী পক্ষ শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে ১৭-৮-০২ ইং তারিখে বাদ দেয় এবং নূতন ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করে। আসামী বকুল রাণীর নিকট শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা আছে। আসামী অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বাদ দেয় ও নতুন শ্রমিক নিয়োগ করায় আসামী বকুল রাণী আই, আর, ও, এর ৬০ ধারায় অপরাধ সংগঠন করিয়াছে। এই সাক্ষী আসামীকে ডেকে সনাক্ত করে। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে এই আরও বলে যে, ২ দফা দাবীনামার কাগজ আদালতে দাখিল করেছে। সভাপতি হিসাবে ঐ কাগজে তাহার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী ২ দফা দাবীনামা, সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও শালিস বৈঠকের আবেদন পত্র আলেখ্য-১, ২, ৩ হিসাবে প্রমাণ করেন এবং রেজীস্ট্রী ডাক রশিদ আলেখ্য-৪, ৪(১)-৪(৬) হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলে যে, শালিস বৈঠকের জন্য উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নিকট আবেদন করেছিল, ঐ আবেদন পত্রে তাহার সহি আছে। এই সাক্ষী ত্রিপাক্ষিক, শালিস বৈঠকের আবেদন আলেখ্য-৬ এবং শালিস বৈঠকের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিয়া ঠিকাদার বরাবর নোটিশ ইস্যুর কপি আলেখ্য-৬(১)- ৬(৩) হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলে যে, উপশ্রম পরিচালক বরাবর ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছিল। এই সাক্ষী ধর্মঘটের উপর ভোট গ্রহণ পত্র আলেখ্য-৫ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলে যে, ২৬-৭-০৩ ইং তারিখে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই সাক্ষী উক্ত পত্রটি আলেখ্য-৫(১) হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলে যে, আসামী বকুল রাণী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার অপরাধ সংগঠন করিয়াছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করে যে, সে শুধু নাম স্বাক্ষর করিতে পারে, পড়ালেখা ভাল জানেনা। কাগজগুলিতে তাহার শুধু সহি আছে এবং কাগজ তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে। আসামী বকুল রাণী তালোড়াতে থাকে। তাকে সাবেক পাড়ায় দেখেছে। দাবীনামা দাখিলের পর দুই বার ধর্মঘট ডেকেছিল। শালিস বৈঠক ডাকার তারিখ তার খেয়াল নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, শ্রম দপ্তর ও ঠিকাদারকে পত্র দিয়া ধর্মঘটে গিয়াছে। আসামী শ্রম দপ্তরে উপস্থিত হয় নাই। শ্রমিকদের ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্তের রেজুলেশন আছে। অবসর সময়ে সুযোগ পেলে ব্যবসার দোকানে কাজ করে। ২৫-৮-০২ ইং তারিখের কাগজে টাকা নেবার সহি আছে। আরও কত টাকা পাবে তাহা হিসাব করে বলতে হবে। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, ১০-২-০৩ ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় তার সহি আছে এবং খাতাও সহি করেছে যাহা আলেখ্য -ক, ক(১) হিসাবে চিহ্নিত। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, ১০-১-০৩ ইং তারিখের অঙ্গীকার নামায় তার সহি আছে যাহা আলেখ্য-খ, খ(১) হিসাবে চিহ্নিত। এই সাক্ষী জেরায় অকপটে স্বীকার করে যে, খাদ্য গুদামের ও,সি,এল,এস,ডি শ্রমিকদের কাজ করতে দিচ্ছেনা। ও,সি,এল, এস, ডিকে বলে যে,শ্রমিক পক্ষের নিয়োগ পত্র আছে এবং কাজ করতে দিতে হবে। ২-২-০৩ ইং তারিখে খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়াকে চিঠি দেয়। ঐ চিঠিতে তার ও সাধারণ সম্পাদকের সহি

আছে। ১৫ জন শ্রমিকের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ও,সি, কলিম উদ্দিন শ্রমিকদেরকে কাজ করিতে দিচ্ছেনা উল্লেখ রহিয়াছে। নিয়োগ পত্রের ফটোকপি ঐ আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছিল। খাদ্য গুদাম থেকে খাদ্য সরবরাহ জরুরী ভিত্তিতে করা হয়। দাখিলী চুক্তিনামায় শ্রমিকদের মজুরীর রেট ও ঠিকাদারের পাওনা উল্লেখ আছে। ঐ চুক্তিনামার ১১ দফায় প্রয়োজনে ঠিকাদার দাবী রেটে কাজ করিবে এবং অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন উল্লেখ আছে। চুক্তিনামার ১০ দফায় উল্লেখ আছে যে, পর্যাপ্ত শ্রমিকের অভাবে কাজ সমাধানে ব্যর্থ হইলে ঠিকাদার দায়ী হইবে। চুক্তিনামার ২১(গ) দফায় উল্লেখ আছে যে, ঠিকাদারের দুর্নীতিমূলক কাজ প্রমাণিত হইলে ঠিকাদার বহিস্কৃত হইবে। ৮নং দফায় উল্লেখ আছে যে, মাল পৌছানোর দিনেই মাল খালাস করিতে হইবে। ৬টি আইটেম শ্রম পরিবহন গুদামের ভিতরে থামাল, শুকিয়ে থামাল, বাহির ও ভিতর হইতে দিও, মৌসুম খরিদ কাজের ভিন্ন ভিন্ন রেট আছে এবং তার উর্ধে গড় করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। ৬টি আইটেম গড় করিলে ১৪.৭৮ টাকা হয় কি না খেয়াল নাই। টাকা নেওয়ার সময় কিছু কাগজে সহি নেয়, শ্রমিকগণ পক্ষে সে ও খাজা ঠিকাদারের নিকট হইতে টাকা নিয়ে বিলি বন্টন করে দেয় শ্রমিকগণকে। শ্রমিকরা এককভাবে টাকা গ্রহণ করে না ঠিকাদারের নিকট থেকে। ২৬-১-০২ ইং তারিখে ও, সি, এল, এস, ডি, ডিসি, ফুড বরাবর জননী ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকের অভাবে আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও মৌসুমী ধান, চাল সংগ্রহে অসুবিধার বিষয় জানাইয়া দরখাস্ত/অভিযোগ দেয় কিনা জানা নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, সে সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং খাজা সহ-সভাপতি এবং জামরুল সেক্রেটারী । আসামী বকুল রানী একজন মহিলা এবং তাহার স্বামী প্রফুল্ল কুমার মহিলার পক্ষে কার্যকারক ছিল এবং তাহার কাছ থেকে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত। আসামী বকুল রানী সাবেক পাড়ায় ২/৩ বার গেছে। প্রফুল্ল বাবু কাজ দেখা শুনা করিতেন।

পি, ডাব্লিউ-২ এ, টি, এম, ফজলুর রহিম, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব লেবার, বগুড়া এবং শালিসকারক সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, সে বাদী ও আসামী বকুল রানীকে চিনে। বাদী জোব্বার সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত) এর সভাপতি। চুক্তিনামা মোতাবেক শ্রমিকদের পাওনা দিচ্ছে না মর্মে অভিযোগ দিলে সে ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ২৪-৭-০২ ও ২৫-৭-০২ ইং তারিখে ডেকে আসামীকে পত্র দিয়াছিল কিন্তু আসামী কোন তারিখেই শালিসে হাজির হয় নাই। শ্রমিকদেরকে বাদ দেওয়া সংক্রান্ত আসামী তাহার কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয় নাই। এই সাক্ষী শালিস বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করিয়া ইস্যুকৃত চিঠি সাক্ষ্য দিয়া প্রমাণ করেছেন। আসামী পক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করিলে জেরায় স্বীকার করে যে, ৩৩/০২ ও ৩৫/০২ ফৌজদারী মামলা আসামীর বিরুদ্ধে সে দায়ের করেছে। সে ছুটি নিয়ে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসে নাই। শ্রমিক ও ঠিকাদার বিরোধের বিষয়ে তাহার উপস্থিতিতে হয় নাই এবং তৎ বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। সে ব্যক্তিগতভাবে সাবেক পাড়ায় যায় নাই। চুক্তি মোতাবেক শ্রমিকদেরকে টাকা দিয়াছে কি না তাহা জানে না। সে আদালত থেকে সাক্ষী সমন পায় নাই। আসামী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাজির হয় নাই। কনসিলিয়েশান প্রসিডিং ফাইল আদালতে এসেছে। সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আঃ জোব্বার ও সাধারণ সম্পাদক জামরুল ইসলাম ১২-৫-০২ ইং তারিখে কনসিলিয়েশান দরখাস্তটি তাহার অফিসে দাখিল করে। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান যুগ্ম শ্রম পরিচালকের অফিসে সংরক্ষিত থাকে। খাদ্য গুদাম কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের মালিক গণ্য হয় না। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারই মালিক বিবেচিত হয় এবং তাহার দ্বারা শ্রমিক নিয়োজিত হয়। ঠিকাদারের অধীনে শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় না। শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র কনসিলিয়েশান পত্রের সংগে দাখিল হয় নাই। কনসিলিয়েশান প্রসিডিংয়ে আসামী বকুল রাণীর ঠিকানা সাবেক পাড়ার

ঠিকানা। ঠিকাদারের সহিত খাদ্য নিয়ন্ত্রকের চুক্তিপত্র দেখেছে এবং ফাইলে আছে এবং উহাতে বকুল রাণীর ঠিকানা তালোড়া বাজার উল্লেখ আছে। শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের নোটিশ পেয়েছিল ২৭-৬-০২ ইং তারিখে। ১৭-৭-০২ ইং পর্যন্ত ও সময় সীমা ছিল। ঠিকাদারের সহিত কাজের চুক্তিপত্র দাখিল করেছিল কিনা খেয়াল নাই। এই সাক্ষী জেরায় আরও স্বীকার করে যে, শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের পূর্ব নোটিশ সে ২৭-৬-০২ ইং তারিখে পেয়েছিল। ২৯-৭-০২ থেকে ১৫-৮-০২ ইং পর্যন্ত শালিসের কোন তারিখ ধার্য ছিল না। এই সাক্ষী জেরায় অকপটে স্বীকার করে যে, একাধিক প্রতিষ্ঠান প্রসিডিং এক সংগে করার আইনানুগ এখতিয়ার নাই। কনসিলিয়েসান প্রসিডিং এর তারিখ নির্ধারণ থাকে ১৮-৫-০২, ১-৭-০২, ১৬-৭-০২ এবং ২৫-৭-০২ ইং তারিখগুলিতে। সাবেক পাড়া শ্রমিক ইউনিয়নের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র বা পৃথক কনসিলিয়েশান প্রসিডিং চালু করে নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রসিডিং এর সহিত এক সংগে চালু করে।

আসামী পক্ষে ডি, ডব্লিউ-১ প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামাণিক আসামীর স্বামী, ডি, ডাব্লিউ-২ বিমল কুমার পোদ্দার, জৈনিক ঠিকাদার ও অংগীকারনামার সাক্ষী, ডি, ডাব্লিউ-৩ ওয়ালিউল হক ওরফে বিন্দু মাষ্টার, ডি, ডাব্লিউ-৪ মহিদুল ইসলাম ও ডি, ডাব্লিউ-৫ মোঃ আজিজার রহমান চাউল কলের মালিক মোট ৫ জন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষিত হয়েছে।

ডি, ডাব্লিউ-১ প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামাণিক আসামী বকুল রাণীর স্বামী সাক্ষ্য দিয়া উল্লেখ করে যে, তাহার স্ত্রী বকুল রাণীর পক্ষে সে ঠিকাদরী কাজকর্ম দেখাশুনা করে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও দরপত্র অনুসারে শ্রমিকদের সংগে ৭৫% হারে প্রতি মেট্রিক টন ১১.৫০ টাকা হিসাবে ১০-১০-২০০১ ইং তারিখ থেকে ২৫-৮-২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত শ্রমিক সর্দার জোব্বার ও খাজাসহ চুক্তি মোতাবেক ৬৯,৯১০ টাকা তাহাদেরকে পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক সরদার ও জামরুল স্বাক্ষর করেছে। এই সাক্ষী অংগীকারনামা, চুক্তিপত্র ও ৯টি পেমেন্ট কাগজ এক্সিবিট-ক,খ,গ,ঘ, ঘ(১)-ঘ(৭) হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলে যে, টাকা বুঝিয়া পাইয়া ষ্টাম্পে শ্রমিক পক্ষে ৩ জন স্বাক্ষর করেছে (এক্সিবিট-গ)। ৪-১০-০১ থেকে ১০-৮-০২ ইং পর্যন্ত কাজ করার টাকা বুঝে পেয়েছে। ঠিকাদারের নিকট শ্রমিকদের আর কোন পাওনা থাকেনা এবং টাকা শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার শর্ত অংগীকারনামায় উল্লেখ আছে এবং শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে। ঐ শ্রমিকগণ ১৬ জন ভ্যান শ্রমিকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি করে নাই। জোব্বার সর্দার নিজে ষ্টাম্প কিনে লিখে দেয়। সুবোল মন্ডল নিজে তার সামনে ষ্টাম্প লিখে এবং শ্রমিক সর্দার সই করে। ঐ ষ্টাম্পে ৫ জন সাক্ষী আছে এবং ৩ জন শ্রমিক জোব্বার, খাজা ও জামরুল স্বাক্ষর করেছে। ১০-২-০৩ ইং তারিখে জোব্বার, খাজা ও জামরুল প্যাডের কাগজে ৭৫% হারে পাওনা পেয়েছে মর্মে লিখে দিয়েছে। ও,সি,এল,এস,ডি,এর অভিযোগ কাগজ দাখিল করেছে। ৭-৫-০২ ইং তারিখে ঠিকাদার বরাবর শো-কোজ কাগজ দাখিল করেছে। ডি,সি,ফুড এর নিকট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের কাগজাদি দাখিল করেছে। এই সাক্ষী ঐ সকল কাগজাদি এক্সিবিট-ঙ, ঙ(১), ঙ(২) হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, জননী ইন্ডাস্ট্রিজ ঐ সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী দিয়াছিল এবং লেবার সর্দার সই করেছে যাহা এই সাক্ষী এক্সিঃ-চ হিসাবে প্রমাণ এনেছেন। এই সাক্ষী সাক্ষ্যতে আরও উল্লেখ করেন যে, ১৩ জন মিল মিলার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছিল যাহা এই সাক্ষী এক্সিঃ-ছ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, শ্রমিকগণ ডেমী কাগজে অংগীকারনামা লিখে দেয় ২৫-৬-০২ ইং তারিখে স্বাক্ষরপূর্বক। এই সাক্ষী ঐ কাগজ এক্সিঃ-জ হিসাবে প্রমাণে আনেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে বলেন যে, ৩টি ভাউচারে শ্রমিকরা টাকা গ্রহণ

করেছে। জোব্বার টাকা চেয়ে ভীতি প্রদর্শনপূর্বক ৩টি চিঠি দেয়। তালোড়ার বিমল বাবু শ্রমিকদেরকে মিমাংসা করে, ৬৯,৯১০ টাকা আদায় করে দেয়। শ্রমিক জোব্বার, খাজা ও জামরুলরা ৫-১-০৩ ইং তারিখে ডেমীতে লিখে ১৫,০০০ টাকা নেয়। শ্রমিক সভাপতি মমতাজ উদ্দিনসহ আরও ব্যক্তিগণ সাক্ষী আছে। ১১-১-০২ ইং তারিখে ১৫,০০০ টাকা নেয়। চুক্তি মোতাবেক ১৫ জন শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু ও,সি,এল,এস,ডি নিয়োগ দেওয়া সত্ত্বেও কাজ করিতে দেয় নাই। তাহার ২ বৎসরের ঠিকাদারী মেয়াদ ২০০৩ সালে শেষ হয়েছে। বাদী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী স্বীকার করেন যে, সে বর্তমান ক্লিয়ারিং কন্ট্রাক্টর পরিবহনে কাজ করে। শ্রমিকরা চাঁদা চাহিলে সে কোন জি,ডি, করে নাই। শ্রমিকদের সংগে ১০-১০-০১ ইং তারিখে চুক্তি হয়। বিমল বাবু তালোড়া বাজারের একজন কন্ট্রাক্টর এবং সে সাক্ষী আছে।

ডি,ডব্লিউ-২ বিমল কুমার পোদ্দার, ঠিকাদার সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, সে জননী ইন্ডাস্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর এর পক্ষে প্রফুল্ল বাবু ও শ্রমিক জোব্বার ও খাজাদেরকে চিনে। প্রফুল্ল বাবু ও শ্রমিক সর্দারের মধ্যে বিরোধ তালোড়াতে ডেকে এনে সে মিমাংসা করে দিয়াছিল এবং টাকা প্রদানে স্বাক্ষর নিয়েছিল এবং সাক্ষী হিসাবে সে স্বাক্ষর করেছে। সে অংগীকারনামায় সই করেছে। মিমাংসায় প্রফুল্ল বাবু তার সামনে শ্রমিকদেরকে টাকা দিয়েছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, তার বাড়ী ও প্রফুল্লের বাড়ী তালোড়া বাজারে এবং পাশাপাশি। আশরাফ আলী ও সুবোল চন্দ্র সাক্ষী আছে।

ডি, ডাব্লিউ-৩ ওয়ালিউল হক ওরফে বিন্দু মাষ্টার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাক্ষ্যতে বলেন যে, সে উভয় পক্ষকে চিনে। ১৩-৮-০৩ ইং তারিখে সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম চত্বরে মিমাংসায় সে উপস্থিত ছিল। মিমাংসার রেজুলেশনের ৩নং ক্রমিকে তার সই আছে। ১০-৮-০২ ইং তারিখে শ্রমিক জোব্বার সর্দাররা কাজ ছেড়ে চলে গেলে ঐ চূড়ান্তভাবে মিটিং হয়। ঐ মিটিংয়ে এলাকার ব্যবসায়ী, চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। ঐ মিটিং এর পূর্বে ভ্যান শ্রমিকদের দিয়া গুদামের মালামাল উঠানামা করা হয়। ঐ সময়ে জোব্বার সর্দাররা হরতাল করেছিল। অনুরোধ করা সত্ত্বেও জোব্বার সর্দাররা কাজে না গেলে নুতন ১৬ জন শ্রমিকের লিস্ট ও, সি, এল, এস, ডি, এর নিকট দেয়। হরতাল জনিত কারণে জোব্বার সর্দাররা কাজ ছেড়ে চলে যায়। ৯-৯-০৩ ইং তারিখে তার সভাপতিত্বে আরও একটি মিটিং হয় এবং বিরোধ মিমাংসার চেষ্টা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় জোব্বারের দল খাদ্য গুদাম ব্যতিরেকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে এবং পাশার নূতন শ্রমিক দল খাদ্য গুদামে কাজ করবে এবং সে মোতাবেক খাদ্য গুদামের কাজ চলছে এবং ঐ মর্মে রেজুলেশন দাখিল আছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে ২০০২ সাল পর্যন্ত সোনারায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিল। সে ১৩-৮-০২ ও ৯-৯-০২ইং তারিখের ২টি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল। জোব্বারের শ্রমিক দলই পুরাতন শ্রমিক এবং তারা পূর্ব থেকে খাদ্য গুদামে কাজ করিত। সে দুইটি রেজুলেশন কাগজে সই দেয় এবং একই ব্যক্তির লেখা।

ডি, ডাব্লিউ-৪ মহিদুল ইসলাম জোব্বার সর্দারের দলের শ্রমিক সাক্ষ্যতে উল্লেখ করেন যে, জোব্বার শ্রমিক দলে সে ১০ মাস ১০ দিন কাজ করে এবং কাজের দর ছিল ১১.৫০ টাকা। আসামী বকুল রাণীর কাছে তার কোন পাওনা নাই। সে জোব্বার সর্দারের হুকুমে কাজ বাদ দিয়ে চলে যায়। তার ব্যবসা ও গুদামে কাজ করিত। সে আন্তঃজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং তার সদস্য কার্ড আছে। এ কার্ডটি জোব্বার সর্দার করে দিয়েছিল। জোব্বার সর্দার বকুল রাণীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক এনে দিতেন। ঠিকাদারের সংগে তার ডাইরেক্ট লেনদেন ছিল না। অভিযোগ ৯/০২ মামলাটি সে দায়ের করে নাই। আসামী ঠিকাদার বকুল রাণী তাকে কাজ থেকে বাদ দেয় নাই।

অভিযোগ মামলার আরজিতে তার সহি না থাকায় এফিডেভিট করে মামলাটি উঠায়ে নিয়েছে। জোব্বার সর্দারের নির্দেশে সে খাদ্য গুদামের কাজ না করে সে স্বেচ্ছায় চলে যায়। ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ধান বিক্রি করিত প্রতি বস্তা ৫.০০ টাকা এবং চাল প্রতি বস্তা ২.৫০ টাকা পারিশ্রমিক নিত। সর্দারের মাধ্যমে পারিশ্রমিক পেত। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে বর্তমানে শ্রমিকের কাজ করে না। সে জোব্বার সর্দারের দলের সংগে পীরগাছা বাজারে কাজ করিত এবং সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে সে সহ ১৫ জন কাজ করিত। সভাপতি ও সেক্রেটারী ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা এনে দিত এবং সে পারিশ্রমিক বুঝে পেয়েছে।

ডি, ডব্লিউ-৫ মোঃ আজিজার রহমান, সাবেকপাড়া ৩ ভাই চাল কলের মালিক সাক্ষ্যতে বলেন যে, তার মিলে ধান খরিদপূর্বক চাল ভেংগে সাবেক পাড়া খাদ্য গুদামে সরবরাহ করিত। সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে বকুল রাণীর সংগে শ্রমিকদের ১০-৮-০২ ইং তারিখে গোলমাল হয়। ঐ সময়ে অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রমিক সর্দার জোব্বারের দল কাজ করে নাই এবং মাল গুদামে উঠায়নি। ১৩-৮-০২ ইং তারিখে পৃথক শ্রমিক দল মিমাংসা না হওয়ায় তৈরী হয়। জোব্বারের শ্রমিকরা নিজেরাই কাজ করে নাই এবং তারা বর্তমানে বাজারে কাজ করছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মিলারদের নিয়ে মিলারদের চাতালে মিটিং হয় ৯-৯-০৩ ইং তারিখে এবং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কন্ট্রাক্টর জোব্বার সর্দারকে পুনরায় নিয়োগ দেয়। সেখানে কাজ করার বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত হয়। ঐ সিদ্ধান্তের সময় সে উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর করেছে। খাদ্য গুদামে নুতন শ্রমিক পাশার দলই কাজ করছে কন্ট্রাক্টারের অধীনে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, সে মিল চাতাল সমিতির একজন সদস্য। ঐ সমিতিতে ২১ জন সদস্য আছে। ঐ সমিতির সভাপতি ওয়ালিউল হক এবং সেক্রেটারী আব্দুস সামাদ সিদ্ধান্তে সই স্বাক্ষর করেছে। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, জোব্বার সর্দারের দলই সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে পূর্ব থেকে কাজ করে আসছিল। জোব্বারের দল ঠিকাদারের সংগে কি ঘটনা নিয়ে কাজ বাদ দেয় তা সে জানে না।

প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মোঃ আব্দুল জোব্বার লেবার সর্দার ও সভাপতি, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে ঠিকাদারী চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া ৭৫%-৮০% হারে মজুরী প্রদান না করিলে দুই দফা দাবীনামা ও ধর্মঘটের নোটিশ উপশ্রম পরিচালক, বগুড়ার নিকট প্রদান করিলে এবং তাহার নিকট সালিশী প্রসিডিং পেন্ডিং থাকা অবস্থায় অভিযোগকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিককে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া অন্যায়ভাবে শালিসকারকের অনুমতি ছাড়াই ১৪-৮-০২ ইং তারিখে কাজ থেকে বাদ দেওয়ায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের সুনির্দিস্ট অভিযোগ আনয়ন করিয়া পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং অভিযোগের করোবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করেন কিন্তু তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রানীর নিকট অভিযোগকারী ও তাহার দলের ১৫ জন শ্রমিকের সম্পাদিত কাজ বাবদ অতিরিক্ত কত টাকা পাওনা তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই এবং কাজের পরিমাণ দেখাইয়া পাওনার সুনির্দিষ্ট করণপূর্বক সাক্ষ্যাদি আনা হয় নাই। বরং পি, ডব্লিউ-১ আঃ জোব্বার এক্সিবিট-ক ও খ অংগীকারনামাতে তাহার স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন এবং এক্সিবিট-ক অংগীকারনামা দৃষ্টে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী আঃ জোব্বার, সভাপতি, সহ-সভাপতি খাজা ও সাধারণ সম্পাদক জামরুলরা সরকারী দরের ৭৫% হইতে ৮০% হারে সম্পাদিত কাজের মজুরী ১০-৮-০২ তারিখ পর্যন্ত বুঝিয়া পাইয়া অংগীকারনামায় স্বাক্ষর

করিয়াছেন এবং ঠিকাদারের নিকট কোন শ্রমিকের মজুরী পাওনা নাই মর্মে লিখিয়া দিয়াছেন এবং এক্সিবিট-খ মূলে ১৫,০০০ টাকার মজুরী অগ্রিম গ্রহণের বিষয় স্বীকার করিয়া দরখাস্তকারী এক্সিবিট-খ(১) স্বাক্ষর অংগীকারনামায় প্রদান করিয়াছেন। আসামী পক্ষে দাখিলী এক্সিঃ- ঘ(১) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আঃ জোব্বার সর্দার, খাজা ও জামরুলরা বিভিন্ন তারিখে ৬৯,৭১০ টাকা চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কাজের মজুরী বাবদ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্সিবিট- ঘ(২), ঘ(৩), ঘ(৪), ঘ(৫), ঘ(৬) ও ঘ(৭) দৃষ্টে উক্ত স্বীকৃত বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী আঃ জোব্বার সাক্ষ্য দিয়া সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ এনেছেন এইভাবে যে, প্রতিপক্ষ আসামী বকুল রাণী উপশ্রম পরিচালক, বগুড়া শালিসকারকের নিকট কনসিলিয়েশন প্রসিডিং পেন্ডিং থাকা অবস্থায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধান ভংগ করিয়া দরকাস্তকারীসহ ১৫জন শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দিয়াছেন এবং নুতন শ্রমিক নিয়োগ দিয়া ৬০ ধারায় অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ প্রমাণে পি,ডব্লিউ-২ এ, টি,এম, ফজলুর রহিম, ডি, ডি, এল, বগুড়াকে দিয়া করোবরেটিভ সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছেন এবং পি, ডাব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, সভাপতি আঃ জোব্বার ও সাধারণ সম্পাদক জামরুল ইসলাম ১২-৫-০২ ইং তারিখে কনসিলিয়েশান দরখাস্তটি তাহার অফিসে দাখিল করেন এবং শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের নোটিশ পেয়েছিল ২৬-৭-০২ ইং তারিখে, ১৫-৮-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়-সীমা ছিল। একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রসিডিং এক সংগে ছিল এবং কনসিলিয়েশান প্রসিডিং-এর তারিখ নির্ধারণ থাকে ১৮-৫-০২, ৯-৭-০২, ১৬-৭-০২ এবং ২৫-৮-০২ ইং তারিখগুলিতে। বাদীপক্ষের দাখিলী কনসিলিয়েশান প্রসিডিং ফাইল দৃষ্টে দেখা যায় যে, ডি, ডি, এল, বগুড়া পৃথকভাবে আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে কোন কনসিলিয়েশান প্রসিডিং আনয়ন করেন নাই। অন্যান্যদের সহিত তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় যাহা আইনানুগ গণ্য করা যায় না। তাছড়াও বাদী পক্ষ বক্তব্য প্রমাণে কনসিলিয়েশান প্রসিডিং-এর নির্ধারিত তারিখগুলিতে প্রতিপক্ষ আসামীকে হাজির করানোর নোটিশ জারী হইয়াছিল তদমর্মে কোন মৌখিক সাক্ষী বা দালিলিক সাক্ষী আদালতে পরীক্ষিত হয় নাই। পি, ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য ও জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, শালিস প্রসিডিংয়ে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২৯ ধারা মোতাবেক ২৭-৬-০২ ইং তারিখে নোটিশ দিলে ১৭-৭-০২ ইং তারিখে ২১ দিন সময় আই, আর, ও এর ৪১(২) (বি) (II) ধারা মোতাবেক মেয়াদ শেষ হইয়া যায় এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে ২৪-৭-০২ ও ২৫-৮-০২ ইং তারিখ দিন ধার্যের এখতিয়ার থাকে না এবং কনসিলিয়েশান প্রসিডিং চালাইয়া যাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। পি, ডব্লিউ-১ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং জেরায় ১০-২-০৩ ইং তারিখের অংগীকারনামা এক্সিবিট-ক ও ১০-১-০৩ ইং তারিখের অংগীকারনামা এক্সিবিট-খ অংগীকারনামার স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন এবং উক্ত অংগীকারনামাগুলিতে সম্পাদিত কাজের পাওনা বুঝে পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন। পি, ডব্লিউ ১ আঃ জোব্বার অভিযোগকারী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ২৫-৮-০২ ইং তারিখের কাগজে টাকা নেবার সহি আছে। উক্ত স্বীকৃত ৭৫ টাকার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত অংগীকারনামা (এক্সিবিট-ঘ) থেকে প্রতিয়মান হয় যে, অভিযোগকারীসহ খাজা, জামরুল ব্যক্তিগণ স্বীকার করেছেন যে, ১০-৮-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত কাজ করিয়া ১১-৮-০২ ইং তারিখ থেকে খাদ্য গুদামের স্থায়ীভাবে নিজ ইচ্ছায় শ্রমিকের কাজ বাদ দিয়াছেন এবং ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগে তাহাদের কোন আপত্তি নাই এবং তাহারা নিজ ইচ্ছায় শ্রমিকের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অভিযোগকারীর উক্তরূপ স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী স্বয়ং তাহার অভিযোগ সমর্থন করেন নাই। বরং বিপরীতধর্মী বক্তব্য দিয়া তাহার

অভিযোগের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-চ, ছ, জ, কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী শ্রমিকগণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের কাজে অনিয়ম ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং অভিযোগকারী ক্লিন হ্যান্ডে অত্র অভিযোগটি আনয়ন করেন নাই এবং বাদীর বক্তব্য ও স্বীকারোক্তি থেকে বিপরীতধর্মী বক্তব্য এসেছে। অভিযোগকারী একদিকে দাবী করেছেন যে, তাহাদেরকে বেআইনীভাবে কাজ থেকে বাদ দিয়াছেন, অপরদিকে অংগীকারনামায় মজুরী পাওনা প্রাপ্তির বিষয় স্বীকারসহ স্বেচ্ছায় কাজ বাদ দিয়া চলে যাওয়ার বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়াছেন। তাছাড়াও কনসিলিয়েশান প্রসিডিংটি ত্রুটিপূর্ণ পরিলক্ষিত হয় এবং ধর্মঘটের নোটিশ প্রদানের পরেও বেআইনীভাবে মেয়াদী সময় অতিক্রান্ত হইবার পর প্রসিডিং চালাইয়া যাওয়ার এখতিয়ার ছিল না। সুতরাং অভিযোগকারীকে তাহার বিপরীতধর্মী বা স্ববিরোধ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিকার দেওয়া যায় না। তাছাড়া সাফাই সাক্ষী ডি, ডব্লিউ-১ প্রফুল্ল চন্দ্র প্রামানিক আসামী বকুল রাণীর স্বামী, ডি, ডব্লিউ-২ বিমল কুমার পোদ্দার জনৈক ঠিকাদার ও অংগীকারনামার সাক্ষী, ডি, ডব্লিউ-৩ ওয়ালিউল হক ওরফে বিন্দু মাষ্টার, ডি, ডাব্লিউ-৪ মহিদুল ইসলাম ও ডি, ডাব্লিউ-৫ মোঃ আজিজার রহমান চাউল কলের মালিক ৫জন সাফই সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আসামী ঠিকাদারের নিকট থেকে মজুরীর পাওনা বাবদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া অংগীকারনামা লিখিয়া দিয়াছেন এবং সাবেকপাড়া খাদ্য গুদামে পূর্বে নিয়োজিত অভিযোগকারী আঃ জোব্বারসহ ১৫ জন শ্রমিকের হরতাল করিয়া কাজ ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার বিষয়ে করোবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন। জোব্বার সর্দারের শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ডি, ডাব্লিউ-৪ মহিদুল ইসলাম সাফাই সাক্ষী দিয়া উল্লেখ করেছেন যে, আসামী বকুল রাণীর নিকট তার কোন পাওনা নাই এবং সে জোব্বার সর্দারের হুকুমে স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে চলে যায়। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী পক্ষ সাক্ষী দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে আসামীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অপরাধ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সন্দেহের অবকাশে আসামী আইনতঃ খালাশ পাইবার হকদার মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র মামলার আসামী বকুল রাণীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬০ ধারায় আনীত অপরাধের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আসামীকে অভিযোগের দায় থেকে খালাস দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members: 1. Mr. A.K.A. Atoa-a-Rabbi for the Employers.
2. Mr. Md. Kamrul Hassan for the Labours.

Date of delivery of Judgment : 20th March/2005

Complaint Case No. 8/2003

Md. Shahidul Islam, Worker No. 4084,
Electrical Department, Armature Wyender,
(at present terminated), Chakra- Sadharon,
Quami Jute Mills Ltd., Roypur, P.S & Dist. Sirajgonj — **Petitioner.**

Versus

1. Quami Jute Mills Ltd. for Prokalpa Prodhan,
2. Prokalpa Prodhan, Quami Jute Mills Ltd. ,
3. Manager (Admn), Quami Jute Mills Ltd.,
4. Incharge(Sram Daptor), Quami Jute Mills Ltd.
Roypur, P. O, P. S. & Dist. Sirajgonj—**Opposite parties.**

Representatives :

1.Mr.Saifur Rahman Khan (Rana), Advocate for the petitioner.

2. Mr. Abdul Kader Sarker, Advocate for the opposite parties.

JUDGMENT

This is an application u/s 25 of the Employment of Labour (Standing orders) Act, 1965 at the instance of petitioner Md. Shahidul Islam,worker No.4084, Electrical Department, Quami Jute Mills Ltd. Sirajgonj with a prayer for reinstatement in his service of Armature Wyender, Electrical Department of Quami Jute Mills Ltd. Sirajgonj with all back wages and benifits after setting aside the order of termination *vide* Memo No. 1103 dated, 18-10-03 u/s 19 of S.O.Act,1965.

The petitioner's case, in short, is that the petr. Md. Shahidul Islam, Worker No. 4084, Electrical Department was a permanent worker under 2nd party Quami Jute Mills Ltd. Roypur , Sirajgonj. That the petr. Md. Shahidul Islam, worker No.4084 Joined firstly in the post of Improver on 1-1-1980 under the 2nd party Quami Jute Mills Ltd. and during his service time he was promoted three times by the O. T. Management and finally he was working as an Armature Wyender sincerely and efficiently till the date of termination on 18-10-03. That the petr. Shahidul Islam is a permanent worker and also

a member of the Quami Jute Mills Labour Trade Union and that he was executive member in three times in the post of Assistant General Secretary and he participated in bargaining with O. P in different times as C. B. A for which the O. P was displeased with him. Lastly the petr. Shahidul Islam was preparing himself as a candidate for election /2003 and when he was in the process and campaign of election/ 2003 the O. P No. 2 with the malafide intention passed the alleged termination order which was an act of victimisation for his trade Union activities. That the petr. Shahidul Islam was also associated with National Trade Union Federation and that he was also an active worker of Quami Jute Mills Rakkha Sangram Parishad and that the petr. became an institution of the general workers for his sincere trade union activities but O. Ps were displeased with him. That the petr. received the termination order Exbt.-1 on 19-10-03 through General Secretary and that he being aware of the termination sent a grievance petition by registry post on 27-10-03 to the O. P requesting the 2nd party to allow him to join his duty. But the 2nd party did not give any answer to it and that the petr. for being permanent worker and his illegal termination by victimisation the Quami Jute Mills Mazdur Union (Regn. No. Raj-1000) suomoto raised the matter as industrial dispute by submitting Charter of Demands asking the authority for his reinstatement in service and in the sitting of discussion but during the steps and discussions on 9-11-03 the O. P. side informed by letter No.968 that the O. P. has no scope to reinstate the petr. That the Suomoto steps taken by the Quami Jute Mill Mazdur Union for reinstatement of the petr. in service clearly prove the instant of patr's termination order a case of termination Victimisation for his Trade Union activities. Hence, this pert.'s case for reinstatement in service with all back wages.

The 2nd party O. P. Nos. 1 to 4 appeared and contested this case by filing written statement denying the material allegations made in the petition, contending *inter alia*, that the petr's case is not maintainable in this manner, that the petr. has no cause of action to file this case and that the allegations brought by the petr. are false and concocted.

The defense case, in short, is that the petr. Shahidul Islam was a worker under Quami Jute Mills Ltd., Roypur, Sirajgonj and his service was terminated by project head O. P. No. 2 *vide* Memo No. 1103 dated 18-10-03 with immediate effect u/s 19 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 with monetary benefits. admissible in the rules. That the termination of service of Shahidul Islam was a termination simpliciter and without any charge or stigma or prejudice. That the petitioner Shahidul Islam was a simple worker and member of the Quami Mozdur Union, not an executive member of the trade union and he is not victimized for trade union activities at the time of impugned termination order. That the Mill authority received the petitioner's registered grievance petition on 30-10-03 and replied it by registered Dak No. 817 dated 12-11-03 which is not received by the

petitioner. That the Quami Jute Mills Mazdur Union, Sirajgonj raised industrial dispute on 28-10-03 over the question of termination of the petitioner by submitting chartered of demands asking reinstatement of the aggrieved worker, which was discussed in presence of trade union leaders with the authority and the result was communicated on 9-11-03 by the letter Memo No. 968 but the Quami Mazdur Union did not take any step according to the provision of Industrial Relations Ordinance, 1969 and that there was no scope to reinstate the petitioner in service and that the petitioners case is not maintainable at all. Hence, the petitioners case is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Whether the petitioner's case u/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders)Act, 1965 is maintainable ?
2. Whether the petitioner has cause of action to file this case ?
3. Whether the petitioner's termination order from service *vide* Memo No. 1103 dated 18-10-03 u/s 19 of the S. O. Act, 1965 is illegal and unlawful and liable to be set aside ?
4. Whether the petitioner is entitled to be reinstated in service with wages and benefits as prayed for?

FINDINGS AND DECISION

Point Nos. 1& 2

There is no denial of the fact that the petitioner Md. Shahidul Islam, Worker No. 4084 was working as an Armature wyener in the Quami Jute Mills Ltd., Roypur, Sirajgonj under the control of O. P. No, 2 Project Head, Quami Jute Mills Ltd. and that the petitioner Md. Shahidul Islam was terminated from his service u/s 19 of the S.O. Act, 1965 by the termination letter Exbt. 1 dated 18-10-2003 . This petitioner Md. Shahidul Islam filed this case u/s 25 of the Employment of Labour(Standing Orders) Act, 1965 for reinstatement in his service of Armature wyender, Electrical Department with back wages after setting aside the order of termination *vide* Memo No. Quami/Sro:Da:/4084/2003/930/1103 dated 18-10-03. P. W. 1 Md. Shahidul Islam the petitioner himself corroborates the averments of the complaint petition stating that he joined the O. P. Mill as Improver from 1-1-80 and by promotion in the post of Armatures wyender up to the date of termination for the period of about 24 years. That the O. P Management terminated him by victimization for his trade union actitities and that the petitioner was also an active worker of Quami Jute Mills Rakkha Sangram parishad. That the petitioner sent his grievance petition against termination by registered post on 27-10-03 to the O. P. requesting the 2nd party to allow him to join his duty but the 2nd party did not give any answer to it and that the O. Ps. order of

termination for being the case of victimization the C. B. A of the Mill discussed the matter with the management for reinstatement and that the petitioner was an active trade union leader of the Mill. It appears from Exbt. 2 grievance petition and postal receipt Exbt. 2(ka), A/D Exbt.-2(kha) filed by the petitioner that the mandatory provision of section 25(1) of the S. O. Act is complied with and this petitioner filed this case on 6-12-03 within 30 days as per the provision of section 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Hence, this petitioner has the cause of action to file this case, that this case is filed within the time of limitation and that this case is maintainable u/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Hence, Issue Nos. 1&2 are decided in favour of the petitioner .

Point Nos. 3 & 4

Point Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. Admittedly the petitioner Md. Shahidul Islam started his job as Improver from 1-1-1980 under the O. P. Quami Jute Mills Ltd., Roypur, Sirajgonj and was terminated from the post of Armature wyender, Electrical Department of Quami Jute Mills Ltd., Roypur, Sirajgonj from 18-10-03 *vide* Memo No. Quami/Sro;Da:/ 4084/03/930/1103 dated 18-10-03 u/s 19 of the S. O. Act, 1965(Exbt. 1 filed by the petitioner and Exbt.-ka filed by the O. P. corroborate). It is the admitted case that the petitionor served the O. P. Quami Jute Mill near about 24 years upto the date of termination and admittedly the petitioner Shahidul Islam was Assistant General Secretary (C. B. A) of Quami Jute Mill Mazdur Union in the union election 1993, 1997 and 2001 (Exbt. 3, 3(ka), 3(kha) field by the petitioner corroborate) and that the petitioner was also active worker (Member) of the Quami Jute Mill Rakkha Sangram Parishad. It is the specific case of the petitioner that the petitioner Md. shahidul Islam was terminated for his trade union activities. That when the petitioner was preparing himself as a candidate in the election 2003 the O. P. No. 2 with malafide intention terminated from service victimizing him by his trade Union activities and that against illegal termination order by victimization. the Quami Jute Mill Mazdur Union suomoto raised and discussed the matter in absence of the petitioner for his reinstatement in his service. Hence, this petitioner's case for reinstatement in service with wages. It is specific case of the O. P. side that the petitioner's termination u/s 19 of the S.O. Act was a termination simplicitier and the petioner was a simple worker and member of the Quami Mazdur Union, not an executive member of the trade union and he is not victimized for trade union activities. That the petitioner's reinstatement matter was discussed and raised by the jute Mill Mazdur Union on 28.10.03 and the result was communicated on 9.11.03 by the letter Memo No. 968 but the Quami Mazdur Union did not take any step according to the relevant provision of Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence, there was no scope to reinstate the petitioner in service and that the case is liable to be dismissed.

To prove their respective cases of the parties the petitioner side examined P. W. 1 Md. Shahidul Islam the petitioner himself and P.W. 2 Md. Abdul Khaleque Bimar Quami Jute Mill, two oral evidences and brought the documentary evidences into exhibit as 1, 2, 2(Ka), 2(Kha), 3, 3(Ka), 3(Kha), 4, 4(Ka), 5, 5(Ka), 6 , 6 (Ka), 7-10 and that the O.P. side examined O. P. W. 1 Md . Abu Hanifa Sarker, Assistant Co-ordination Officer(Admn.) and O. P. W. 2 Md. Hasinur Rahman. In charge, labour Department, Quami Jute Mill, two oral evidences and brought the documents into exhibits as ক, খ, খ(১), গ, ঘ, ঙ, চ, চ(১), চ(২), ছ, জ, ঞ,ট, ট(১), ট(২), ঝ, ঠ and the solenama Exbt.-x and the signature of the O.P.W. 2 Hasinur Rahman as Exbt.x(2). That the petitioner Md. Shahidul Islam filed this case u/s 25 of the Employment of Labour(Standing Orders) Act, 1965 for reinstatement in his service of Armature wyender. Electrical Department with back wages after setting aside the termination order *vide* Memo No. 1103 dated 18-10-03 Admittedly the petitioner Shahidul Islam, Worker No. 4084 was Assistant General Secretary three times of Quami Jute Mill Mazdur Union and that he was an active worker(Member) of the Quami Jute Mill Rakkha Sangram Parishad and that he was contesting candidate of the said trade union in the election of 2003 (Exbts. 3 series, 4 series and 5 series corroborate). P. W. 1 Md. Shahidul Islam the petitioner himself corroborates the contention of the allegation of the petition u/s 25 of the S. O. Act. From the evidences of P. W.2, O. P. W. 1 and O. P.W. 2 the number of post of Armature wyender of the Quami Jute Mill is three. Exbt.-9 filed by the petitioner corroborates and that there is no evidence asto the reduction of the number of the said post. Admittedly the petitioner Shahidul Islam was the contesting candidate in the election of the Mazdur Union/2003 but he can not succeed in the election. Hence, admitttedly the petitioner Shahidul Islam was simply a member of the. Quami Jute Mill Mazdur Union and Executive Member of the Quami Jute Mill Rakkha Sangram Parishad. From the admission of the O.P.W. 1 in cross the number of Armature wyender was three and the petitioners grievance petition against the order of termination was registered on 27-10-03 O. P. W. 1 frankly admits in cross that the Quami Mazdur Union raised the petition for reinstatement of the petitioner to the authority after two days of the filing of the grievance petition and that the petitioner was not present in the discussion meeting between the C. B. A. , Quami Jute Mill Mazdur Union and the O. P. Mill management. There is a provision of reinstatement in service in the *proviso* 7(Ga) of the Contract between Jatiotabadi Jute Labour Organization and B. J. M.C. P. W. 1 Md. Shahidul Islam the petitioner himself is examined on recall dated 19-3-05 and the petitioner brought Exbt. 10 the letter by D. G. M .Quami Jute Mill *vide* Mamo No.92 dated 11-1-05 addressed to the General Manager, cos, B.J.M.C. , Adamjee Court, Motijheel, Dhaka for reinstatement of the petitioner in service and also P. W. I the

petitioner himself admitted the compromise and filing of solenama which is Exbt. 'x' between the parties and x(1) is his signature. O. P. W. 2 Md. Hasinur Rahman present Incharge, Labour Daptor, Quami Jute Mill is Examined with his power to represent the Quami Jute Mill Management Exbt. 'ঙ' who proved the solenama Exbt.-'x' and his signature as Exbt.-x(2) wherein the agreement is made between the petitioner and the O. P. management to reinstate the petitioner in the service of Armature wyender. O. P. W. 2 Hasimur Rahman, Incharge, Labour Daptor stated that the O. P. Mill management has no objection to reinstate the petitioner in his service of Armature wyender but the petitioner will not get pay and wages from the date of termination to the date of joining in the said post, but the continuity of service will not be hampered. O. P. W.2 admits in cross that he has signed in the solenama Exbt.-x as representative of the Managing director of the Quami Jute Mills Ltd. and on behalf of the contesting. Thus, from the admission of O. P. W. 2 it appears that the Exbt. X Solenama appears to be lawful and both the parties have signed on the solenama and thus the solenama is accepted by the Court. So, from the terms of the solenama the petitioner Shahidul Islam is entitled to be reinstated in his service of Armature wyender but the petitioner would not get pay and wages of the period of the date of termination to the date of joining but his seniority and continuity in service will be intact and the petitioner will get service benefit after retirement as per admissible rules of the B. J. M. C. In the circumstances, considering the solenama Exbt.-x the case succeeds.

And in consultation with the Ld. Members, it is,

ORDERED

That these Complaint Case be allowed in terms of solenama Exbt. X against the O. P. Nos. 1 to 4 that the termination order dated 18-10-03 of the petitioner from his service of Armature wyander is hereby set aside and the petitioner Shahidul Islam be reinstated in his service in terms of the solenama Exbt. X the terms of the solenama Exbt. X do form part of this order.

The O. P. management is directed to implement this decision within 7(seven) days.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

Present: Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members: 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employear.

2. Mr. Md. Alauddin Khan for the Labour.

Date of delivery of Judgment:- 12th March/2005

Complaint Case No. 7/2003

Md. Sawkat Ali Micro Driver (terminated), Joypurhat Zilla Bus Minibus Malik Group, Sohag Mansion, Puratan Hospital Road, Joypurhat.

Present address :- S/O. Late Ershad Ali.
Vill-Chalkshayam,
P. O. Khanjonpur,
P. S. & Dist. Joypurhut —**petitioner.**

Versus

1. General Secretary for Joypurhat
Zilla Bus Minibus Malik Group.

2. General Secretary, Joypurhat Zilla Bus Minibus Malik Group, Both address Sohag Mansion, Puraton Hospital Road, P. O. P. S & Dist. Joypurhat— **O. Ps.**

Representatives:-

1. Mr. Sifur Rahman khan (Rana),Advocate for the petitioner.

2. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the Opposite parties.

JUDGMENT

This is an application u/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act. 1965 at the Instance of the petitioner Md. Sawkat Ali Micro Driver, Joypurhat District Bus Minibus Malik Group. Joypurhat with a prayer for reinstatement in his service of Micro Driver with all back wages after setting aside the order of termination Memo No.জ/জে/বা/মি/মা/গ্রু/০১ (২০০৩)৪১ dated 10-7-2003

The petitioners case is, in short, that the petitioner Md. Sawkat Ali was a Micro Driver of Joypurhat District Minibus Malik Group and that he is a member of Joypurhat Motor Sramik Union (Regn. No. Raj-421). That the petitioner Md. Shawkat Ali joined on 7-1-1994 as Micro Driver in the

monthly consolidated salary of Tk. 2400 on the basis of oral appointment and that his driving license No.$\frac{1634}{3487}$/87 and that he served the O. P. Establishment for the period of 10 years and he received monthly pay of Tk. 3000 at the time of termination by the O. P. No. 2 on 10-7-03 . That the O. P. No. 2 the chief Executive of Joypurhat District Bus Minibus Malik Group unlawfully terminated the petitioner by his Memo No.41 dated 10-7-03 stating some grounds and that his termination order was arbitrary, illegal and without any show cause giving no scope or personal hearing. That the petitioner sent the first grievance petition on 20-7-03 and second grievance petition on 22-7-03 by registered post to the O. P. Management but the two registered grievance petitions are returned back with remarks. That the petitioner applied to the O. P. for reinstatement in his service for setting a side the highest punishment of termination. Hence, this application u/s25 of the S. O. Act for reinstatement in his service with all back wages.

That the O. P. Nos. 1 & 2 appeared and contested this case by filing written statement contending, *inter alia* that the petitioners case is not maintainable in this manner. That the petitioner has no *lacus standi* to file this case and that the petitioners case is barred by the law of limitation That the petitioner Md. Shawkat ali was a private employeed and admittedly he was old and ill tempered Micro Driver of Joypurhat District Bus Minibus Malik Samity. That the petitioner Micro Driver was warned by the Executive Committee for his ill tempered behaviour on 4-1-2001 and 23-1-2002 and he was asked to rectify in future but his unruly and reckless behaviour increased day by day and on the allegation by the senior Member of the Executive Committee for his misbehaviour and misconduct and with the decision of Executive Committee of the said samity the petitioner is terminated from 9- 7- 03. That the petitioner did not comply the mandatory provision of section 25 of the S. O. act and the petitioner's case is barred by the law of the Limitation and that the petitioner's application u/s 25 of the S. O. act is not maintainable and that the petitioner is not entitled to be reinstated for his old age and lack of confidence. That the alleged termination order is lawful and the petitioner is being private employee and for his lack of confidence and old age the petitioner can not be reinstated in his service. Hence, the petitioner's case is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DETERMINATION:

1. Whether the petitioners case u/s 25 of the Employment of Labour(Standing Orders) Act. 1965 is maintainable?
2. Whether the case is barred by the law of limitation?
3. Whether the petitioner was illegally terminated from his service?
4. Whether the petitioner is entitled to be reinstated in his service with all back wages as prayed for?

FINDINGS AND DECISION:

Issue Nos. 1 & 2

Admittedly the petitioner Md. Shawkat Ali was a Micro Driver license No.$\frac{1634}{3487}$/87 of Joypurhat District Bus Minibus Malik Group in the monthly consolidated salary of tk.3000 at the time of termination letter Exbt. 1 issued by the O. P. No. 2. That this petitioner Md. Shawkat Ali filed this case u/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for reinstatement in his service of Micro Driver with back wages after setting aside the order of termination *vide* Memo No. 41 dated 10-7-03 . That the petitioner P. W. 1 Md. Shawkat Ali corroborates the averments of the complaint stating that he served the O. P. as Micro Driver from 7-1-94 for the period of 10 years but the O. P. terminated him illegally and arbitrarily without show cause giving no scope for personal hearing. That the petitioner sent the first registered grievance petition on 20-7-03 and second registered grievance partition on 22-7-03 but those are returned back with remarks to the effect that the addressee is not found. P. W. 2 Rafiqul Islam, Post Master, Joypurhat Post Office was examined and he proved as to the issuance of the two grievance petitions *vide* Exbts. 6, 6(a) on 20-7-03 and 22-7-03 and the service of those petitions from which it is clear that the mandatory provision of section 25 (1) (a) is complied with and that this petitioner filed this case on 27-8-03 within 30 days as per the provisions of section 25(1)980 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act 1965. Hence this petitioner filed this case within the time of limitation and that this case is maintainable u/s 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. Hence, Issue Nos. 1 & 2 are decided in favour of the petitioner.

Issue Nos. 3 & 4

Issue Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is no denial of the fact that the petitioner Md. Shawkat Ali was terminated from the post of Micro Driver of Joypurhat Bus Minibus Malik Group from 9-7-03 vide Memo No.জ/জে/বা/মি/মা/গ্রু/০১(২০০৩)৪১ dated 10-7-03 (Exbt.1 filed by the petitioner and Exbt. ka filed by the O. P. corroborate). It is also admitted by both the parties that the petitioner Shawkat Ali served the O. P. Establishment for the period of 10 years and his last monthly salary was Tk. 3000 at the time of termination and that he was also a member of Joypurhat Motor Sramik Union (Regn. No Raj-421). It is specific case of the petitioner that the Petitioner Md. Shawkat Ali was terminated illegally and arbitrarily. With stigma (misconduct) without following legal provisions giving no chance for personal hearing. It is the specific case of the O. P. side that the petitioner Md. Shawkat Ali is a private employee and he was warned several times by the Executive Committee of

Joypurhat Bus Minibus Malik Samity for his ill tempered and reckless behaviur and that the Executive Committee finally decided for termination for his misconduct of ill tempered and reckless behaviour. on the basis of allegation. Admittedly the termination of the petitioner Md. Shawkat Ali is a termination with stigma (misconduct) which falls within the definition of section 17&18 of the S. O. Act, 1965. But D. W. 1 Md. Gias Uddin, Administrative officer, of Joypurhat District Bus Minibus Malik Group admits in cross that the petitioner was neither asked to show cause on the basis of allegations nor he is informed about the allegations. Even not the petitioner was present at the time of taking decision by the Executive Committee about the termination of the petitioner from service. D. W. 1 frankly admits in cross that no departmental proceeding is drawn against the petitioner on the basis of allegations. So, from the oral evidences and the documents Exbts. Kha, kha(1), kha(2), Ga, Gha, Gha(1) filed by the O. P. it appears that the O. P. Management did not issued any departmental proceeding of show cause against the petitioner but the decision of termination is taken by the Executive Committee of the Joypurhat Bus Minibus Malik Group on allegations of misconduct and that before the decision of termination the petitioner was warned several times for his same type of misbehaviour against the senior Member of the Malik Group. Admittedly the petitioner was private employee but his termination order is made with the decision of the Executive Committee for his stigma but the provisions of section 17 &18 of the S. O. Act is not followed properly. It is the admitted case as we find from the averments of Para -3 of the plaint of the petitioner that the petitioner Shawkat Ali is an old man and from Exbts. kha, kha(1) & kha(2) it appears that the petitioner Shawkat Ali was warned several times for his ill tempered misbehaviour. In the circumstances and evidences on record this Court found that the order of termination with stigma without show cause is defective no doubt but the petitioner Shawkat Ali is an old man with ill tempered behaviour and the disputed termination is made by the decision of the highest authority Executive committee of the Joypurhat District Bus Minibus Malik Group having their lack of confidence upon the petitioner. In the circumstances considering the lack of confidence and old age of the petitioner Micro Driver the court holds that the petitioner Micro Driver should not be thrust on the shoulder of the second party for defective procedure, rather he should be deemed to have been terminated u/s 19 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 allowing him all termination benefits as admissible under rules instead of reinstatement in his service.

In this consideration this case succeeds in part.

And in consultation with the Learned Members it is,

ORDERED

That this complaint case be allowed on contest against the O. P. Nos. 1 & 2 in part. That the service of the petitioner is deemed to have been terminated under section 19 of the Employment of Labour (Standing Orders) act, 1965 and he be paid all termination benefits as admissible under the rules by 12-4-05.

The prayer for reinstatement in service of the petitioner is hereby refused.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪/২০০৪

মোঃ আবদুস সাত্তার, পিতা মৃত কানু মন্ডল, ড্রাইভার(বরখাস্তকৃত), সাং শেরুয়া গড়ের বাড়ী, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ জয়নাল হাজী ও বাচ্চু মিয়া, সত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপক, জয়নাল হাজী বাচ্চু রাইস মিল, শেরুয়া গড়ের বাড়ী, শেরপুর, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৬ তাং ১০-০১-০৫

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে অনুপস্থিত। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ ১ মোঃ আবদুস সাত্তার, পি, ডাব্লিউ ২ মোঃ আশরাফ আলীর হলফনামা পাঠ অন্তে জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ২ হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ ১ মোঃ আবদুস সাত্তার সাক্ষী দিয়ে অভিযোগের বক্তব্যকে করোবরেট করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, প্রতিপক্ষের রাইস মিলে ড্রাইভারের চাকুরী থেকে তাহাকে বেআইনীভাবে ও বিনা নোটিশে বরখাস্ত করেছেন। পি, ডাব্লিউ ২ মোঃ আশরাফ আলী শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সাক্ষী দিয়ে বাদীর বক্তব্যকে সমর্থন করে উল্লেখ করেছেন যে, নোটিশ না দিয়ে বা প্রসিডিং না করে বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছেন মৌখিকভাবে এবং নোটিশ পে প্রদান করে নাই। এক্সিবিট ১ ও ২মূলে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে

গ্রিভান্স প্রদান করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছে মর্মে প্রমাণের জন্য আদালতে আসেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয় মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যের সংগে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতএব, দরখাস্তকারী মামলায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার হকদার।

অতএব

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর(allowed) হয়। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে রাইস মিলের ড্রাইভার পদ থেকে ০৫-০৭-০৪ ইং তারিখের প্রদত্ত মৌখিক বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত করা হইল এবং দরখাস্তকারী আঃ সাত্তারকে প্রতিপক্ষের মিলের ড্রাইভার পদের চাকুরীতে প্রাপ্য বকেয়া বেতন ও পাওনাদি সহ পুনঃবহালের আদেশ দেয়া গেল।

প্রতিপক্ষকে ২৫(পঁচিশ) দিনের মধ্যে অত্র সিদ্ধান্ত (decision)টি কার্যকরী করার নির্দেশ দেয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩/২০০৪

মোঃ আবুল কালাম শেখ, পিতা মৃত ছাবেদ আলী শেখ, ড্রাইভার (বরখাস্তকৃত), সাং ধমকাম, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী** ।

বনাম

মোঃ রফিকুল ইসলাম, সত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপক, কৃষ্ণপুর(নামাবালা) রাইস মিল, শেরপুর, বগুড়া —**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিঃ- ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৯ তাং ১৭-২-০৫

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য(১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য(২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের উপস্থিতিতে রেকর্ড একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ পূর্বক দরখাস্তকারী মোঃ আবুল কালাম শেখকে পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, দরখাস্তকারী দীর্ঘদিন যাবৎ কোর্টে আসিতেছেন না। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইতিপূর্বেও ৩/৪ বার একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য ছিল। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি পরিচালনায় গুরুতর ত্রুটি ও অবহেলা পরিলক্ষিত হয় এবং দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনায় ইচ্ছুক নহেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং দরখাস্তকারীর গাফেলতি ও তদ্বিরাদির অভাবে মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি একতরফাসূত্রে দরখাস্তকারীর ত্রুটি তদ্বিরাদির অভাবে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩/২০০৪

আঃ জলিল, পিতা আঃ সাত্তার , ফিটার(অব্যাহতি প্রাপ্ত), যান্ত্রিক বিভাগ, রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর।

স্থায়ী ঠিকানা ঃ সাং বসন্তপুর, ডাক শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর —দরখাস্তকারী।

বনাম

১। রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

৩। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা,

৪। হিসাব রক্ষক,
সর্বঠিকানাঃ রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনান সাইফুর রহমান খান(রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৭ তাং ৩১-০১-০৫

অদ্য রেকর্ডটি একতরফাসূত্রে আদেশের জন্য দিন ধার্য রহিয়াছে। দরখাস্তকারীর হাজিরা নাই। আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

গত ৩০-১০-০৪ ইং তারিখের একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ ১ আব্দুল জলিলের জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে এবং কাগজাদি এক্সিবিট ১, ২, ২(ক), ২(খ), ২(গ), ২(ঘ) ও ২(ঙ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। রেকর্ডকৃত পি, ডাব্লিউ ১ আঃ জলিলের একতরফা জবানবন্দী ও এক্সিবিটকৃত কাগজাদি দৃষ্টে রেকর্ডটি আদেশের জন্য লওয়া হইল। পি, ডাব্লিউ ১ আঃ জলিলের একতরফা জবানবন্দী, এক্সিবিট ১, ২, ২(ক)-২(ঙ)কাগজাদি ও আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। দরখাস্তকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও আরজি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আঃ জলিল প্রতিপক্ষের নিকট থেকে চাকুরী থেকে বিনা নোটিশে ৩০-০৩-২০০৩ ইং তারিখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় মজুরীর পাওনা বাবদ ১,০১,১১৫ টাকা দাবী করিয়া মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীর মৌখিক জবানবন্দী ও এক্সিবিটকৃত ১, ২, ২(ক)-২(ঙ) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী আঃ জলিল রংপুর ডিষ্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস্ লিঃ, শ্যামপুর, রংপুরের একজন ফিটার শ্রমিক ছিলেন এবং দরখাস্তকারী ০১-০১-১৯৮৭ ইং তারিখে উক্ত পদের চাকুরীতে যোগদান করেন এবং এক্সিবিট ১ বেতন নির্ধারণী শীট দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আঃ জলিলের ১৯০০-৭৫-৩২৫০ টাকার বেতন স্কেলে ২০০১ সালে ২২৭৫ টাকা মূল বেতন নির্ধারিত হয় এবং সর্বমোট ৩,৪৫১/২৫ টাকা বেতন নির্ধারণ হয় এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ২০০৩ সালের দরখাস্তকারীর মূল বেতন দাঁড়ায় ২,৪২৫ টাকা। দরখাস্তকারীর দাবী মতে প্রতিপক্ষ তাহাকে বিনা নোটিশে চাকুরী থেকে ৩০-০৩-০৩ ইং তারিখে অব্যাহতি দিয়াছেন কিন্তু তাহাকে কোন মজুরী পরিশোধ করেন নাই। পি, ডাব্লিউ ১ আঃ জলিল দরখাস্তকারী উক্ত বক্তব্য সমর্থন করিয়া জবানবন্দী দিয়াছেন। দরখাস্তকারী আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৬ বৎসরের চাকুরীর জন্য তাহাকে কোন টার্মিনেশন বেনিফিটসহ মজুরী প্রদান করেন নাই এবং দরখাস্তকারী তাহার পাওনা বাবদ ১,০১,১১৫ টাকা দাবী করিয়াছেন। দরখাস্তকারী জবানবন্দী প্রদানকালে সর্বসাকুল্যে বেতন ৩,৮৫২ টাকা দাবী করিয়া উহার উপর মজুরীর পাওনা চেয়েছেন যাহা ভ্রমাত্মক ও আইনানুগ নহে। বরং দরখাস্তকারীর মূল বেতনের উপর তাহার মজুরীর পাওনা গণনাযোগ্য হইতেছে। সেহেতু দরখাস্তকারী টার্মিনেশন বেনিফিট(নোটিশ পে) বাবদ ২০০৩ সালের মূল বেতন ২৪২৫ টাকা হিসাবে(২৪২৫×৪)=৯,৭০০ টাকা এবং দাবী মতে ১৬ বৎসর চাকুরীর জন্য গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ বাবদ(২৪২৫×১৬)=৩৮,৮০০ টাকা একুনে সর্বমোট ৪৮,৫০০ টাকা আইনতঃ পাইতে পারেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর দাবী আংশিক প্রমাণিত হয় এবং দরখাস্তকারীর মজুরী পাওনা বাবদ ৪৮,৫০০ টাকা পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী আঃ জলিলকে তাহার মজুরী পাওনা বাবদ ৪৮,৫০০ (আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীর পাওনা টাকা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক উক্ত মজুরীর পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ,
রাজশাহী।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।